আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০৪ || সোমবার || কার্তিক ৮ || ১৪২৯ || রবিউল আঃ ২৮ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 04 || 24 October || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

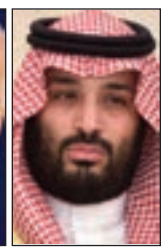
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

হ্যাম্পশায়ারে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুই আরোহী নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হ্যাম্পশায়ারে একটি আবাসিক ভবনের গ্যারেজের ওপর বিমান বিধ্বস্ত হয়ে **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

কুইন্স ইনোভেশনের নামে এস্টোরিয়ায় দানবের কালো থাবা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এ যেন দানবের কালো থাবা। রাক্ষসের মত গ্রাস করতে চায় নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার একটি অংশ। উন্নয়নের নামে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীকে উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রে মেতেছে এই চক্র। এরই মধ্যে সাংবাদিকসহ কিছু পেশাজীবি দালালকেও নিজেদের পকেটে পুরেছে চক্রটি। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির অন্যান্য এলাকার মত এস্টোরিয়াতেও অসংখ্য অভিবাসীর বসবাস। এখানে বাংলাদেশী আছে কয়েক হাজার। গত কয়েক দশক বসবাসের জন্য অভিবাসীদের প্রিয় এলাকা ছিলো এস্টোরিয়া। তবে, মানুষরুপি কিছু দানবের কালো থাবায় অভিবাসীদের সেই সুখ এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। দখলদারের সাথে যোগ দিয়েছেন কিছু দালাল। এই দালালরা এই এলাকায় না থাকলেও তারা এর পক্ষে ওকালতি করছেন। উন্নয়নের প্রয়োজনে ইনোভেশন প্রয়োজন বলে মন্তব্য এইসব দালালদের। তাদের এই ধরনের দালালিতে কমিউনিটিতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সম্পর্কের অবনতির মাঝেও যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগে সৌদির চোখ

ডয়চে ভেলে: ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর জ্বালানি ইস্যুতে কয়েক দশকের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। তবে সম্পর্কের অবনতি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ পেতে উদগ্রীব রিয়াদ। আগামী বুধবার থেকে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেশটির ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ বা বিনিয়োগ সম্মেলন। চলতি বছরের এই সম্মেলনটি নানা করণেই সৌদি আরবের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।যেমন **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

ইউক্রেনে প্রবেশের অপেক্ষায় সীমান্তে আমেরিকান বাহিনী!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে প্রবেশের অপেক্ষায় এবার সীমান্তে আমেরিকান বাহিনীর এলিট ফোর্স অপেক্ষা করছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম। আমেরিকান ১০ এয়ারবর্ন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

অভূতপূর্ব পরীক্ষার মুখে জাতিসংঘ: মহাসচিব গুতেরেস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘ এখন এক অভূতপূর্ব পরীক্ষার মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। সোমবার জাতিসংঘ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

দিনের বেলা বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে: তৌফিক-ই-ইলাহী

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ-বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেছেন, দেশের রিজার্ভের যে অবস্থা, আমরা জানি না সামনে কী হবে। এলএনজি এখন আমরা আনছি না। এ সময়ে ২৫ ডলার হিসাব ধরেও যদি এলএনজি আমদানি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন ও টাইম টেলিভিশনের মধ্যে আইনি লড়াই!

হেলাল উদ্দীন রানা: বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের সঙ্গে নিউইয়র্কভিত্তিক জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশনের আইনি লড়াই শুরু হয়েছে। টাইম ম্যাগাজিন টাইম শব্দ ও লোগো তাদের সম্পত্তি এমন দাবী জানিয়ে টাইম টেলিভিশনকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করায় এই লড়াইয়ের সূচনা হয়েছে। টাইম ম্যাগাজিনের পক্ষে তাদের প্রধান আইন কর্মকর্তা ডানা রোজেন টাইম টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে গত ২০ অক্টোবর একটি আইনি নোটিশ পাঠান। টাইম ম্যাগাজিনের দাবি- টাইম টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ যেন অচিরেই ইন্টারনেট এবং অনলাইনভিত্তিক সকল প্রচার-প্রচারণা সরিয়ে ফেলে। তাছাড়া টাইম-এর সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। নোটিশে বলা হয়, টাইম ম্যাগাজিন ৯৮ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক একটি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Associate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাকা ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372





ইফজাল চৌধুরী

নব নির্বাচিত সদস্য
সিলেট জেলা পরিষদ
১৩ নং ওয়ার্ড।

মো. খসরুল হক

নব নির্বাচিত সদস্য
সিলেট জেলা পরিষদ
৮ নং ওয়ার্ড।

অভিনন্দন

আমাদের প্রবাসীদের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য আনার জন্য।



মইনুজ্জামান চৌধুরী

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটি এক্টিভিস্ট

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // October 24 // 2022

ঘৃণা ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ ভারতের শীর্ষ আদালতের

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : ধর্মীয় উসকানিমূলক বার্তা ছড়ালে দিল্লি, উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশের পুলিশকে স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমটো) মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি কে এম জোসেফ ও হৃষিকেশ রায়ের বেঞ্চ জানিয়েছেন, দেশের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' পরিস্থিতি ও 'ঘৃণার পরিবেশ' নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বিগ্ন। সাংবাদিক শাহীন আবদুল্লাহর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলায় (পিআইএল) এই আদেশটি এসেছে। পিআইএলে তিন রাজ্যে পৃথক ঘটনায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্যের উদাহরণ তুলে ধরেন ওই সাংবাদিক। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি আরো বলেন, 'দেশে ধর্মের নামে যা হচ্ছে তা দুঃখজনক। বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠা সব ভারতীয় নাগরিকের [illegible]।'

যুক্তরাষ্ট্রে আ. লীগ ও যুবলীগ নেতার ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এক সপ্তাহের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতা ইন্তেকাল করেছেন। তাদের মৃত্যুতে দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এরা হলেন টেক্সাস ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ ভূইয়া পরাগ (৫৯) ও বৃহত্তর ওয়াশিংটন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি দেওয়ান আরশাদ আলী বিজয় (৪৯)।

জানা গেছে, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের সন্তান শাহাদৎ ভূইয়া পরাগ হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর সম্প্রতি হিউস্টনের মেথডিস্ট হাসপাতালে তার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় তার প্রচুর রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। গত ১৬ অক্টোবর রোববার দুপুরে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য থাকাবস্থায় পরাগ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। টেক্সাস অঞ্চলে বেশ কটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছাড়াও পরাগ ছিলেন হিউস্টনের বাংলাদেশী আমেরিকান সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ডোনারদের অন্যতম। মৃতুকালে তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা এবং এক পুত্র রেখে গেছেন।

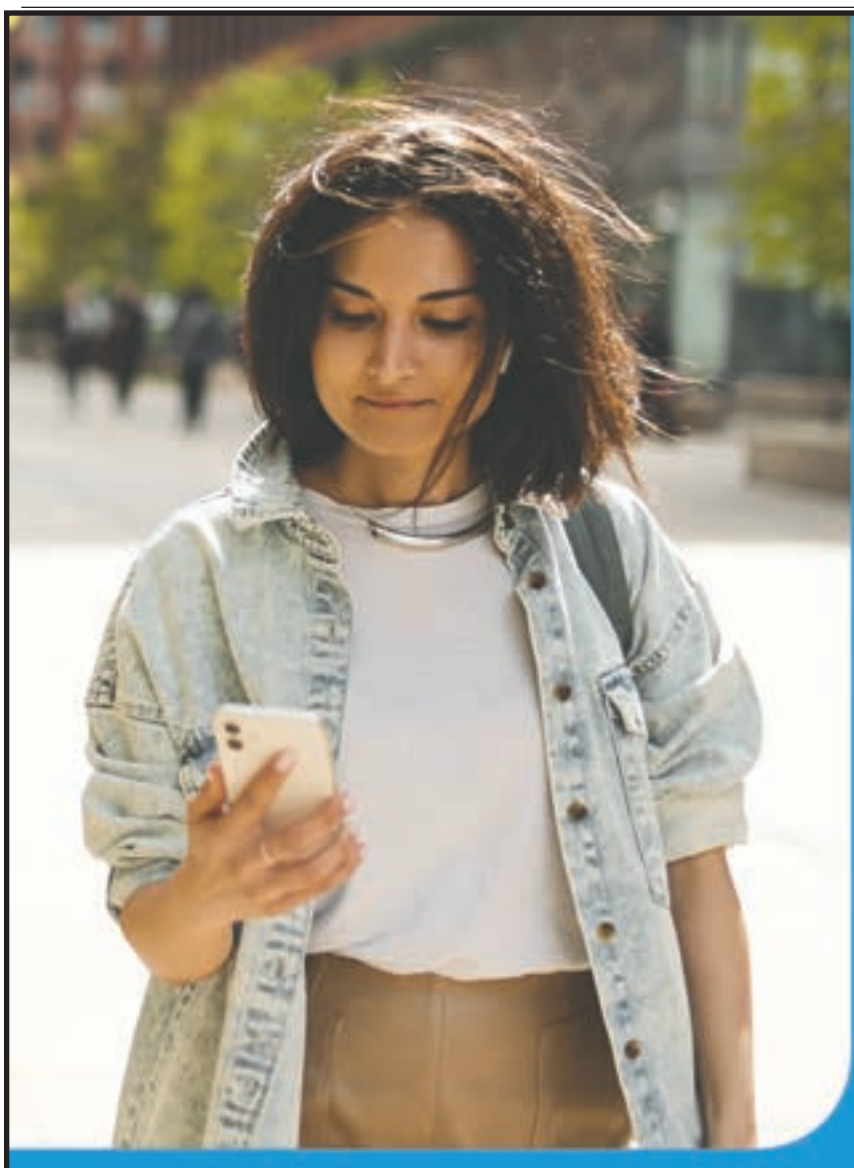


মরহুম পরাগের ঘনিষ্ঠ এবং টেক্সাসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ডেমক্র্যাটিক পার্টির কাউন্টি চেয়ার রহিম র‍্যা নিহাল তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, পরাগের মৃত্যুতে আওয়ামী পরিবার একজন ত্যাগী সংগঠক হারালো। একইসাথে টেক্সাসের প্রবাসী বাংলাদেশীরা হারালেন দুর্দিনে পাশে থাকার একজন প্রিয় মানুষকে। পরদিন সোমবার অপরাহ্নে (১৭ অক্টোবর) পরাগের নামাজে জানাযা শেষে স্থানীয় ২৯০ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত আইএসজিএইচ গোরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয় বলে জানা গেছে। অপরদিকে, কিডনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যুবলীগ নেতা দেওয়ান আরশাদ আলী বিজয়। গত ৯ অক্টোবর রোববার ভার্জিনিয়ার উডব্রিজস্থ সেন্টারা হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সন্তান বিজয় মৃত্যুকালে স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন ১০ অক্টোবর সোমবার বাদ জোহর ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনস্থ বায়তুল মোকারম মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা শেষে তার মরদেহ ভার্জিনিয়ার ফ্রেড্রিসবার্গের অল মুসলিম এসোসিয়েশন অব আমেরিকার গোরস্থানে দাফন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাহানারা রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক তারিকুল হায়দার চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক বাহার খন্দকার সবুজ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম চৌধুরী, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দীন আহমেদ, মেরিল্যান্ড ষ্টেট আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ সেলিম, ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রেস মিনিষ্টার সাজ্জাদ হোসাইন সবুজ, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সাদেক এম খান, মাহমুদুন নবী বাকী, জি আই রাসেল, নুরল আমীন নুরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনসহ বৃহত্তর ওয়াশিংটনের সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী মরহুম বিজয়ের নামাজে জানাজায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল থেকে যুবলীগ নেতা দেওয়ান আরশাদ আলী বিজয় স্বস্ত্রীক ভার্জিনিয়ায় বসবাস করে আসছিলেন। তিনি বৃহত্তর ওয়াশিংটন যুবলীগের সভাপতি এবং 'আমরা বাঙালী ফাউন্ডেশন'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা শাহাদৎ ভূইয়া পরাগ ও যুবলীগ নেতা দেওয়ান আরশাদ আলী বিজয়-এর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison







ওজনপার্কে বিয়ানীবাজার সমিতির অফিস উদ্বোধন

রশীদ আহমদঃ বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষে ও কমিউনিটির সেবা আরো সুচারূপে করার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধুষ্যিত ওজন পার্কে (৭৬-০৭ ১০১ এভিনিউ) তে নিজস্ব অফিস। সমিতির মালিকানাধীন বিল্ডিং এ গত ১৬ অক্টোবর রোববার বাদ মাগরিব দু'আ মাহফিলের মাধ্যমে অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর আগে ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন সমিতির সভাপতি হাজী আব্দুল মান্নান ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খানসহ সমিতির উপদেষ্টা ও কার্যকরী কমিটির দায়িত্বশীলরা।

এর পর সমিতির সভাপতি হাজী আব্দুল মান্নান এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব এর পরিচালনায় দু'আ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। দু'আ পরিচালনা করেন বিএমএম-সিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমিতির উপদেষ্টা হাজী সামসুল ইসলাম, হাজী শফিকুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিক মহিউদ্দিন, ওজনপার্ক বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুন নূর, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস টিটু, মাথিউরা সমিতির সভাপতি কমর উদ্দিন, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক এটিএম তালহা, দফতর সম্পাদক আব্দুল হামিদ ও ছাত্রনেতা ফাহিম শাকিল অপু প্রমুখ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গিয়াস উদ্দিন, আহমদ মস্তফা বাবুল, নজিবুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, হেলাল আহমদ, সমিতির কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান দুখু, প্রচার সম্পাদক খলকুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান সাহিন মালিক, কার্যকরী কমিটির সদস্য জামাল হোসেন, মোঃ আবদুর রাজ্জাক (মুন্না), নূর উদ্দিন, হোসেন আহমদ, মোঃ আবু তাহের, জহির আহমদ জুয়েল প্রমুখ।



অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কার্যকরী কমিটির দায়িত্বশীলরা বলেন, সমিতির অফিস আজকে উদ্বোধন হলেও সমিতি কমিউনিটির কল্যাণে দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে আসছে। তার-ই আলোকে আমরা কমিউনিটির সেবাকে আরো বেগবান ও সুচারু রূপে পরিচালনা করতে অফিসের কোন বিকল্প নেই। তাই আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত ওয়াদাগুলো ক্রমান্বয়ে পূরণ করতে চাই। সেক্ষেত্রে বর্তমান কার্যকরী কমিটি বিয়ানীবাজারবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

দু'আ মাহফিল শেষে সমিতির পক্ষ থেকে সবার মধ্যে শিরনী বিতরণ করা হয়।



নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো 'লালন উৎসব' ৩০ অক্টোবর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে, যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান, জাতি গোত্র নাহি রবে' শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো 'লালন উৎসব' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী ৩০ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে আয়োজিতব্য এই উৎসবের আয়োজক লালন পরিষদ ইউএসএ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বাংলার লোকগীতি ও লালন গানের কিংবদন্তী শিল্পী ফরিদা পারভীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন বাংলাদেশের বরেণ্য বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিম। ফকির লালন লালন সাঁইর ১৩২তম জন্ম ও তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্ট সোমবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় আয়োজিত জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে লালন উৎসবের ঘোষণা দেন কুষ্টিয়া লালন একাডেমির আজীবন সদস্য ও লালন পরিষদ ইউএসএ'র আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবদুল হামিদ। খবর ইউএনএ'র।

উৎসবের সমন্বয়ক ও সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকির উপস্থাপনায় সংবাদ সম্মেলনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শহীদ পরিবারের সন্তান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক ফাহিম রেজা নূর, উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নূরুল আমিন বাবু, টাইটেল স্পন্সর ইস্টার্ন ইনভেস্টমেন্ট-এর চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, উৎসবের সমন্বয়ক গোপাল স্যানাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া, দিনেশ চন্দ্র মজুমদার, সুখেন গমেজ, সংগীত শিল্পী শাহ মাহবুব এবং সাংস্কৃতিক কর্মী ইসরাত জাহান।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবধর্মে অনুসারী, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ফকির লালন সাঁইর দর্শন, চিন্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়াই উৎসবের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, থিয়েটার শো, চিত্রকলা, তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে লালন সাঁইকে উপস্থাপন করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে আয়োজকরা জানান, মূলত: স্পন্সরদের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসবের যাবতীয় ব্যয় মিটানো হবে। সেই সাথে অনেকেরই সহযোগিতা পাচ্ছি।

উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী, অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সঙ্গীত শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, সাংবাদিক ও গবেষক হাসান ফেরদৌস, মুক্তিযোদ্ধা ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, নৃত্যশিল্পী এ্যানি ফেরদৌস, নাট্যব্যক্তিত্ব গার্গী মুখার্জি ও গোলাম সারোয়ার হারুন ও ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সুমন মুখোপাধ্যায়লায়ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, এডভোকেট মোহাম্মদ এন. মজুমদার, শাহ গ্রুপের শাহ জে. চৌধুরী প্রমুখ।

হ্যাম্পশায়ারে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে

(প্রথম পাতার পর)

দুই আরোহীর সবাই নিহত হয়েছেন। দেশটির এফএএ এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড দুর্ঘটনার তদন্ত করছে। খবর সিএনএনের।

নিউ হ্যাম্পশায়ারে এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমানটি স্থানীয় সময় শুক্রবার (২১ অক্টোবর) রাতে বাড়ির গ্যারেজের ওপর বিধ্বস্ত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, এ ঘটনায় বিমানের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন।

শহরের মেয়র জর্জ হ্যানসেল বলেন, বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। যে বাড়ির ওপর বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে, সেখানে আটজন থাকতেন। দুর্ঘটনায় বাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। তবে সেখানে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

সম্পর্কের অবনতির মাঝেও যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগে সৌদির চোখ

(প্রথম পাতার পর)

তেলের উপর অর্থনীতির নির্ভরতা কমিয়ে আনতে দেশটির প্রয়োজন বিদেশি বিনিয়োগ। তাছাড়া সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন ২০৩০ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। আগামী এক দশকেরও কম সময়ে নতুন নতুন ব্যবসায়িক খাত তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তিনি। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলো সৌদি আরবের এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে না। সাংবাদিক জামাল খাসোগজি হত্যাকান্ডের সাথে সৌদি রাজপরিবার জড়িত এমন অভিযোগ এবং সেই সাথে করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিমা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তেমন একটা সাড়া পায়নি সৌদি।

চলতি বছরের সম্মেলন ঘিরে আশা দেখলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিক জটিল সমীকরণে আটকে আছে দেশটি। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ওয়াশিংটনের সাথে রিয়াদের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে শুরু হওয়া গভীর সম্পর্কের ফাটল অনেকটা স্পষ্ট। বিশেষ করে তেল উৎপাদনকারীদের জোট ওপেক পাসের দৈনিক ২০ লাখ ব্যারেল তেল সরবরাহ কমানোর ঘোষণায় সৌদির উপর নাখোশ যুক্তরাষ্ট্র।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দাবি, তেল উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার এমন সিদ্ধান্ত রাশিয়াকে লাভবান করবে। এর প্রতিক্রিয়ায় সৌদি আরবকে এর 'ফল ভোগ' করতে হবে এমন মন্তব্যও করেন জো বাইডেন। তবে রিয়াদের দাবি, বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত জোটের। এরই মাঝে সৌদি আরবের বিনিয়োগ সম্মেলন পশ্চিমাদের বিশেষ করে ওয়াল স্ট্রিটের হর্তাকর্তাদের কতটা আকৃষ্ট করতে পারবে সে বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তবে চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৌদি আরবের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা দূরত্ব বজায় রাখবে এমনটা মনে করছেন না বিশেজ্ঞরা ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী রিচার্ড এটিয়াস সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের চারশরও বেশি ব্যবসায়িক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নিবেন এই প্রত্যাশা তাদের। অবশ্য রয়টার্সের পক্ষ থেকে অনুসন্ধানে জানা গেছে, জেপি মরগান, জেমি ডিমোন এবং বিএনওয়াইয়ের কর্তাব্যক্তিরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এদিকে গোল্ডম্যান স্যাক্স, ব্ল্যাকস্টোন, বোয়িং অ্যান্ড ফ্রাংকলিন টেম্পেলটনের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনের যোগ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো এবং হাইব্রিজ অ্যাডভাইজোরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আডেল হামাইজিয়া বলেন, "আমার মনে হয় না যে, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো সৌদি আরবকে এড়িয়ে চলবে।"

তিনি বলেন, "সৌদি আরবের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারা দেশটির নতুন নতুন খাত যেমন পর্যটন, বিনোদন, প্রযুক্তি ও ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা খাতে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রুশ ও মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ফোনালাপ ইতিবাচক

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ লাগার পর বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ইউক্রেনের পক্ষাবলম্বন এবং রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে জ্বালানি ও খাদ্য সঙ্কট তীব্র হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ বিশ্বে আগামী বছর দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে বলে ঘোষণা দিয়েছে। সোমালিয়া, ইউথোপিয়াসহ বিশ্বের কোনো কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। যতদিন না ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হবে, ততদিন পুরো বিশ্ব শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হবে। এ থেকে উন্নত বিশ্বও রেহাই পাবে না। ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালিসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটে নিপতিত হয়েছে। অথচ যুদ্ধ বন্ধের তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। গত জুলাই মাসে ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেভারভের মধ্যে ফোনালাপ হয়েছিল। এই আলাপে উভয় দেশ খাদ্য সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যাপারে সম্মত হয়। তারপরও বিশ্বে খাদ্যসঙ্কট ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূল্যস্ফীতি তো বৃদ্ধি পেয়েছেই, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোও স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতিতে ভুগছে।

আশার কথা হচ্ছে, বিশ্বের এই ক্রান্তিকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগো'র মধ্যে ফোনালাপ হয়েছে। মে মাসের পর গত শুক্রবার দুই দেশের এই শীর্ষ দুই মন্ত্রীর মধ্যে কথা হয়েছে। তাদের মধ্যে বৈশ্বিক সার্বিক নিরাপত্তা ও ইউক্রেন যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পেন্টাগন বলেছে, দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। বৈশ্বিক চরম সঙ্কটের মধ্যে দুই চিরবৈরি দেশের মধ্যে আলোচনা অত্যন্ত ইতিবাচক ও সাধুবাদযোগ্য, যদিও এ ধরনের আলোচনা আরও আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না, করোনা মহামারিতে পুরো বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পর ইউক্রেন যুদ্ধ ভয়াবহ সঙ্কট হয়ে দেখা দিয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব এতটাই মারাত্মক হয়ে উঠেছে যে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাকে সর্বকালের সবচেয়ে শোচনীয় পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে। যে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ন্যাটোভুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলো ইউক্রেনকে মদদ দিচ্ছে, তারাই ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়ে গেছে। যুক্তরাজ্যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়ার পাশাপাশি ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হচ্ছে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালির মতো দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিসহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র হয়ে উঠেছে। উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর পরিস্থিতি কি, তা বলা বাহুল্য। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশগুলো শুধুমাত্র তাদের অস্ত্র বিক্রির স্বার্থে এ যুদ্ধ টিকিয়ে রেখেছে। ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করছে। অন্যদিকে, রাশিয়াও তার দাবিতে অটল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বকে গভীর সঙ্কটের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য রাশিয়া যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এ সঙ্কটকে তীব্র করে তোলা হয়েছে। এবার রাশিয়ায় রেকর্ড ১৫ কোটি টন শস্য উৎপাদিত হয়েছে। এই শস্য দিয়ে বিশ্বে সৃষ্ট খাদ্য সঙ্কট অনেকটাই কেটে যেত। খাদ্য সরবরাহ লাইন স্বাভাবিক থাকলে, উৎপাদিত এ শস্য বিশ্বের চাহিদা মেটাতে পারে। সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশগুলো তাদের পাপেট রাষ্ট্র ইউক্রেনকে অস্ত্র ও সমর্থন দিয়ে যুদ্ধ টিকিয়ে রাখায় খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহ মসৃণ করা যাচ্ছে না। এর বিরূপপ্রতিক্রিয়া পুরো বিশ্বে পড়ছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের মধ্যস্থতায় খাদ্য সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ সহায়ক হলেও তা যথেষ্ট নয়। ইতোমধ্যে রাশিয়ার জ্বালানি সরবরাহ সীমিত হয়ে যাওয়ায় ইউরোপজুড়ে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে। খাদ্য ও জ্বালানি সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে এখন দ্বিধাবিভক্তি দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ রাশিয়ার দিকে ঝুঁকেছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ প্রলম্বিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং তা নিরসনে জরুরি উদ্যোগ না নিলে এক ভয়াবহ মানবিক সঙ্কট দেখা দেবে। বিশ্ব শান্তি, শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। ইতোমধ্যে ইউক্রেনে পারমাণবিক বোমা হামলার যে ঘোষণা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দিয়েছেন তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মনে করছে, পুতিন তা করবেন না। তাদের এই মনে করায় এখন কিছু যায় আসে না। বরং এমন আশা না করে, যাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না বাঁধে তার উদ্যোগ নেয়াই সমীচীন। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট চলছে, তা নিরসন এবং যুদ্ধ বন্ধে গত জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রকে সেদিকে মনোযোগ দেয়া উচিৎ। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা হলেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা মনে করি, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেভেরভ অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কূটনীতিক। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেনও একজন মেধাবী ও পন্ডিত ব্যক্তি। তারা উদ্যোগ নিলে এবং তাদের উদ্যোগের সঙ্গে দুই দেশের দুই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগ সংযুক্ত হলে যুদ্ধ বন্ধ দ্রুতান্বিত হতে পারে। সুতরং শুরু হওয়া আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধ কোনো সমাধান এনে দেবে না। ধ্বংস ও ক্ষতিই যুদ্ধের পরিণতি। উভয় দেশকে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ থেকে সরে আসতে হবে। বুঝতে হবে, শুধু ইউক্রেনের স্বার্থ রক্ষার নামে নিজের জেদ বলবৎ রাখতে বিশ্বকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়া তার উচিত হবে না। ইউক্রেনেরও সেটা অনুধাবন করতে হবে।



ড. মইনুল ইসলাম

আমাদের সেই ছাত্রলীগ এখন নব্য এনএসএফ?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়- বর্তমানে ছাত্রলীগ যেন পাকিস্তান আমলের এনএসএফ হিসেবে রূপান্তর হয়েছে। শিক্ষাঙ্গন, বিশেষত পাবলিক ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে কোনো অঘটনের সঙ্গে দেখা যায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মী কোনো না কোনোভাবে জড়িত। শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও যেসব ঘটনায় ছাত্রলীগের ভূমিকা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে শিক্ষার সুদূরতম সম্পর্কও নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কোনো অর্থেই কল্যাণকর নয়, বরং সুশাসন ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। অথচ এই ছাত্রলীগ তার সুবর্ণ সময়ে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র বদলের স্বপ্ন দেখিয়েছিল!

১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম কলেজে এইচএসসি পড়ার সময় ছাত্র রাজনীতিতে আসা। ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্র ইউনিয়ন সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে স্বনামে রাজনীতি করতে পারত না। ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম কলেজের স্থানিক নাম ছিল 'যাত্রিক'। আর ছাত্র ইউনিয়নের নাম ছিল ইউএসপিপি। আমার দু'বছরের সিনিয়র বড়দা (ইঞ্জিনিয়ার মুঈনুল আহসান) মুসলিম হাই স্কুলের প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র আ.ফ.ম. মাহবুবুল হকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কলেজের প্রথম দিনেই। বড়দা চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র হিসেবে যাত্রিক করতেন; আপাও যাত্রিক। অতএব, আমিও ভিড়ে গেলাম যাত্রিকে।

১৯৬৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়ে জিন্নাহ হলে (বর্তমানে সূর্য সেন হল) সিট নিলাম। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে আইয়ুব-মোনায়েমের মাস্তান বাহিনী এনএসএফের ত্রাসের রাজত্ব। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিতির কারণে ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত হলের নির্বাচনে এনএসএফের সভাপতি সাইফুল্লাহর কক্ষে আমাকে ধরে নিয়ে সহসাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনের প্রার্থিতা ফরমে স্বাক্ষর নিল এনএসএফ। ওখান থেকে ছাড়া পেয়েই হলের হাউস টিউটরকে নিয়ে প্রভোস্টের বাসায় গিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলাম।

১৯৬৮ সালের জুলাইয়ে হলের মেসে এনএসএফ মাস্তানদের ডাবল কাপ খাওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলায় আমাকে এক রাতে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। খবর পেয়ে হলের ছাত্রলীগ নেতারা ঘটনাস্থলের অদূরে অবস্থান নিলেন। ফলে মাস্তানরা শারীরিক নির্যাতন করল না বটে, অকথ্য গালাগাল করে ছেড়ে দিল। এর মাসখানেকের মধ্যেই এনএসএফের সবচেয়ে বড় মাস্তান 'পাসপাত্তু' খুন হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। ২০২২ সালে ছাত্রলীগের মাস্তানির কাহিনী সে জন্যই আমাকে ভয়ানক পীড়িত করে। কারণ, এখন যেন নব্য এনএসএফের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ছাত্রলীগ। পাসপাত্তু খুনের জের ধরে বন্ধ ক্যাম্পাস ১৯৬৯ সালের জানুয়ারীতে যখন খুলল ততদিনে গণঅভ্যুত্থানের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও শেষ হয়ে গেছে এনএসএফের রাজত্ব। একটি নতুন অভিজ্ঞতাও হলো। মাহবুব ভাইয়েরা মিছিলগুলোতে ৬-দফার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক দফার স্লোগান দিতেও উদ্বুদ্ধ করতেন। এটা ঠিক, তখনও ছাত্রলীগে গ্রুপিং ছিল। মিছিলগুলোতে মাঝেমধ্যে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে হাতাহাতি হতো স্লোগান নিয়ে।

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি মাহবুব ভাই আমাকে ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুজনকে (প্রয়াত পদার্থবিজ্ঞানী ড. রিজওয়ানুল করিম) ডাকসু অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন এক গোপন সভায়। ওখানে দীর্ঘ স্টাডি সেশন পরিচালনা করলেন ছাত্রলীগের কাজী আরেফ ও মার্শাল মনি। এ রকম মোট চারটি সভায় অংশ নিয়েছিলাম ১৯৬৯-৭১ সময়ে। সভাগুলো পরিচালনা করত 'স্বাধীনতা নিউক্লিয়াস'। উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন করা। ১৯৭১ সালের ১ মার্চের মিছিল, ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার



ইশতেহার ঘোষণা- সবগুলোতেই উপস্থিত থেকে ইতিহাসের অংশ হয়েছিলাম।

দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা নিউক্লিয়াসের সদস্য হয়েও পারিবারিক কারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলাম না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী টাকেরঘাট চুনাপাথর খনি প্রকল্পে প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করায় চট্টগ্রামে জটিল অপারেশনের কারণে শয্যাশায়ী বৃদ্ধ বাবা, মা ও তিন বোনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল আমাকে।

বিজয় অর্জনের পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলল ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন। আমরা বিজয় মিছিল নিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করলাম। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হলো ছাত্রলীগের দুঃখের দিন। ছাত্রলীগ ভেঙে গেল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বনাম মুজিববাদ বিতর্কে। আমাদের হলের ছাত্রলীগের প্রায় সব নেতাকর্মী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিলাম। ১৯৭২ সালের মে মাসে ডাকসু নির্বাচনে আলাদা প্যানেল দিল দুই গ্রুপ। সবচেয়ে ভালো করল ছাত্র ইউনিয়ন। তারপর ছাত্রলীগের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গ্রুপ'। আমরা মাস্টারদা সূর্য সেন হলসহ চারটি হলে জিতলাম। মুজিববাদী ছাত্রলীগ জিতেছিল মাত্র একটি হলে। বিজয় র‍্যালি করে গণভবনে গেলাম। লনে আমাদের বসানোর পর বঙ্গবন্ধু এলে সালাম করলাম সবাই, পায়ে হাত দিয়ে। বক্তব্যে তিনি বারবার বলছিলেন- 'তোরা আমাকে ছেড়ে যাসনে। আমাকে তোরা কার কাছে রেখে যাচ্ছিস? তোরা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিস না কেন?' একবুক কান্না নিয়ে হলে ফিরলাম। জুলাইয়ে দুই গ্রুপের আলাদা সম্মেলন। পল্টন ময়দানে আমাদের; সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুজিববাদীদের। বঙ্গবন্ধুর সমর্থন কোন দিকে, বেলা ১১টার সময় সে প্রশ্নের জবাব মিলল। তিনি মুজিববাদীদের সম্মেলন উদ্বোধন করলেন।

আগস্ট মাসের শেষে আমাদের হলের ছাত্রলীগ শাখার সম্মেলন অডিটরিয়ামে। অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে মাহবুব ভাই আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন- 'তোমাকে হল ইউনিটের প্রেসিডেন্ট হতে হবে।' ঘোরতর আপত্তি জানালাম- 'আমি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস মিস করে ফেলেছি। এবার মাস্টার্সে আমাকে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে।' মাহবুব ভাইয়ের চাপাচাপিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হল ইউনিটের প্রেসিডেন্ট হতে হলো। দু'মাস পর অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজার বন্ধে চট্টগ্রামে অবস্থানকালে শুনলাম- ৩১ অক্টোবর জাসদের জন্ম হয়েছে। এক ভুল থেকে আরেক ভুল।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের ২৫ তারিখে মাস্টার্সের রেজাল্ট হলো। আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ১ আগস্ট ১৯৭৩ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দিলাম। অঙ্গীকার নিলাম- যদ্দিন শিক্ষক থাকব, কোনো রাজনৈতিক দল করব না। এই নীতিতে অটল ছিলাম পুরো শিক্ষকতাকালে। কিন্তু যখনই ছাত্রলীগের কোনো নেতিবাচক সংবাদ পাই, আক্ষেপ হয়। বঙ্গবন্ধু দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, উচ্চ শিক্ষাঙ্গনকে মুক্তি দিতে। ১৯৭৩ সালে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনটি আইন পাস করা হয়। বঙ্গবন্ধুর এই উদ্যোগ মোটেও কাকতালীয় ছিল না। পরাধীন পাকিস্তান আমলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্যের যে নেতিবাচক চিত্র তিনি দেখেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তার পুনরাবৃত্তি দেখতে চাননি। যদিও ক্ষমতায় তখন আওয়ামী লীগই ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই সদিচ্ছা ও দূরদর্শিতার মূল্য দিতে পারেনি ছাত্রলীগ। তখনও পারেনি, এখনও পারেনি।

১৯৭২ সালে মুজিববাদী ছাত্রলীগের মধ্যে যেসব কীর্তি দেখেছিলাম, এখনও সেটি দেখতে পাচ্ছি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন- 'ছাত্রলীগের নেতারা এখন হেলিকপ্টারে করে ঘুরে বেড়ায়।' প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে কোটিপতি ছাত্রনেতা বানানোর প্রকল্প আওয়ামী লীগ বন্ধ করছে না কেন?

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ফজর	৬.০১	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭
সূর্যোদয়	৭.১৬	৭.১৭	৭.১৮	৭.২০	৭.২১	৭.২২	৭.২৩
জোহর	১২.৪০	১২.৪০	১২.৪০	১২.৪০	১২.৩৯	১২.৩৯	১২.৩৯
আসর	৪.২০	৪.১৮	৪.১৭	৪.১৬	৪.১৫	৪.১৩	৪.১২
মাগরিব	৬.০৩	৬.০২	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৬	৫.৫৫
এশা	৭.১৮	৭.১৬	৭.১৫	৭.১৪	৭.১৩	৭.১২	৭.১০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

জনতার মঞ্চের প্রেতাত্মার তান্ডব



গোলাম মাওলা রনি

২০০১ সালের ঘটনা। আওয়ামী লীগ তখন সবে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছে এবং বিএনপি তখনো আওয়ামী লীগের ওপর প্রথাগত মামলা-হামলা শুরু করেনি। ঠিক সেই সময়ে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। ১৯৯৬-২০০১ সাল অবধি তারা যে সরকার চালিয়েছিল সেখানে টাউটারি, বাটপাড়ি করে যারা অবৈধ পয়সা আয় করেছিল তাদের প্রায় সবাই ছিল বহিরাগত অথবা ভিন্ন দলের মানুষ। সে সব ধড়িবাজ মাত্র কয়েক লাখ টাকা নগদ অথবা সামান্য কিছু উপহার দিয়ে আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতার কাছ থেকে শত শত কোটি টাকার কাজ বাগিয়ে নিত।

উল্লিখিত অবস্থার কারণে ২০০১ সালের ক্ষমতা হারানোর পর আওয়ামী লীগ অর্থনৈতিকভাবে ভারী বিপদে পড়ে। পরবর্তীকালে বিএনপির হাওয়া ভবনের বদনামি ও ২০০১-২০১৭ সালের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অনিয়ম, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ঘুষ, কমিশন, টাকা পাচার ইত্যাদি কর্ম আওয়ামী লীগকে এতটা প্রভাবিত করে যে, বড় বড় নেতারা বলতে থাকেন, আগামীতে ক্ষমতায় এলে আর অতীতের মতো ভুল করা হবে না। টাকা রোজগার করার জন্য নেতাকর্মীদের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হবে এবং সবাই যাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোটিপতি হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে।

২০০১-০৬ সালের আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে অনাগত দিনে তাদের যে মাস্টারপ্ল্যান ছিল তা ২০২২ সালে এসে কতটা সফলতার মুখ দেখেছে তা বাংলাদেশের বোবা প্রাণীগুলোও নির্ঘাত হাড়ে হাড়ে অনুধাবন করতে পারে। ২০০১-০৬ সালের বিএনপি জমানার কিছু কর্ম, যেমন- আওয়ামী লীগ তাদের আরাধ্য বানিয়ে ফেলেছিল তদ্রূপ ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী শাসনের কিছু নমুনা নিজেদের জন্য অবশ্য কর্তব্যরূপে বিএনপি গ্রহণ করেছিল নিজেদের ২০০১-০৬ সালের শাসনামলে- আর তা হলো প্রশাসনে দলীয়করণ যা ম্যালথাসের ক্রমবর্ধমান সূত্রের প্রভাবে বর্তমান জমানায় এতটা সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী অবস্থায় পৌঁছে গেছে যা সাধারণ জনগণ কল্পনাও করতে পারবে না। কেবল আমলাতন্ত্রের ভুক্তভোগীরাই প্রশাসনের দলতন্ত্রের করাল গ্রাস ও রাক্ষুসী থাবার ভয়াবহতা অনুভব করে।

আমলাতন্ত্রসহ বাংলাদেশের সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয় প্রভাব, দলতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, জয় বাংলার প্রভাব প্রতিপত্তি হিমালয়ের উচ্চতা ছাড়িয়ে গেছে এবং বিকৃতি, রহস্য ও ভয়াবহতায় আমাজনের জঙ্গল, সাইবেরিয়ার বরফঢাকা মৃত্যুপুরী অথবা সাহারা-গোবি প্রভৃতি দুর্ভেদ্য ও দুর্গম মরুভূমির জটিলতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ওসব ভয়াবহ অঞ্চলে মানুষের শাসন-সভ্যতার অনুশাসন, সাহিত্য-সংস্কৃতির রস অথবা বেহড়-বাগী-বন্দুকের সূত্র না চললেও প্রকৃতির আইন শতভাগ কার্যকর। হরিণেরা বাঘ-সিংহকে ভয় পায়- আর বাঘ-সিংহ ইন্দুর-বান্দরের সাথে গণ্ডগোল করে না। কিন্তু বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের এমনই ভয়াবহতা যে, এখানে কোনো প্রকৃতির আইন চলে না। বড় মাছ ছোট মাছকে খায় না; বরং পুঁটি-ঢেলা-মলা-কাচকিরা বড় বড় রুই-কাতলা পাঙ্গাশকে গিলে খেয়ে ফেলে।

প্রকৃতির আইনবিরুদ্ধ বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের কী দশা হয়েছে তা যদি বুঝতে চান তবে কোনো অফিসের পিয়ন-ড্রাইভার-আরদালির খোঁজ করুন এবং তারা যদি টুঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা হয় তবে তাদের একটু আলাদা করে রাখুন। এরপর আপনি অন্য কোনো বড় কর্তার খোঁজ করুন যার বাড়ি বগুড়া অথবা যার গায়ে জামায়াত-শিবির অথবা বিএনপি-ছাত্রদলের গন্ধ আছে। এরপর আপনি টুঙ্গিপাড়ার পিয়ন-ড্রাইভার-আরদালির সামনে উল্লিখিত বড় কর্তাদেরকে একটু দাঁড় করালেই খুব সহজে বুঝতে পারবেন, মলা-ঢেলা-কাচকি মাছ কিভাবে রুই-কাতলা-বোয়াল, পাঙ্গাশ গিলে খেতে পারে- অথবা বিড়ালের ভয়ে বাঘেরা কিভাবে ঘড়ঘড় করে কাঁপতে পারে।

প্রকৃতির আইনবিরুদ্ধ বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের কী দশা হয়েছে তা যদি বুঝতে চান তবে কোনো অফিসের পিয়ন-ড্রাইভার-আরদালির খোঁজ করুন এবং তারা যদি টুঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা হয় তবে তাদের একটু আলাদা করে রাখুন। এরপর আপনি অন্য কোনো বড় কর্তার খোঁজ করুন যার বাড়ি বগুড়া অথবা যার গায়ে জামায়াত-শিবির অথবা বিএনপি-ছাত্রদলের গন্ধ আছে। এরপর আপনি টুঙ্গিপাড়ার পিয়ন-ড্রাইভার-আরদালির সামনে উল্লিখিত বড় কর্তাদেরকে একটু দাঁড় করালেই খুব সহজে বুঝতে পারবেন, মলা-ঢেলা-কাচকি মাছ কিভাবে রুই-কাতলা-বোয়াল, পাঙ্গাশ গিলে খেতে পারে- অথবা বিড়ালের ভয়ে বাঘেরা কিভাবে ঘড়ঘড় করে কাঁপতে পারে।

আমার উল্লিখিত বক্তব্য শুনে যাদের খুব আনন্দ অনুভব হচ্ছে তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি- বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের হালনাগাদ হালহকিকত শুরু হয়েছিল একটি প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য মনশেভিক-বলশেভিক বিপ্লব,ট্রটস্কির উত্থান-পতন-নির্বাসন যেমন গুরুত্বপূর্ণ অথবা ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্র-আইনের শাসনের জন্য বিখ্যাত ম্যাগনা কার্টার দলিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আজকের বাংলাদেশের দুনিয়া কাঁপানো আমলাতন্ত্রের জন্য জনতার মঞ্চ একই নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জনতার মঞ্চের সাথে আপনি যদি ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় যুদ্ধের তুলনা করেন অথবা প্রাচীন দুনিয়ার দ্য ব্যাটেল অব গাওগেমেলা, দ্য ব্যাটেল ম্যারাথন কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্য ব্যাটেল অব পিরামিডের তুলনা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, ওইসব মহাযুদ্ধের চেয়েও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জনতার মঞ্চের পূর্বাপর প্রভাব অনেক অনেকগুণ বেশি। কারণ ওইসব যুদ্ধের ফলে কোনো অশরীরী প্রেতাত্মা জমিনে পয়দা হয়নি- অথচ জনতার মঞ্চের রসায়নে বাংলার জমিনে যেসব ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মার সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রাণকে ক্রমাগত ওষ্ঠাগত করে তুলছে।

আজকের নিবন্ধের শিরোনাম ও ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে আমার মনে হঠাৎ জনতার মঞ্চের রসায়ন কেন এলো তা বলার আগে জনতার মঞ্চ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। বাংলাদেশের রাজনীতিসচেতন লোকজন কমবেশি এই মঞ্চ সম্পর্কে জানেন- তবুও আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের দলবাজির যে বীজ আওয়ামী লীগ বপন করেছিল তা মহীরুহ আকার ধারণ করে তা প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্রে কিভাবে ফুলে-ফলে শোভিত হয়েছিল তা ক্ষমতাধর বিএনপি সরকার যখন টের পেয়েছিল তখন আর তাদের করার কিছুই ছিল না। আওয়ামী লীগের বলবীর্যে বলীয়ান এবং আওয়ামী টনিকে মগজ ধোলাই হয়ে সচিবালয়ের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী যেভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কর্মস্থল ত্যাগ করে রাজপথে নেমে এসে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মঞ্চে যোগদান করেছিল- তা-ই ঐতিহাসিক জনতার মঞ্চ হিসেবে পরিচিত!

জনতার মঞ্চের কুশীলবরা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারে নিদারুণ শক্তিশালী হয়ে পড়েছিল। পদ-পদবি, ক্ষমতা-অর্থ-বিত্ত, যশ-মদ-মাৎসল্য ইত্যাদি সব কিছুতে তারা যেভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন তা বিশ্বের যেকোনো যুদ্ধজয় বা রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে বিজয়ীরা যেভাবে পেয়ে থাকেন তার চেয়ে শত-সহস্রগুণ বেশি ছিল। দ্বিতীয়ত, জনতার মঞ্চের আমলাদের দাপটে সত্যিকার রাজনীতিবিদরা রাজনীতির ময়দান থেকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং অনেকে মনের দুঃখে স্বেচ্ছায় বনবাসে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজনীতি যাদের নেশা-পেশা ও রুটি রুজির অবলম্বন ছিল তারা জনতার মঞ্চের নায়কদের তান্ডবে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছিলেন।

আওয়ামী জনতার মঞ্চের আকাশচুম্বী সফলতা ঊর্ধ্বগামী হতে হতে প্রথম আকাশ ভেদ করে অনন্তলোকের পানে কেবলই ধেয়ে চলছে এবং মঞ্চের নায়ক-নায়িকাদের মিলনজাত বাই প্রডাক্টগুলো বংশ বৃদ্ধি করতে করতে এতটা বিস্তার লাভ করেছে যে, এগুলোর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, উচ্চতা মাপার মতো যন্ত্র পৃথিবীতে নেই। ফলে জনতার মঞ্চের বস্তুজাত-অবস্তুজাত, বায়বীয় ও অশরীরী উপসর্গ এখন সর্ব মহলে সীমাহীন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম, বিএনপির মন্দ দিকগুলো অনুসরণের জন্য আওয়ামী লীগ যেভাবে এ যাবৎকালে প্রতিযোগিতা করেছে ঠিক একইভাবে বিএনপি যদি আওয়ামী জনতার মঞ্চের অনুকরণে নতুন জনতার মঞ্চ তৈরি করে সেই আতঙ্কে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার যে কতটা বেহাল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমরা তার একটি নমুনা দেখতে পেলাম সচিব পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর ঘটনার মধ্য দিয়ে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব মিয়ার চাকরির মেয়াদ ছিল মাত্র এক বছর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি লন্ডনে গিয়ে তারেক রহমান সাহেবের সাথে দেখা করেছেন এবং মাঝেমধ্যে পল্টন বিএনপি অফিসের উল্টা দিকে জনৈক বিএনপি নেতার অফিসে গিয়ে আড্ডা মেরেছেন।

তো সরকারের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের একজনকে আমি সচিব সাহেব না বলে সচিব মিয়া সম্বোধন করলাম এ কারণে যে, তাকে বহিষ্কার করার পরও তার চাকরিপ্রীতি বা আওয়ামীপ্রীতি কমেনি; বরং আত্মমর্যাদা-আত্মসম্মানবোধ কবরচাপা দিয়ে তিনি যেভাবে নিজেকে সাবেক ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছিলেন তা শুনে বিশ্ববেহায়াদেরও লজ্জায় চোখ-মুখ লাল হয়ে যাওয়ার কথা। সচিব মিয়া তার ওপর অন্যায় করা হয়েছে নাকি হয়নি, কিংবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে কড়া প্রতিবাদ না করে যেভাবে বলেছেন যে, জনাব তারেক রহমানকে তিনি জীবনে দেখেননি- তাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, বর্তমান প্রশাসন দলবাজির কাছে সমর্পিত হওয়ার জন্য তিন পায়ে খাড়িয়ে যেতে কীভাবে কতটা উদগ্রীব।

উল্লিখিত সচিব মিয়ার মতো একই ভাগ্য বরণ করেছেন আরো তিন এসপি মিয়া ও একই কায়দায় আরো কয়েকজন মিয়া বা মিয়ার ব্যাটাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হবে বলে জোর প্রচারণা চলছে। সুতরাং জনতার মঞ্চের প্রেতাত্মাদের ভয় ক্ষমতার ভিত্তিমূলে কিভাবে কম্পন সৃষ্টি করেছে এবং ক্ষমতাধরদের চিত্তে কি মারাত্মক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে তা কেবল ভুক্তভোগীরাই বলতে পারবেন।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



অর্থনীতি : মূল্যস্ফীতি সামলাব কীভাবে?

মামুন রশীদ

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলা ভেঙে পড়া এবং জ্বালানি তেলের কভিড-পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধিতে প্রায় গোটা বিশ্বই উচ্চ পণ্যমূল্যজনিত সমস্যায় ভুগছে। যুদ্ধ বা কভিড পরিস্থিতি ছাড়াও মূল্যস্টস্ফীতির কারণ হিসেবে বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি, চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হ্রাস কিংবা আমদানি বৃদ্ধি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা মেটানোকে দায়ী করা হচ্ছে।

অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী মূল্যস্টস্ফীতি মূলত কস্ট পুশ্ব বঙডিমান্ড পুশ্ব। তবে ইদানীংকালে একদিকে বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে আয় কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল। এ পরিস্থিতিতে উন্নত দেশগুলোর প্রায় সবাই সুদের হার বাড়িয়ে ও মুদ্রার সরবরাহ কমিয়ে মূল্যস্টস্ফীতি বাগে আনতে সফল হচ্ছে। কিন্তু বিকাশমান বা উদীয়মান অর্থনীতিগুলোতে শুধু একটি দাওয়াই দিয়েই পুরো ফল মিলবে না।

এদিকে, বাংলাদেশে এরই মধ্যে মূল্যস্টস্ফীতি প্রায় দুই অঙ্কে চলে গেছে। সরকারি হিসাবেই সেপ্টেম্বরে সার্বিক মূল্যস্টস্ফীতি ৯ দশমিক ১০ শতাংশ। বাস্তবে ভোক্তাদের খরচ বেড়েছে আরও বেশি। কিন্তু সুদহার বৃদ্ধি 'অস্ত্র' প্রয়োগে নীতিনির্ধারকরা এখনও অনীহ। এখানে মূল্যস্টস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে যদিও পরপর তিনবার বা রেপোর সুদহার (কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থ ধার করার পদ্ধতি বা হার) বাড়ানো হয়েছে, মূল্যস্টস্ফীতির হার কমেনি। শুধু তাই নয়, বাজারে মুদ্রা সরবরাহও কমেনি। উপরন্তু, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বেড়েই চলেছে। ফলে গত বছরের তুলনায় প্রতিটি পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত।

স্বাভাবিকভাবেই মূল্যস্টস্ফীতি বৃদ্ধির চাপ তৈরি হয়েছে ব্যাংক খাতে। আমানতসহ সবকিছুতে খরচ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো রেট বাড়ানো হয়েছে। আন্তঃব্যাংক রেট বেড়েছে। ডলারের রেট বেড়েছে। তথাপি ঋণের সুদহার বাড়ছে না। এর ফলে ব্যাংকগুলো নানা ধরনের সমস্যায় পড়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) আমাদের দেশে ব্যাংক ঋণের সুদহারের সীমা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তা বলছেন, ডলারের দাম ও মূল্যস্টস্ফীতি বেড়ে অর্থনীতিতে যে চাপ তৈরি হয়েছে, তাতে নির্দিষ্ট সুদহারের মধ্যে থেকে ব্যাংকগুলোর পক্ষে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তো ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। ক্ষুদ্র আমানতকারীদেরও ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমানত ও ঋণের সুদহারের সীমা তুলে দেওয়া অথবা সুদহার বাড়ানোর বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে।

কিছুদিন আগেও অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতনরা মন্তব্য করেছিলেন, ৬-৯ বা ৭-১১ সুদহার সীমা তুলে দিলে উদ্যোক্তাদের খরচ বাড়বে। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপনা খরচ বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকপ্রধান নিজেই বলেছিলেন, উদ্যোক্তাদের কম খরচে ঋণ দিতে চান, যাতে উৎপাদন খরচ কমে আসে। অর্থনীতির ক্ষুধার্ত খাতগুলোতে অর্থের প্রবাহ বাড়ে। অন্যদিকে অর্থনীতিবিদরা বরাবরই বলে আসছেন, ঋণের সুদহার না বাড়ানোর কারণেই মূল্যস্টস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্যাংক খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য চলতি বছরের জুন শেষে ছিল ২ লাখ ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা। জুলাইয়ে তা ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭২৫ কোটি টাকায় নেমে আসে। আগস্ট শেষে ১ লাখ ৭৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকায় নেমেছে। অথচ গত বছরের আগস্ট শেষে ব্যাংক খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য ছিল ২ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকার বেশি।

আগেই বলেছি, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সুদহার বেঁধে রাখা ঠিক হচ্ছে না। ব্যাংকে আগের মতো উদ্বৃত্ত অর্থও নেই। মানুষ আমানত তুলে নিচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে নিম্ন ও সীমিত আয়ের অনেকেই সঞ্চয় হারিয়েছেন বা ভেঙে খাচ্ছেন। ব্যাংকগুলোকে আবার আমদানি ও রেমিট্যান্স দায় নিষ্পন্নের জন্য নিয়মিত ডলার কিনতে হচ্ছে। তাই তাদের সবকিছু বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সুদহার বাড়িয়ে আমানত সংগ্রহ করতে হবে। একইভাবে অন্যদেরও ঋণের সুদহার বাড়িয়ে দিতে হবে।

গত বছরের ৮ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণ ও ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থে ৩ মাস ও তার বেশি মেয়াদের আমানতে সুদের হার মূল্যস্টস্ফীতির হারের চেয়ে কম হতে পারবে না বলে নির্দেশনা দিয়েছিল। বর্তমানে মূল্যস্টস্ফীতি ৯ দশমিক ১০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই নির্দেশনামতে ব্যাংকগুলোর ৯ দশমিক ১০ শতাংশের বেশি হারের সুদে আমানত সংগ্রহ করার কথা। আবার আগের নির্দেশনা অনুসারে তাদের ঋণ বিতরণ করতে হবে ৯ শতাংশের কম সুদে। সুদ বা মুনাফা নির্ধারণে আগের ৩ মাসের গড় মূল্যস্টস্ফীতি হারকে বিবেচনায় নিতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ের মেয়াদি আমানত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকতা-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসর-উত্তর পাওনা প্রভৃতি পরিশোধের লক্ষ্যে গঠিত তহবিল বাবদ রক্ষিত মেয়াদি আমানতের ওপর সুদ বা মুনাফার হার মূল্যস্টস্ফীতির হারের চেয়ে কম নির্ধারণ করা যাবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানতের সুদহার নির্ধারণ যখন করে দেয়, তখন ঋণের সুদহার ছিল ৯ শতাংশ, আর মূল্যস্টস্ফীতি ছিল ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এরই মধ্যে সেপ্টেম্বরে মূল্যস্টস্ফীতি ৯ দশমিক ১০ শতাংশে চলে গেছে। অথচ ব্যাংক ঋণের সুদহার একই রয়ে গেছে।

আগেই বলেছি, মূল্যস্টস্ফীতির চাপ সামলাতে ৪ মাসে ৩ বার রেপো রেট বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যদিও ব্যাংক ঋণের সুদহার না বাড়ানোয় এটা মূল্যস্টস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উপকারে আসছে না। বরং ঋণের সুদহার বাড়লে তা বাজারে মুদ্রা সরবরাহ কমাতে ভূমিকা রাখবে, যা মূল্যস্টস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ সীমা বহাল থাকার নির্দেশনায় রেপোর কারণে ব্যাংকের অর্থ ধার নেওয়ার খরচ বাড়লেও গ্রাহকদের ঋণ পেতে সুদহার ৯ শতাংশের বেশি দিতে হচ্ছে না। ফলে ঋণ বিতরণ বেড়েছে।

অন্যদিকে আমানতে সুদহার বাড়াতে না পারায় চাহিদা অনুযায়ী আমানত আসছে না। এতে কমে আসছে ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য।

ব্যাংক খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য চলতি বছরের জুন শেষে ছিল ২ লাখ ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা। জুলাইয়ে তা ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭২৫ কোটি টাকায় নেমে আসে। আগস্ট শেষে ১ লাখ ৭৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকায় নেমেছে। অথচ গত বছরের আগস্ট শেষে ব্যাংক খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য ছিল ২ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকার বেশি।

মূল্যস্টস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আবার রেপো রেট বাড়ানো হলেও এতে শুধু কলমানি মার্কেটে সুদহার সাড়ে ৫ শতাংশ থেকে আরেকটু বাড়বে। আর কোনো প্রভাব পড়বে না। ব্যাংক ঋণে ৯ শতাংশ সুদহার বাড়িয়ে বা কিছুটা শিথিল করে ৯ থেকে সর্বোচ্চ ১২ বা ১৫ শতাংশ করলে ব্যবসায়ীদের ঋণের খরচ বাড়ত। তখন তারা ব্যয় নিয়ন্ত্রণে যেত। মূল্যস্টস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে আসত।

এটা ঠিক, অন্যান্য দেশকে অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকও মূল্যস্টস্ফীতির লাগাম টানতে দুই বছর পর গত ২৯ মে থেকে রেপো সুদহার ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে তিন দফা বাড়িয়ে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশে নিয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মূলত বাজারে টাকার প্রবাহ কমাতে, যাতে ব্যাংকগুলো বেশি সুদের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কম টাকা ধার করে। তবে ব্যাংক ঋণের সুদহার না বাড়ানোর কারণে টাকার প্রবাহ কমছে না। যে কারণে গত আগস্টে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ, যা প্রায় ৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সুদহার বাড়ালেই মূল্যস্টস্ফীতি কমে আসবে- এত সরল সমাধানে অবশ্য বিশ্বাস কম রাখাই ভালো। তবে মূল্যস্টস্ফীতি মোকাবিলায় অন্যান্য দেশের মতো সুদের হার অবশ্যই বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, সরবরাহ শৃঙ্খলা উন্নতকরণ, বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পণ্য আমদানি ও আপৎকালীন সংরক্ষণে দক্ষতা, উৎপাদকদের ন্যায্যমূল্য প্রদান; সার, বীজ, সেচ ব্যবস্থাসহ বাজার ব্যবস্থাপনায়ও সৌকর্য দেখাতে হবে। বৃহৎ খাদ্যপণ্য আমদানিকারক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আস্থায় নিতে হবে।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিয়ে পরে এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

মালয়েশিয়ায় নির্বাচন কে কার শত্রু



মো: বজলুর রশীদ

মালয়েশিয়ার রাজনীতি এখন উত্তপ্ত। আগামী মাসের কোনো একদিন ১৫তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দিন তারিখ নিয়ে বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময় জানিয়েছে কমিশনকে। অতিবৃষ্টি, বন্যা ও জলপথে কুমিরের উপদ্রব সমস্যা সৃষ্টি করছে। রাজনীতিতে অনেক কথাই আছে, মালয়েশিয়ার বেলায় রাজনীতিতে কেউ বন্ধু নয়, যেন একে অপরের শত্রু। এটিই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এবারের নির্বাচনে। মালয়েশিয়ায় নেতারা সার্বিকভাবে দুর্নীতির বিপক্ষে, মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। এই নিবন্ধে আমরা দেখব কিভাবে হঠাৎ মালয় রাজনীতি এত উত্তপ্ত হলো। প্রথমেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়েও পক্ষগুলো গরম গরম কথা বলছেন।

সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ, ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়েশিয়ার (ইউটিএম) আইন ও নীতির সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ ফাতি ইউসুফ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদ ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করবে। তিনি রূপরেখা দেন যে, অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। তিনি জানান, মালয়েশিয়ায় এই বিষয়ে কোনো লিখিত গাইডলাইন নেই। কিন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে সাংবিধানিক রীতিনীতি কিছু সীমাবদ্ধতার সাথে মেনে চলতে হবে।

মুহাম্মাদ ফাতি বলেন, সীমাবদ্ধতার মধ্যে নির্বাহীর ক্ষমতার ওপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ভূমিকা সরকারি বিষয়গুলো মসৃণভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক প্রশাসনিক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন-

প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের বড় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি দেয়া উচিত নয় যা একটি নতুন সরকারের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার সাধারণ নির্বাচনে প্রচারণার সময় রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য সরকারি তহবিল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে না। জাতীয় অধ্যাপক পরিষদের সদস্য অধ্যাপক নিক আহমদ কামাল জানান, ফেডারেল সরকারের প্রধান নীতি হচ্ছে- সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কোনো ব্যয় করা যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব চলতি ১০ অক্টোবর সংসদ ভেঙে দিয়েছেন, এখন ৬০ দিনের মধ্যে একটি আগাম নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ঘোষণা প্রত্যাশিত হলেও কিছুটা বিস্ময়ের। কেননা, তার প্রশাসন ৭ অক্টোবর পরের বছরের ফেডারেল বাজেট পেশ করেছিল। বিশ্লেষকরা মনে করেন, উমনো একটি প্রারম্ভিক নির্বাচনের জন্য চাপ দিচ্ছে আর ভোটাররা অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে।

ইসমাইল সাবরি তখন বিরোধী শাসনের অধীন রাজ্যগুলোকে তাদের রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের 'প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' নেয়ার আহ্বান জানান। সেলাঙ্গর, পেনাং ও নেগরির নিয়ন্ত্রণে থাকা বৃহত্তম বিরোধী জোট পাকাতান হারাপান ২০২৩ সালের আগে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। তারা জোর দিয়ে বলেছিল, বন্যা হ্রাস পাওয়ার পরই নির্বাচন হওয়া উচিত।

ইসমাইল সাবরি বলেন, 'আমি সুপারিশ করব যে- সাবাহ, সারাওয়াক, মেলাকা ও জোহর সরকার ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যপ্রধানরা সংসদীয় পর্যায়ে সাধারণ নির্বাচনের একই তারিখে নিজ নিজ রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেয়ার পদক্ষেপ নেবে, এমনকি বেশ কয়েকটি রাজ্য তা না করার সিদ্ধান্তও নেয়।'

ইসমাইল সাবরি ও উমনো নভেম্বরের প্রথম দিকে একটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য চাপ দিচ্ছে এমন জল্পনার মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণাটি এসেছে, যখন বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আনুষ্ঠানিক প্রচারপর্ব কবে থেকে শুরু হবে এবং ভোটের দিনক্ষণ কখন তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন।

ইসমাইল সাবরি আগামী বছরের জুনের আগে জাতীয় নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যখন ১৪তম মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে, মাত্র চার বছরের মধ্যে তিনটি প্রশাসনের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অবসান ঘটানোর সর্বোত্তম সমাধান বলে অনেকে মনে করেছেন। রাজার সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ায় তিনি বলেন, আগাম নির্বাচন বর্তমান সরকারের বৈধতা নিয়ে সব সন্দেহের অবসান ঘটাবে। তিনি মিডিয়ায় জানান, 'জনগণের ম্যান্ডেট হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রকাশ ও একটি শক্তিশালী সরকার গঠনের শক্তিশালী প্রতিকার যা ১৫তম সাধারণ নির্বাচনের পর স্থিতিশীল হবে ও গণতন্ত্রের জন্য দেশ সম্মানিত এবং প্রশংসিত হবে।

এদিকে নাজিব রাজাক দলের টিকিট পাওয়ার জন্য গোপনে দেনদরবার করছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের উমনু থেকে বিশেষ সহায়তা পাওয়া উচিত নয় বলে শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছেন। মোহাম্মদ হাসান উমনুর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট কঠিনভাবে বলেন, 'দুর্নীতির কারণে তার জেলে থাকাই উচিত।' তিনি জানান, 'আদালত এমন একটি জায়গা যেখানে থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা যায়; কিন্তু তিনি তা করেননি। আমরা ক্ষমা করলেও জেলের সাজা ভোগ করার পর তা বিবেচনা করা যাবে হয়তো।' বিরোধী দলগুলো নাজিব ও তার স্ত্রীর দুর্নীতি ও সাজাভোগের ইস্যুটি রাজনীতির মাঠে গড়িয়ে দিয়ে সুবিধা নিতে চাইছে।

টগঘঙ টহরঃবফ গধষধু ঘধঃরড়হধষ ঙৎমধহরুধঃরড়হ, জাতীয়তাবাদী ডানপন্থী থেকে অতি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মালয়েশিয়ার প্রাচীনতম দল। ইউএমএনও একসময় মালয়েশিয়ার গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে



২০১৮ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার প্রতিটি প্রধানমন্ত্রী ইউএমএনও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারা সুন্নি ইসলামের সমর্থক। মালয়েশিয়ায় এই দলের লাখ লাখ সমর্থক-কর্মী রয়েছে।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তুলনামূলক অনেক সৎ। তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারি, অর্থপাচার, প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ বা হারাম উপায়ে অর্জন বিষয়ে অভিযোগ নেই। জনাব মাহাথির, আনোয়ার ইব্রাহিমের মতো ক্ষমতা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তারা সবার সাথে কথা বলেন ও সবার উন্নয়নের কথা ভাবেন। আনোয়ার বা মাহাথির দেহরক্ষী ছাড়াই সর্বত্র যাতায়াত করেন। তবে রাজনীতিতে চাল বা পলিটিক্যাল করাপশন বলে যে কথা রয়েছে সেটি মালয় রাজনীতিতেও রয়েছে। পর্যবেক্ষকরা অনুমান করছেন, ইউএমএনও সভাপতি জাহিদ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিবের মধ্যে ব্যক্তিগত অংশীদারিত্ব রয়েছে। অপরাধমূলক দুর্নীতির শাস্তি বহাল রাখা হলে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। তারপরও একই দলের নেতারা তাদের কোনো ছাড় দিতে নারাজ। সহ-সভাপতি বলেন, 'গত চার বছর ধরে আমরা নিজেরাই পিছিয়ে পড়েছি। আমরা লড়াই করছি।'

এবারের নির্বাচনে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ইস্যু মাহাথির মোহাম্মদ নিজে। তিনি ফের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত টানা ২২ বছর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাহাথির। দেশটির আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিজ সংসদীয় আসন লঙ্কাবি থেকে লড়বেন ৯৭ বছরের এই প্রবীণ রাজনীতিক। প্রধানমন্ত্রিত্বের লড়াইয়ে কে অংশ নেবেন সে ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি, তবে এ জন্য পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে। ২০১৮ সালে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তার সরকারের পতন হয়। রাজা প্রশাসনিক কার্যক্রমে মনোনিবেশ করলে বিভিন্ন গুঞ্জন শুরু হয়। আনোয়ার ইব্রাহিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেখিয়ে সরকার গঠন করতে চাইলে রাজা প্রভাব বিস্তার শুরু করেন। এমনকি রাজার ক্ষমতাবহির্ভূত কাজ অবৈধ ঘোষণার ও রাজার কর্মপরিধি শক্তভাবে বেঁধে দেয়ার আওয়াজ ওঠে। এরকম চরম মুহূর্তেও নির্বাচনের আওয়াজ উঠলে মাহাথির মোহাম্মদ আর নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে জানান। তবে তিনি প্রচার করেন, দেশের সঙ্কট মুহূর্তে তাকে সহায়তার জন্য ডাকা হলে তিনি দেশের জন্য কাজ করবেন। রাজনৈতিক সঙ্কট ও চরাই উৎরাইয়ের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন শুরু হলে তিনি হঠাৎ করে অংশগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বর্তমানে অসুস্থ ও কয়দিন আগে আইসিইউ থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। পাকাতানের আনোয়ার ইব্রাহিম ও তার সহযোগীরা মাহাথিরকে আর বিশ্বাস করছেন না, তার সাথে জোট বাঁধছেন না। আসন্ন নির্বাচনে তার দল ১২০টি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই মুহূর্তে বন্যার কারণে তিনি তার নির্বাচনী এলাকা লঙ্কাবিতে রয়েছেন। বিরোধীরা তাকে এবার তার এলাকায় অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

কোথাও দুর্নীতি না হলেও নির্বাচন কমিশন নিয়ে অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন। সেটি বিরাট বাজেট। নির্বাচন কমিশন এক হাজার মিলিয়ন আরএম অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় টাকা ২১ হাজার ৭০০ মিলিয়ন চেয়ে পাঠিয়েছে। নির্বাচন শুরু হলে এই ব্যয় বা দাবি আরো বেড়ে যাবে এমনই বলছেন সমালোচকরা। এশিয়ার অনেক দেশের মতো মালয়েশিয়ার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অস্বচ্ছ কার্যক্রমে অনেকে অসন্তুষ্ট। ইসির বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুল গনি সালেহ তার পূর্বসূরিদের মতো একই রকম। একটি ভালো নির্বাচনের মহৎ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য যাদের নিযুক্ত হয়েছে তারা নজরদারি, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার ভক্ত নয়, মালয়েশিয়ার জন্য এটি দুঃখজনক।

কমিশনের লোকজন যতটা সম্ভব একা থাকতে পছন্দ করেন; মনে করেন এবং আশা করেন যে মালয়েশিয়ার জনগণ ফলাফল বিশ্বাস করবে। এ ছাড়া ঘণ্টা বাজানো হলে জনগণের মেনে নেয়া ছাড়া করার কিছু থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশনের চেয়েও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী, প্রয়োজনে কমিশনকে সব প্রমাণ করতে বা দেখাতে হয়। এশিয়ার দেশগুলোতে তেমন ব্যবস্থা নেই। মিয়ানমারে সু চির সময় যে ফলাফল দিয়েছিল আজ সু চিসহ তারাই জেলে রয়েছে। মালয়েশিয়ার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অনুভব করছে, বিতর্কিত বিষয় থেকে নির্বাচন কমিশনকে দূরে থাকতে হবে এবং আস্থার ঘাটতি দূর করতে হবে। মালয়েশিয়ানদের মধ্যে ২২২টি সংসদীয় জাতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস তৈরি না করে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টির কূটকৌশল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

ইসি চেয়ারম্যান বিদেশী ভোটারদের বিষয়ে নীরব। ইসি কি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে? ফিলিপাইন ও ভারতের কাছে কি সেগুলো নেই? খোদ যুক্তরাষ্ট্রে ভোটিং মেশিনের ফলাফল অগ্রাহ্য করে বুশ কি হাতে গণনা করা ফলাফল নিয়ে প্রেসিডেন্ট হননি? আসল ছবিটা তাহলে কী? চরমপন্থী সমালোচকরা বলছেন, ইভিএম ইসি চেয়ারম্যানের ঐতিহ্যবাহী বন্ধুদের রক্ষা করার একটি অস্থাবর সম্পত্তি। ইসি ওদিকে মনস্থির করে আছে।

ক্ষমতাসীনরা উত্তর দিতে চায় না। ক্ষমতার ব্যবহারকে যৌক্তিক দেখায় তা যতই অর্থহীন হোক। উত্তর দিতে বাধ্য করার অন্যতম হাতিয়ার হলো নির্বাচন। এটি সম্ভবত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনগণের সর্বোত্তম ও একমাত্র হাতিয়ার।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভেন্টস, ব্যুরোক্র্যাটস ও বেসামরিক কর্মচারীরা আগামী সাধারণ নির্বাচনে একটি পরিচ্ছন্ন সরকার প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ করেছেন বলে জানায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল মালয়েশিয়ার স্থানীয় চ্যাপ্টার সভাপতি মুহাম্মদ মোহন বলেন, হুইসেল বাজানো, তদন্ত, মামলা, অডিট রিপোর্ট উদ্ধার এবং দুর্নীতিবাজদের কঠোর ও ন্যায্য শাস্তি প্রদান থেকে শুরু করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারি কর্মচারীরা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কারো লেজুড়বৃত্তি করেনি। আদালত নিরপেক্ষ থেকে দেশকে দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করেছে।

তিনি বলেন, 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবশ্যই সব ধরনের চাঁদাবাজি, হুমকি, ভোট কেনা, সরকারি সম্পদ ও যন্ত্রপাতির অপব্যবহার এবং নির্বাচন কমিশন ও এমএসিসিকে সব ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে রিপোর্ট করতে হবে। অবশ্যই আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মনে করিয়ে দিতে হবে যে, একটি বিলুপ্ত সংসদ আইনশূন্যতাবিহীন রাষ্ট্র নয়।'

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন

ড. কবিরুল বাশার

এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন আট শতাধিক মানুষ ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। ঢাকার বড় হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য বেড ও আইসিইউ সংকট তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের ১২৩টি হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী গত বুধবার পর্যন্ত প্রায় ২৯ হাজার মানুষ ডেঙ্গু রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে মারা গেছে ১০৬ জন। এ ছাড়া ছোট-বড় ক্লিনিক ও বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে অসংখ্য মানুষ, যার কোনো হিসাব সরকারি দপ্তরে নেই।

প্রতিদিনই বাড়ছে ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এবং এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫৪টি জেলায় ছড়িয়েছে। অতি দ্রুতই অন্য জেলাগুলোতেও ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হবে বলে মনে হচ্ছে। জেলাগুলোর ডেঙ্গু রোগের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকার পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। এরপর কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পাবনা ইত্যাদি। ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বিচারে ঢাকার সবচেয়ে বড় হটস্পটগুলো হলো–মিরপুর, উত্তরা, মুগদা, কেরানীগঞ্জ, যাত্রাবাড়ী, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর ও মহাখালী। এ ছাড়া পুরো ঢাকায়ই কমবেশি ডেঙ্গু রোগী রয়েছে।

কোনো দেশে বা শহরে যখন মশাবাহিত রোগ এপিডেমিক হয় তখন হটস্পট ধরে ক্রাশ প্রগ্রাম করতে হয়। সে ক্ষেত্রে হটস্পট এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ফগিং এবং লার্ভিসাইডিং মেশিন নিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হয়। এই অভিযানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সমাজসেবকদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে মাইকিং করে জনগণকে জানাতে হয় যে 'আপনার এলাকায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। আপনাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সিটি করপোরেশন ও সরকারের পক্ষ থেকে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। আপনারাও এ কাজে সম্পৃক্ত হোন। আপনি আপনার বাড়ি ও বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার রাখুন। নিশ্চিত করুন আপনার বাড়িতে ডেঙ্গু বাহক এডিস মশা প্রজননের জন্য কোনো পানি জমা নেই।' এভাবে একটি এলাকা ধরে দুই-তিন দিন অভিযান পরিচালনা করে উড়ন্ত মশাগুলোকে মেরে দিতে হয়। উড়ন্ত মশা যদি কমিয়ে ফেলা যায়, তাহলে সেখানে ডেঙ্গু রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা কমে যায়। যদি উড়ন্ত মশা বেঁচে থাকে, তাহলে সেটি ডেঙ্গু রোগীকে কামড়ে সুস্থ মানুষকে জ্যামিতিক হারে আক্রান্ত করবে। এপিডেমিক অবস্থায় রোগীর সঙ্গে বাহকের সংযোগটি ভেঙে দিতে হয়। আর এই কাজটি করার দুটি উপায়–একটি হচ্ছে মশা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যটি রোগীকে মশার কামড় থেকে মুক্ত রাখা। রোগীকে যদি মশা কামড়াতে না পারে, তাহলে ডেঙ্গু বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে ২০০০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরই কমবেশি ডেঙ্গু হয়েছে। সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে ২০১৯ সালে। সরকারি হিসাব মতে, ২০১৯ সালে লক্ষাধিক মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং ১৭৯ জন মারা গেছে। ২০১৯ সালে ৬৪টি জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়েছিল, ২০১৭ সালে ছড়িয়েছিল চিকুনগুনিয়া। উষ্ণ-আর্দ্র দেশ বাংলাদেশে প্রতিবছরই কোনো না কোনো বাহকবাহিত রোগ হবে এবং নতুন ধরনের রোগও আসতে পারে। সারা দেশে বাহকবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাহকবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি এবং ভারতের ভিসিআরসির কথা উল্লেখ করা যায়। ভেক্টর কন্ট্রোল সেল নামে এমন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আমি ২০১৯ সালেই দিয়েছিলাম। সেটির বাস্তবায়ন বর্তমানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন বলে শুনেছি। এই প্রতিষ্ঠানটি বাহকবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কীটনাশক, যন্ত্রপাতি এবং এর রোগতত্ত্ব নিয়ে সারা বছর গবেষণা করবে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোকে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশন) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে বাহকবাহিত রোগ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিয়ন্ত্রণে তারা পদক্ষেপ নেবে। শুধু প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেই হবে না। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দিতে হবে অভিজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদদের হাতে। প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব অভিজ্ঞ মানুষের হাতে না পড়লে অকার্যকর প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই মুহূর্তে সারা দেশেই কমবেশি ডেঙ্গু রোগী রয়েছে। সংকটময় পরিস্থিতিতে একে অন্যকে দোষারোপ না করে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বটুকু পালন করলে নিজেকে ডেঙ্গু থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। এ সময় প্রত্যেক মানুষকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সপ্তাহে এক দিন নিজ নিজ বাড়ি ও বাড়ির আঙিনা ঘুরে দেখুন কোথাও কোনো পাত্রে পানি জমা আছে কি না। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন। নিশ্চিত করুন আপনার বাড়ি এবং বাড়ির আঙিনায় এডিস মশার প্রজননের কোনো পাত্র নেই। দিনে বা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন। গরমের দিন হলেও বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর সময় ফুলহাতা শার্ট পরিয়ে পাঠান। এ সময়ে পরিবারের কারো জ্বর হলে দ্রুত পরীক্ষা করান। ডেঙ্গুকে অবহেলা করবেন না। শুরু থেকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ডেঙ্গু প্রাণঘাতী হবে না। শীতকাল শুরু হলেই ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। ওই সময় পর্যন্ত সবাই সতর্ক থাকুন।

লেখক: অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কীটতত্ত্ববিদ ও গবেষক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নভেম্বর ২০২২ এর ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) নভেম্বর ২০২২'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে পরিবার ভিত্তিক ভিসা বুলেটিন দেয়া হলো। উল্লেখ্য 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' হচ্ছে ইউএসসআইএস/ডিওএস যে তারিখে তারা দাখিলকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

-আপনার অগ্রাধিকার তারিখ হবে তার পূর্বেই। নভেম্বর ২০২২'র ভিসা বুলেটিনে পরিবার ভিত্তিক ক্যাটগরির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন অগ্রগতি নেই।

পরিবার ভিত্তক স্পন্সরকৃত অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্রও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), অবিবাহিত বয়স্ক সন্তানদের এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

এ. (এফ-২নি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুতও ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়সী বা ততোর্ধঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

আরও বিস্তারিত জানতে ইউএস সিটিজেন অব স্টেটের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

গত সংখ্যায় হাসান চৌধুরীর কাছ থেকে প্রাপ্ত টিটির ভিত্তিতে প্রকাশিত উত্তরের অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করা হোল।

আপনি একজন প্রখ্যাত আর্টিস্ট হিসেবে এদেশে এসেছেন। আপনার বন্ধু আপনাকে এখানে অবস্থানের পরামর্শ দিয়েছে। এ ব্যাপারে এখানে আপনার জন্য যেসব সুবিধা আছে এবং আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্যে সুবিধা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন।

চাকরি ভিত্তিক ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য ইউএসএর নিয়োগ কর্মকর্তারা স্পন্সর করতে পারবেন। যা প্রেফারেন্স এবং পেশাগত অগাধিকার ক্যাটাগরি পড়ে।

EB-1 এবং EB-2 ক্যাটাগরির বাইরেও EB-3 এবং EB-4 ভিসা রয়েছে। EB-3 ক্যাটাগরি হচ্ছে পেশাগত এবং দক্ষ বিদেশি শ্রমিক। যারা ব্যাচেলার ডিগ্রীধারী পেশাজীবী তাদের দুই বা ততোর্ধিক বছরের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে এবং যার বিকল্প কোন আমেরিকান শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না।

EB-4 স্পেশনাল ইমিগ্র্যান্টঃ

বিদেশি চিকিৎশক অথবা ধর্মীয় নেতা এবং পানামা ক্যানাল কোম্পানি, ক্যানাল জোন সরকার বা ক্যানাল জোন সমূহের মার্কিন সরকারের শ্রমিকরা।

লেবার সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমঃ

কতিপয় শ্রমকি এবং পেশাদার শ্রমিকের ক্ষেত্রে লেবার সার্টিফিকেশনের আবশ্যকতা রহিত করা হয়েছে। এইক্ষেত্রেগুলো হচ্ছেঃ

বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা অথবা এ্যাথলেটিক্স ও গবেণা, অধ্যাপনা, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর নির্বাহী ও ম্যানেজার পদের অসাধারণ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী।

মিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তা ইমিগ্র্যান্ট। বিশেষ ইমিগ্র্যান্ট ধর্মীয় কর্মী যারা যারা ইউএসএ-তে কোন নন-প্রফিট সংগঠনে দুই বা ততোধিক বছরের কর্ম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। নির্ধারিত 'এ' কোম্পানী সমূহে পেশাজীবী ইএসএতে যাদের ঘাটতি আছে বলে ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (ডিওএল) স্বীকার করে। এদের মধ্যে মেডিক্যাল পেশাজীবী, গবেষক, শিল্পী এবং অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত।



কর্ম সম্পর্কিত টেম্পোরারি ভিসা এবং গ্রিনকার্ডঃ

কর্মভিত্তিক ভিসা এবং গ্রিনকার্ড লাভের প্রক্রিয়া সম্পর্কে গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচানায় উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, বিদেশি নাগরিকদের ইউএসএ থাকা এবং কাজ করার সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে কর্মসংস্থান ভিত্তিতে ভিসা লাভ। আমেরিকায় কোম্পানীগুলো বিদেশি কর্মীদের বৈধভাবে পার্লামেন্ট রেসিডেন্টের স্ট্যাটাসের জন্য স্পন্সর করবে বলে আবেদন করতে পারেন- যাকে সাধারণভাবে গ্রিনকার্ড লাভের প্রক্রিয়া বলা হয়।

কর্মভিত্তিক ভিসা (ওয়ার্ক ভিসা) প্রাপ্তির আবার দুই রকম বিকল্প রয়েছেঃ নিয়োগ কর্তার স্পন্সর এবং নন-এমপ্লয়ার স্পন্সর। নন-এমপ্লয়ার স্পন্সরকে প্রি সেক্ষ পিটিশনও বলা হয়। এমপ্লয়ার - স্পন্সরও বিকল্পও আবার দুই রকমঃ একটি লেবার সার্টিফিকেশন যা সকল কর্মের জন্য প্রযোজ্য; অন্যটি বিশেষ গবেষণা/অধ্যাপনা (ইবি-ওয়ান বি) যা কেবল স্থায়ী ফ্যাকাল্টির জন্য প্রয়োগযোগ্য। বিদেশি শ্রমিকদের দুই রকম সেক্ষ পিটিশন হতে পারে– এক ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ওয়েভার (ইবি-২) এবং এক্সট্রা অর্ডিনারী এ্যাবিলিটি (ইবি-২)।

সেক্ষ পিটিশন, এমপ্লয়মেন্ট বেস্‌ড গ্রিনকার্ডঃ

কর্মভিত্তিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের কোন আমেরিকান নিয়োগ প্রতিষ্ঠানকে স্পন্সর করতে হয়। বিশেষ কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সেক্ষ পিটিশন গ্রহণযোগ্য হয়। এক্ষেত্রে একজন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নিয়োগকর্তার স্পন্সরশীপ ছাড়াই আবেদন করতে পারেন। এ বিষয়ে মৌলিক শর্ত নিম্নে দেয়া হলো। কেউ যদি যোগ্য বিবেচিত হন তবে অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করে নিতে পারেন।

যাদের এই ফিল্ডে বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

ইবি ১(এ)ঃ এক্সট্রা অর্ডিনারি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিঃ

ইবি-১(এ), এক্সট্রা অর্ডিনারি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সেক্ষ পিটিশনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এই বিশেষ ক্যাটাগরিতে প্রার্থী ব্যবসা, বিজ্ঞান আর্টস এডুকেশন অথবা ক্রীড়াবিদ হিসেবে এক্সট্রা অর্ডিনারি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। এই ক্যাটাগরির শ্রমিকদের (ইব-ওয়ান) এ প্রার্থীদের ধরে নেয়া হয় তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে শীর্ষ পদে ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রেও সেইভাবে নিয়োগ-প্রাপ্ত হবে।

এই ক্যাটাগরিতে যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তাদের জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিখ্যাত হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অর্জন যেমন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি কিংবা নিম্নে উল্লেখিত উল্লেখিত বিশেষ প্রমাণসহ নূন্যতম ৩ ক্যাটগরির হতে হবে

এমন কোন সংস্থার সদস্য প্রাপ্তির পদলাভ যাদের বিশেষ ক্ষেত্রে অনবদ্য অর্জনের প্রমাণ আছে।

বিশেষ ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা নির্নয়ে একক বা প্যানেল সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রমাণ।

নিজ ক্ষেত্রে কাজের অনবদ্য সাফল্য সম্পর্কে বিদেশি বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশনায় নিজ প্রকাশনার প্রমাণ।

বিজ্ঞান, আর্ট, ক্রীড়া বা ব্যবসায় অসাধারণ অবদান বা ভূমিকা পালনের প্রমাণ।

আর্ট প্রদর্শনীতে বা বিক্রয়ে রেকর্ডসহ বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রমাণ।

উল্লেখযোগ্য খ্যতিসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠান শীর্ষ স্থানীয় বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রমাণ।

উপলে উল্লেরিখত প্রমানাদি যদি তাৎক্ষণিকভাবে কারো কাছে প্রস্তুন না থাকে তবে তিনি যোগ্যতা প্রমাণের জন্য নিজের কর্ম সম্পর্কে প্রমানাদী দাখিল করতে পারবেন।

এই বিষয়ে আরো কিছু তথ্য আপনাদের অবগিতর জন্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার আশা ব্যক্ত করছি। আশা করি আপনারা প্রতি সংখ্যার মতদ আগামী সংশয়ের পড়বেন এবং এ থেকে উপকৃত হবেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাজার অর্থনীতির নিষ্ঠুর বলি প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস

কামাল আহমেদ

লেটুসপাতা বেশি দিন টেকে, নাকি লিজ ট্রাসের প্রধানমন্ত্রিত্ব? বাজি ধরেছিল যুক্তরাজ্যের ট্যাবলয়েড পত্রিকা ডেইলি স্টার। যেদিন থেকে তারা বাজি ধরেছে, তারপর সাত দিনও পেরোল না। লিজ ট্রাস বৃহস্পতিবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে মাত্র ৪৫ দিন ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড গড়লেন। অর্থনৈতিক নীতিতে তাড়াহুড়ো ও ভুল করার জন্য ক্ষমা চাওয়ার এক দিন পরই তাঁকে সরে যেতে হলো।

ইকোনমিস্ট সাময়িকী গত রোববারই বলেছিল, ট্রাস সম্ভবত যুক্তরাজ্যের স্বল্পতম মেয়াদের প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন। ১৮২৭ সালে জর্জ ক্যানিং ১১৯ দিন ক্ষমতায় থেকে ওই রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন।

১৯৫ বছর পর নতুন রেকর্ডটি হলো বটে, তবে তাঁর দুর্বল নেতৃত্ব ও অদূরদর্শিতার জন্য ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি ও যুক্তরাজ্যকে কড়া অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হচ্ছে। আর্থিক বাজারই কার্যত প্রধানমন্ত্রী ট্রাসের পদত্যাগ অলঙ্ঘনীয় করে তুলল। অন্য কথায় বাজার অর্থনীতির নিষ্ঠুরতার বলি হলেন বাজারের ক্ষমতায় বিশ্বাসী লিজ ট্রাস।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে বৃহস্পতিবার দুপুরে পদত্যাগের ঘোষণা দেন লিজ ট্রাস।

ট্রাস নির্বাচিত হয়েছিলেন উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঙা করা ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কর রেয়াত ও প্রণোদনার কর্মসূচির অঙ্গীকার করে। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে প্রায় দুই সপ্তাহ কোনো ধরনের নীতিমালা ঘোষণা সম্ভব হয়নি। তারপর ছিল পার্লামেন্টের শরৎকালীন বিরতি, যা দলগুলোর বার্ষিক সম্মেলনের মৌসুম।

পদত্যাগের বিবৃতিতে লিজ ট্রাস সাত দিনের মধ্যে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচিত হবেন বলে জানিয়েছেন। ঘোষিত নির্বাচনের সূচি অনুযায়ী আগামী সোমবার রাতেই জানা যেতে পারে কে হচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু মাসখানেক আগে লিজ ট্রাসের নির্বাচনী নীতির আলোকে সাবেক অর্থমন্ত্রী কোয়াজি কোয়ার্টাঙ ছোট আকারের একটি বাজেট ঘোষণা করেন। ওই বাজেটে করপোরেশন কর কমানো, সবার জন্য প্রযোজ্য আয়করে ১ শতাংশ ছাড় এবং জাতীয় বিমার চাঁদা বাড়ানোর আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ব্যাংকারদের বোনাসের সীমা তুলে দেওয়া হয়।

এ বিপুল কর হ্রাসের কারণে সরকারের প্রতিশ্রুত খরচের জোগান আসবে কোত্থেকে, সেই প্রশ্নে আর্থিক বাজারে আস্থাহীনতা তৈরি হয়। একদিকে পাউন্ডের মূল্য কমতে থাকে, অন্যদিকে সরকার ঋণ নিতে চাইলে তার জন্য প্রদেয় সুদের হার বাড়তে থাকে। বাজারের আস্থা ফিরে পেতে ট্রাস অর্থমন্ত্রী কোয়াজি কোয়ার্টাঙকে পদত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু বিশ্লেষকেরা একে স্বাভাবিক মনে করেননি।

পদত্যাগের বিবৃতিতে লিজ ট্রাস সাত দিনের মধ্যে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচিত হবেন বলে জানিয়েছেন। ঘোষিত নির্বাচনের সূচি অনুযায়ী আগামী সোমবার রাতেই জানা যেতে পারে কে হচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী।

তাঁর কর্মসূচির জন্য অর্থমন্ত্রী বদল করে লিজ ট্রাস নিজের জন্য কিছুটা বাড়তি সময় আদায় করলেন বলে মন্তব্য করে কনজারভেটিভ সমর্থক পত্রিকা সানডে টাইমস। তখনই ডেইলি স্টার লেটুসপাতার সঙ্গে ট্রাসের ক্ষমতার স্থায়িত্বের তুলনা শুরু করে। লেটুস শুকিয়ে যাচ্ছে কি না, তা যাতে পাঠকেরা দেখতে পারেন, সে জন্য ইন্টারনেটে তা সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিক্রিয়া হয় যুক্তরাজ্যের বাইরেও। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) খোলাখুলি ট্রাসের করছাড়ের নীতি বাতিলের আহ্বান জানায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-সেভেনের সদস্য কোনো দেশকে এভাবে আইএমএফের সুপারিশ জানানো মোটেও স্বাভাবিক কিছু নয়। মিত্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও কোনো রাখঢাক না করে প্রধানমন্ত্রী ট্রাসের নীতিকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেন।

লিজ ট্রাসের নতুন অর্থমন্ত্রী হন পার্টির নেতৃত্বের জন্য অতীতে বরিস জনসনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা জেরেমি হান্ট। হান্ট কোয়াজি কোয়ার্টাঙের প্রায় সব করছাড়ের পদক্ষেপ বাতিল করে দেন। কনজারভেটিভ সমর্থক আরেকটি পত্রিকা সানডে টেলিগ্রাফ মন্তব্য করে, হান্টের পদক্ষেপের সাফল্য মানে হচ্ছে ট্রাসের ক্ষমতা কমে যাওয়া। দলীয় এমপিদের মধ্য থেকেই দাবি ওঠে, কার্যত ক্ষমতাহীন নামমাত্র প্রধানমন্ত্রীর বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে।

পদত্যাগের জন্য বিরোধী দলগুলো ও নিজ দলের বিদ্রোহীদের দাবির মুখে নিজেকে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ না বলে ঘোষণা করার পরই অঘটন ঘটে দুটো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা বেভারম্যান মন্ত্রীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য পদত্যাগ করে যে বিবৃতি দেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী ট্রাসের কড়া পরোক্ষ সমালোচনা উঠে আসে। আর রাতের বেলায় পার্লামেন্টে ভোটাভুটিতে দলীয় এমপিদের সঙ্গে হুইপ নিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়া।

পদত্যাগের বিবৃতিতে লিজ ট্রাস সাত দিনের মধ্যে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচিত হবেন বলে জানিয়েছেন। ঘোষিত নির্বাচনের সূচি অনুযায়ী আগামী সোমবার রাতেই জানা যেতে পারে কে হচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। দলের পেছনের সারির এমপিদের ১৯২২ কমিটির সভাপতি স্যার গ্রাহাম ব্রাডির সঙ্গে বুধ ও বৃহস্পতিবার তাঁর দুই দফা বৈঠক হয়। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অনলাইনে সাধারণ সদস্যদের ভোট নেওয়া হবে। যে বা যাঁরা প্রার্থী হবেন, তাঁদের অন্তত ১০০ জন এমপির সমর্থন লাগবে। যাঁরা প্রার্থী হতে পারেন বলে নাম আসছে, তাঁরা হলেন ঋষি সুনাক, পেনি মরড্যান্ট, বেন ওয়ালেস।

লেবার পার্টিসহ অন্য বিরোধী দলগুলো দাবি করছে সাধারণ নির্বাচন। জনমত জরিপে লেবার পার্টি কনজারভেটিভদের দ্বিগুণের বেশি ভোট পাবে বলে আভাস রয়েছে। এ অবস্থায় কনজারভেটিভ এমপিরা আসন হারানোর ভয়ে শঙ্কিত। তাই এখন নির্বাচন তাঁরা সমর্থন করবেন না বলেই মনে হয়। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে দ্রুত মুক্তির পথ না পেলে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে।

কনজারভেটিভ পার্টিতেও কেউ কেউ মনে করেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা যত ব্যাপক, তা কারও পক্ষেই সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি আগামী এপ্রিলের পর ঠেকিয়ে রাখা না গেলে নিত্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং গৃহঋণের সুদের হার বৃদ্ধির বোঝা সামাল দেওয়ার মতো দুঃসাধ্য চ্যালেঞ্জগুলো কোনো দুর্বল ম্যান্ডেটে যে সম্ভব হবে না, তা মোটামুটি স্পষ্ট।

সুতরাং অজনপ্রিয় কাজের দায়িত্ব লেবার পার্টির ঘাড়ে পড়লে তাঁরা কিছুটা ভারমুক্ত হতে পারবেন বলে ক্ষমতাসীন দলের অনেকেই মনে করেন। তবে এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও দীর্ঘ ১২ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের অবসান ঘটাতে লেবার পার্টি উন্মুখ হয়ে আছে। শিগগিরই আগাম নির্বাচন, তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

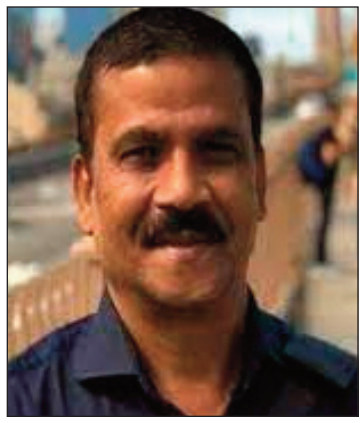


এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

নিজে কী? তখন কোথায় ছিলেন



আসিফ নজরুল

আমাদের সন্তানেরা কিউট ধরনের। আমাদের এক সন্তানকে শাসন করলেই ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, তুমি নিজে কী? যেমন তাকে যদি বলি, এত রাগী কেন তুমি? উত্তর হচ্ছে, নিজে কী? তার আরেকটা ধরন আছে। দেরি করে বাসায় ফেরার জন্য বকা দিলে বলবে, ওকে (মানে আরেক সন্তানকে) তো সেদিন কিছু বলোনি! কখনো রেজাল্ট খারাপ করলে বলবে, তাকে (সুবিধামতো আরেকজনকে) তো কিছু বলোনি!

তার অভিযোগ অনেকাংশে সত্যি। কিন্তু এ জন্য তাকে বোঝাতে সমস্যা হয় না। তাকে বোঝানো যায়, তোমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, তোমারটার উত্তর দাও। বা বলা যায় 'ওকে-তাকেও' সে জন্য বকা দেওয়া হয়েছিল, এখন তোমারটার কথা বলো।

ছোটদের যেভাবে সামাল দেওয়া যায়, বড়দের সঙ্গে তা করা যায় না। আমরা বড়রাও বক্তব্যের বিষয়কে পাশ কাটানোর জন্য এ রকম পাল্টা আক্রমণ করার কৌশল নিই। 'হোয়াটঅ্যাবাউটিজম' নামে অভিহিত এই কৌশল শিশুরা গ্রহণ করে অভিমানবশত বা অসহায়ত্ব থেকে।

আমরা পরিণত বয়সের মানুষেরা এটা করি সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বা অপ্রিয় প্রসঙ্গকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। এটি করার জন্য আমরা অনেকে, এমনকি স্রেফ অসত্য কথা বলেও থাকি। শিশুদের আমরা বোঝাতে পারি, কিন্তু এ ধরনের বড়দের বোঝানো যায় না। তাদের অনেক কিছুতে থাকে 'তখন কী হয়েছিল'(?) বা হোয়াটঅ্যাবাউটিজম আচরণ।

উদাহরণ দিই। কয়েক মাস আগে একটা পত্রিকার অনুষ্ঠানে গেছি। সেখানে সমাজের বিদগ্ধ মানুষেরা আছেন। একটা টেবিলে আমার ঠিক পাশে বসেছেন অতি বিদগ্ধ একজন। অনুষ্ঠানের মূল আলোচক বাংলাদেশের ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের প্রসঙ্গ তুললেন। একপর্যায়ে বললেন, তাদের আদিবাসী বলা যাবে না, সরকার নির্দেশ দিয়েছে–এটা কেমন কথা? তা-ও আবার আওয়ামী লীগের আমলে!

আলোচনা শেষে খাওয়ার টেবিলে মূল আলোচকের বলা আদিবাসী প্রসঙ্গ উঠল। আমি বললাম, তিনি আওয়ামী লীগের আমলে এটি হচ্ছে বলে বিস্মিত হচ্ছেন, অথচ আওয়ামী লীগই তো ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় ভিন্ন জাতিসত্তার পরিচয় নাকচ করেছে, মানবেন্দ্র লারমা এর পক্ষে বলার কারণে তিরস্কৃতও হয়েছেন। অতি বিদগ্ধজন গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু সামরিক শাসকেরা তো সংবিধানই বদলে দিয়েছেন। আমি দুই বক্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র না পেয়ে বললাম, সেটা ঠিক বলেছেন। তবে সামরিক শাসকেরা সংবিধানে ভিন্ন জাতিসত্তা প্রসঙ্গে কোনো যোগ-বিয়োগ করেননি। তিনি মুখ কালো করে বললেন, আমি এসব ব্যাপারে নিরপেক্ষ! বিএনপিকে মাগুরা উপনির্বাচন নিয়ে অভিযোগ করা হলে বলা হতো, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে কী হয়েছিল? বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রশ্ন তোলা হলে বলা হতো আওয়ামী আমলে রক্ষীবাহিনীর কথা। বর্তমান আমলে গুমের অভিযোগ তোলা হলে বলা হয়, জিয়ার সময় অভ্যুত্থানের অভিযোগে সামরিক বাহিনীর লোকদের 'গুম' করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করা হলে বলা হয়, জিয়ার আমলে হ্যাঁ-না ভোটের নির্বাচনী তামাশা হয়েছিল!

আর কিছু না বলে সেই আলাপে ক্ষান্ত দিই। এ রকম আচরণ আমিও হয়তো করি কোনো না কোনো আলাপে, বিতর্কে। অন্যরা করলে আমি বিস্মিত হই। আমার এমন আচরণে নিশ্চয়ই অন্যদের এমন প্রতিক্রিয়া হয়। তবে আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা একটু রয়েসয়ে এটা করি। কিন্তু রাজনীতিবিদেরা যখন করেন, তখন তা চলে যায় তিক্ততার পর্যায়ে, এর ক্ষতিকর অভিঘাত হয় অনেক বেশি।

২.

রাজনীতিবিদেরা হোয়াটঅ্যাবাউটিজম করেনও খুব বেশি। যেমন বিএনপিকে মাগুরা উপনির্বাচন নিয়ে অভিযোগ করা হলে বলা হতো, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে কী হয়েছিল? বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রশ্ন তোলা হলে বলা হতো আওয়ামী আমলে রক্ষীবাহিনীর কথা। বর্তমান আমলে গুমের অভিযোগ তোলা হলে বলা হয়, জিয়ার সময় অভ্যুত্থানের অভিযোগে সামরিক বাহিনীর লোকদের 'গুম' করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করা হলে বলা হয়, জিয়ার আমলে হ্যাঁ-না ভোটের নির্বাচনী তামাশা হয়েছিল!

রাজনৈতিক নেতাদের এই নিরন্তর কাদা-ছোড়াছুড়িতে আরও উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের অনুসারীরা। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করলে বলা হয়, সনি হত্যাকাণ্ডের সময় কই ছিলেন? কর্নেল তাহেরের বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে বলা হয়, সিরাজ সিকদার 'হত্যাকাণ্ডের' সময় কই ছিলেন। কোনো বক্তব্য বা অভিযোগ নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা নেই, আছে শুধু পাল্টাপাল্টি অভিযোগের কাদা-ছোড়াছুড়ি।

এই প্রবণতা বিষাক্ত করে তুলছে সমাজকে। অথচ ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে বোঝা যাবে, নিজে কী বা আগে কী হয়েছিল–এসব প্রশ্ন অবান্তর নয়, কিন্তু বর্তমান সময়ে কী করা হচ্ছে, তার জবাব চাওয়া এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা মূলত বর্তমানে বাস করি। ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য অতীতের চেয়ে বর্তমান বেশি মূল্যবান। অতীত কেউ আনডু বা রিডু করতে পারেন না, একটু সচেতন হলে বর্তমানের ক্ষেত্রে তা করা যায়।

হোয়াটঅ্যাবাউটিজম নিয়ে আমাদের তাই নতুন করে ভাবার প্রয়োজন আছে।

৩.

হোয়াটঅ্যাবাউটিজম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বেও। একসময় তাদের পক্ষ থেকে এই প্রবণতার অভিযোগ তোলা হতো স্নায়ুযুদ্ধকালের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। বলা হতো, দেশটির বিরুদ্ধে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন, আফগানিস্তানে আক্রমণ, পোল্যান্ডে সামরিক শাসনে মদদ–এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করা হতো দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসন, দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ বা ট্রেড ইউনিয়নকারীদের গ্রেপ্তারের অতীত ইতিহাস তুলে।

সোভিয়েত যুগ শেষ হওয়ার পর হোয়াটঅ্যাবাউটিজমের অবসান হয়েছে ভাবা হতো। তবে পুতিনের উত্থানের পর তা যে কীভাবে বর্তমান রাশিয়ায় ফিরে এসেছে, তা আমরা ইউক্রেনে দেশটির আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। ২০১৬ সালে ক্রিমিয়া দখলের সমালোচনার জবাবে পুতিন বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের অতীত প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।

সম্প্রতি পারমাণবিক বোমার হুমকি দেওয়ার সময় তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্রই এর সূচনা করেছিল বলে স্মরণ করিয়ে ভীতিকর বার্তা দেন। ক্রিমিয়া দখল বা পারমাণবিক হুমকি আন্তর্জাতিক আইনে গুরুতর অপরাধ, এটি ঢাকতে এই পাল্টা আক্রমণের কৌশল বিশ্বের জন্য স্বস্তিকর বলে বিবেচিত হয়নি।

পাশ্চাত্যের অভিযোগমতো হোয়াটঅ্যাবাউটিজম রাশিয়াই শুধু করে থাকে, তা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বা নব্য কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়ার শাসকদেরও এই কৌশল ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে বাংলাদেশের মতো সর্বক্ষেত্রে, সব সময় এর ব্যবহার পৃথিবীর খুব কম দেশেই হয়।

৪.

বাংলাদেশে হোয়াটঅ্যাবাউটিজমের ব্যবহার হয় মূলত কুশাসন, মানবাধিকার লঙ্ঘন আর দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগকে পাশ কাটানোর জন্য, ভিন্নমত বা সমালোচনাকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। এখন আবার এসবে নতুন মাত্রাও যোগ হয়েছে। আমাদের দেশে গুম নিয়ে অভিযোগ তুললে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, অন্য দেশে কী হচ্ছে? বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলে ইউরোপ-আমেরিকাকে শুনিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের দেশে কত মানুষ এভাবে মারা যাচ্ছে। এমনকি ভুয়া নির্বাচন নিয়ে দেশে কেউ প্রশ্ন তুললে বলা হচ্ছে, ২১ আগস্টের সময় আপনারা কই ছিলেন?

এসব পাল্টা অভিযোগ তোলা একদমই যুক্তিহীন, তা নয়। তবে এখানে কিছুটা কার্যকারণ সম্পর্ক ও সত্যতা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে গুম হিসেবে যা বর্ণনা করা হয়, তা আসলে সত্য নয়। সরকারি বাহিনী কর্তৃক কাউকে লোপাট করে দেওয়া আর নিজে নিজে পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়া এক নয়। সবচেয়ে বড় কথা, সেখানে গুম বা পুলিশের গুলিতে মানুষ মারা গেলে বিচার করা হয়, এ নিয়ে সরকারপ্রধানসহ সরকারের যে কাউকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে পারে বিরোধী দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ।

সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও। যেমন ২১ আগস্ট ঘটেছে বলে ভুয়া ভোটের পক্ষে কেন যুক্তি দেওয়া হবে? দেশের সংবিধান ও আইনে ২১ আগস্টের হোতাদের বিচার সাপেক্ষে চরম শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে। কিন্তু সে জন্য ঢালাওভাবে বিরোধী দলের মিছিল-সমাবেশে গুলি করার বা তাদের কাউকে গুম করার কোনো বিধান নেই। বিধান নেই এ জন্য দেশের প্রায় ১০ কোটি মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দেওয়ার।

হোয়াটঅ্যাবাউটিজমের মাত্রা নিয়ে আমাদের তাই ভাবতে হবে। না হলে বাংলাদেশের সরকারগুলোর ন্যূনতম জবাবদিহিও আর থাকবে না।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক

> হোয়াটঅ্যাবাউটিজম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বেও। একসময় তাদের পক্ষ থেকে এই প্রবণতার অভিযোগ তোলা হতো স্নায়ুযুদ্ধকালের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। বলা হতো, দেশটির বিরুদ্ধে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন, আফগানিস্তানে আক্রমণ, পোল্যান্ডে সামরিক শাসনে মদদ–এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করা হতো দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসন, দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ বা ট্রেড ইউনিয়নকারীদের গ্রেপ্তারের অতীত ইতিহাস তুলে।

রাজনীতি : গাইবান্ধা উপনির্বাচন যা প্রমাণ করল

রফিউর রাব্বি

সব নির্বাচনই যেমন কোনো না কোনো বার্তা দিয়ে যায়; তেমনই রাজনীতিতেও লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। রাজনীতির লাভ-ক্ষতির হিসাবটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কারও বিজয়ী বা পরাজিত হওয়া থেকে আলাদা। যেমন আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে যে প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল, গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন তার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে নতুন কিছু প্রশ্নও হাজির করছে। ইভিএম, নির্বাচনকালীন সরকার, নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ইত্যাদি অমীমাংসিত বিষয়ের উত্তর সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

নির্বাচন কমিশন আগামী জাতীয় নির্বাচনে ৫০ শতাংশ আসনে ইভিএম ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। গাইবান্ধা উপনির্বাচন যে বাস্তবতাটি উন্মোচন করল তা হচ্ছে- ইভিএমে যান্ত্রিক কারচুপি ছাড়াও বড় বিষয় হলো, যন্ত্রটিকে যথাযথভাবে পাহারা দেওয়া। বিষয়টি যে নির্বাচন কমিশনের জানা ছিল না, তা নয়। গত ৩০ মে ইভিএম নিয়ে আলোচনায় নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবীব বলেছিলেন, 'ইভিএমের মধ্যে চ্যালেঞ্জ একটাই; আর কোনো চ্যালেঞ্জ আমি দেখি না। সেটা হচ্ছে ডাকাত; সন্ত্রাসী গোপন কক্ষে একজন করে দাঁড়িয়ে থাকে।' তাহলে এর প্রতিকারে গাইবান্ধায় নির্বাচন কমিশন কী ব্যবস্থা নিয়েছিল? নির্বাচনের মাঝপথে সিইসি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে নির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, বুথে ডাকাত ঢুকে আছে। ইভিএম নির্ভুল ও আদর্শ একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হলেও বুথ ডাকাতদের হাত থেকে একে রক্ষা করার দায়িত্ব কার?

আমাদের দেশে রাজনৈতিক অবিশ্বাস তুঙ্গে থাকে এবং সমঝোতা ছাড়াই সরকার অনেক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে। সরকারপ্রধান যে কথাটি বলেন, তার বাইরে গিয়ে ভিন্নমত দেওয়ার মানসিকতা বা সাহস কোনোটাই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাতে পারেনি। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান বরাবরই প্রশ্ন ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে।

মনে রাখা জরুরি- মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন সম্পন্ন করেন কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তারা। মূলত ভূমিকাটা থাকে ডিসি, ইউএনও, এসপি-ওসিদের। গাইবান্ধায় রিটার্নিং কর্মকর্তা ছিলেন নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা। তাঁকে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও পোলিং কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। দেখা গেল, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছামাফিক চলেন না।

বাংলাদেশের সংবিধান বলছে, নির্বাচনকালে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কখনও সরকারের ইচ্ছার বাইরে গেছে বলে আমাদের সামনে নজির নেই। নির্বাচন কমিশনই দীর্ঘ ৫০ বছরে সরকারের ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার নজির তৈরি করতে পারেনি। আরপিওর ৯১-ই ধারায় ইসিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা তারা কখনও প্রয়োগ করেনি। কিন্তু গাইবান্ধার উপনির্বাচনে ইসি সেই ক্ষমতা প্রয়োগের নজির তৈরি করার একটি দৃষ্টান্ত দেখাতে চাইলেও সরকারি দল যেমন তাদের ওপর চাপ তৈরি করতে চাইছে, অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর মধ্যেও সন্দেহ দূর করতে তা কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

গত দুটি জাতীয় নির্বাচনে আমলা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষপাতমূলক ভূমিকা দেশ-বিদেশে তীব্র সমালোচিত হলেও তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। কর্তৃত্ববাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে আমলা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে অলিখিত এক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে শাসকগোষ্ঠী। অতি আমলানির্ভরতা আমলা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে একচ্ছত্র ও বেপরোয়া ভাব তৈরি করেছে। জাতীয় সংসদে আমলাদের এই ভূমিকার সমালোচনা করে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন সময় বক্তব্য দিয়েছেন। কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি তৈরির তালিকায় রাজনীতিকদের চেয়েও বেশি আমলা বলে এক সময় অর্থমন্ত্রী সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি বদলায়নি।

নির্বাচনের মাঠে ডিসি-এসপিরাই মূলত নির্বাচন করেন। আর তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে কতটা পাত্তা দেন, তা বোঝা গেছে গাইবান্ধা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৮ অক্টোবর ইসির সঙ্গে বৈঠকে তাঁদের আচরণ দেখেই। ওই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান অভিযোগ করেছিলেন, অনেক ডিসি-এসপি স্থানীয় সংসদ সদস্যদের কথামতো কাজ করেন। এ কারণে আচরণবিধি লঙ্ঘনে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এর পর তাঁর বক্তব্য নিয়ে সভায় ডিসি-এসপিদের অনেকে হইচই করেন এবং আনিছুর রহমান তাঁর বক্তব্য শেষ না করেই আসনে ফিরে যেতে বাধ্য হন (সমকাল, ১১ অক্টোবর ২০২২)।

গাইবান্ধা উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সিসিটিভি দেখে অনিয়মের অভিযোগে দুপুরে নির্বাচন বন্ধের ঘোষণা দিল। ওদিকে প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করে দিলেন। আবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল-আলম হানিফ উক্ষ্মা প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যমে বলেন, ওকোথাও অনিয়ম হয়েছে- এ রকম কেউ বলতে পারেননি। জেলা প্রশাসনে কথা বলেছি, সেখানেও কোনো তথ্য নেই৷

কথা হচ্ছে, সারাদেশে যেভাবে নির্বাচনের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, সেখানে বুথে ডাকাত থাকা, পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া, সরকারদলীয় প্রার্থী ছাড়া অন্যদের মাঠে দাঁড়াতে না দেওয়া- এসব এখন আর কোনো অনিয়মের মধ্যে পড়ে না। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশন হয়তো সিসিটিভি দেখে দেড়শ কেন্দ্র নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারল। কিন্তু ৩০০ আসনের নির্বাচনে ৪০ হাজার কেন্দ্রের প্রায় দুই লাখ বুথে তারা কী করবে?

গাইবান্ধা উপনির্বাচন প্রমাণ করেছে- নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ হলেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। নির্বাচনকালীন সরকারের ওপরেই নির্ভর করছে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা। গাইবান্ধা নির্বাচনে নৌকা হেরে গেলে সরকারের কোনো ক্ষতি হতো না। এভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে নির্বাচনটা নিরপেক্ষ করলে লাভটা সরকারেরই হতো। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে ফুলে-ফেঁপে ওঠা নেতাদের পক্ষে সত্যটা বোঝা সম্ভব হয় না।

লেখক: লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

> **সব নির্বাচনই যেমন কোনো না কোনো বার্তা দিয়ে যায়; তেমনই রাজনীতিতেও লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। রাজনীতির লাভ-ক্ষতির হিসাবটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কারও বিজয়ী বা পরাজিত হওয়া থেকে আলাদা। যেমন আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে যে প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল, গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন তার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে।**

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

মোঃ তোফাজ্জল বিন আমীন

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে খাবারের মতোই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ওষুধ। প্রায় সবার ঘরে কিছু না কিছু ওষুধ পাওয়া যায়, এমনকি একজন ভিক্ষুকের ঘরেও। ওষুধ কোনো ভোগবিলাসী দ্রব্য নয়; বরং সুস্থ থাকার জন্য জীবনের একটি অনুষঙ্গ। অসুস্থ হলেই কেবল আমরা ওষুধ সেবন করি। শখের বসে কেউ ওষুধ সেবন করি না। কিছু মানুষ টাকার জন্য ওষুধ ক্রয় করতে পারে না;আবার কিছু মানুষ বেশি টাকা পাওয়ার নেশায় ওষুধ বিক্রি করে না। কেউ ওষুধ বিক্রি করে দালান তৈরি করে। আবার কেউ ওষুধ ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকায় যন্ত্রণায় মরে। তারপরও দমকা হাওয়ার মতো ওষুধের দাম বাড়ে। চালের দাম, ডালের দাম, বিদ্যুতের দাম, গ্যাসের দাম বছর ঘুরতে না ঘুরতে বাড়ে, তার সাথে যদি ওষুধের দামও বাড়ে, তাহলে মানুষ কোথায় যাবে,কী করবে? নিম্নবিত্তের কথা না হয় বাদই দিলাম। মধ্যবিত্ত পরিবারের যেখানে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, সেখানে ওষুধের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরবে। তবে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর বলছে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদনব্যয় পোষাতে না পারায় বাধ্য হয়ে ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে।

চিকিৎসাসেবা পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও সবার ভাগ্যে এই সেবা জুটছে না। তার অনেক কারণ আছে। সেদিকে আমি যাচ্ছি না। ভাববার বিষয় হচ্ছে- আমাদের চিকিৎসাব্যয়ের প্রায় ৬৪ শতাংশ ওষুধের পেছনে ব্যয় হচ্ছে। ওষুধের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। দ্রব্যমূল্যের পাগলাঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে ওষুধের দাম বাড়ছে। সম্প্রতি ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর ২০টি জেনেরিকের ৫৩টি ব্র্যান্ডের ওষুধের দাম বাড়িয়েছে। ফলে বাড়তি খরচের বোঝা জনগণের কাঁধেই পড়ল, এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া! চাল, ডাল, লবণ কিংবা তেল না হলেও দিন পার করা যায়; কিন্তু ওষুধ না হলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়। এ যন্ত্রণা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ অনুধাবন করতে পারে না। ওষুধের দাম বৃদ্ধি করা অন্যায় কিছু নয়। তবে রয়ে সয়ে দাম বাড়ালে মানুষ একটু স্বস্তি পেত। যে প্রোডাক্টগুলোর দাম বাড়ানো হয়েছে সেগুলোর উৎপাদনখরচ বিক্রয়মূল্যের চেয়ে অনেক কম থাকায় ওষুধ কোম্পানিগুলোর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর ওষুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ- ওষুধ কোম্পানিগুলোর উচ্চাভিলাষী বিপণননীতি। অথচ ওষুধ প্রমোশনে খরচ না করলে কোম্পানিগুলো ওষুধ বিক্রি করতে পারে না। এ বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট মহলের ভেবে দেখা প্রয়োজন। তবে সরকার ইচ্ছা করলে ওষুধ নীতিমালাকে আরো জনবান্ধব করতে পারে।

আমাদের চিকিৎসাসেবা কতটুকু উন্নত তা করোনাকালীন সময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এখনো করোনা শেষ হয়ে যায়নি। এমতাবস্থায় জীবনরক্ষাকারী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি করা মানে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এক লাফে দ্বিগুণ বাড়ায় জনগণের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে, সাধারণ মানুষের পক্ষে ওষুধ ক্রয় করে রোগ সারানো কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে লাগামহীনভাবে দাম বাড়তে থাকলে মানুষ কুসংস্কারের দিকে ঝুঁকে পড়বে। চিকিৎসার পরিবর্তে অপচিকিৎসার চাষাবাদ শুরু হবে। ওষুধ নিয়ে বাণিজ্যের শেষ নেই। যেমন- ওষুধের গায়ে দাম লেখা থাকে না, ওষুধের মেয়াদ স্পষ্ট করে লেখা থাকে না, নকল ও ভেজাল ওষুধের দৌরাত্ম্য কমছে না, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি বন্ধ হচ্ছে না। ওষুধের সঙ্কট হলেই দোকানদার ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে চোখ ওঠার ওষুধ সব দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু দোকানে পাওয়া গেলেও চড়া দাম দিয়ে কিনতে হয়। সব ব্যবসায়ী অসৎ তা আমি বলছি না; কিন্তু অসৎ ব্যবসায়ীর কারণে পুরো ওষুধ বাণিজ্যের ওপর কালিমা লেপন হচ্ছে।

দেশের প্রায় দেড় হাজার জেনেরিকের (শ্রেণীগত বা জাতীয়) ২৭ হাজারের বেশি ব্র্যান্ডের ওষুধ তৈরি হয়। সরকার ১১৭টি ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করলেও বাকি সব নিয়ন্ত্রণ করে ওষুধ কোম্পানিগুলো। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। ২০১৫ সালে কয়েকটি ব্র্যান্ডের ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছিল; কিন্তু এবার প্রায় সাত বছর পর আবারো বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার প্যারাসিটামলের দাম ৫০ থেকে শতভাগ বাড়ানো হয়েছে। ৪০ টাকার এমোক্সিসিলিনের দাম ৭০ টাকা করা হয়েছে। ৯ টাকার নাকের ড্রপের দাম বাড়িয়ে ১৮ টাকা করা হয়েছে। কোনো কোনো ওষুধের দাম ৯৯ থেকে ১৩২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে প্যারাসিটামল, রক্তচাপ, হৃদরোগ, ব্যথানাশক ও গ্যাসের সমস্যার নিয়মিত ওষুধগুলোর দাম ৫০ থেকে ১৩৪ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। অর্থাৎ কিছু ওষুধের দাম দ্বিগুণ ছাড়িয়েছে। অথচ দেশে এমন বহু রোগী আছে, যাদের মাসে তিন থেকে চার হাজার টাকার ওষুধ লাগে। ওইসব রোগী কীভাবে ওষুধের ব্যয় মেটাবে? এ ব্যাপারে সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকা অনুসারে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা বড় করতে পারে। এমনকি মূল্য নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়াতে পারে।

বিশ্বের অনেক দেশে সরকার ওষুধের দাম নির্ধারণ করে দেয়; কিন্তু আমাদের দেশে সরকারের চেয়ে কোম্পানিগুলো বেশি ওষুধের দাম নির্ধারণ করে থাকে। অথচ এ নিয়ম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিপন্থী। ১৯৮২ সালের ওষুধ নীতিমালা অনুসারে সরকারই দাম নির্ধারণ করত। কিন্তু ১৯৯৪ সালে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর ১৭ শতাংশ ওষুধের দাম নিজেরা নির্ধারণ করে এবং বাকি ৮৩ শতাংশ ওষুধের দাম কোম্পানির ওপর ছেড়ে দেয়। এরপর থেকেই ওষুধের দাম বাড়ানো নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলা হয়। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাষ্য হচ্ছে- কাঁচামাল, প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল, পরিবহন ও ডিস্ট্রিবিউশন ব্যয়, ডলারের বিনিময়মূল্য, ভ্যাটসহ নানা কারণেই ওষুধ উৎপাদনব্যয় বেড়েছে। কিন্তু ওষুধ তো অন্য দশটি পণ্যের মতো নয়। ওষুধের বাড়তি দাম জনগণের ওপরে আরো চাপ বাড়াবে। জীবনরক্ষাকারী ওষুধের দাম বেসরকারি মার্কেটের ওপর ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। দামের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। সরকার অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম নির্ধারণ করে দিতে পারে, যেন অতিরিক্ত দামে কেউ ওষুধ বিক্রি করতে না পারে। তা ছাড়া সরকার নিজেই ওষুধ উৎপাদন করে অল্প দামে জনসাধারণের কাছে সরবরাহ করতে পারে। এ ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলে ওষুধের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের মধ্যে রাখা সম্ভব।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি

অধ্যাপক এ বি এম ফজলুল করীম

পাকিস্তান আমলে এ জনপদের শিক্ষার্থীরা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশেষ করে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ১৯৫২ সালের জনগণের ভাষার অধিকার আদায়ে, ঊনসত্তরে গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং নব্বইয়ের গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধীরে ধীরে অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেভেন মার্ডারের মতো ঘটনাসহ অসংখ্য অনৈতিক ঘটনা ঘটে যা অনাকাক্সিক্ষত ও দুঃখ-জনক। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনতি, সেশনজট, চাঁদাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব, টেন্ডারবাজি, ছাত্রী নির্যাতসহ নানা অনৈতিক ঘটনা ঘটতে থাকে।

এ পরিস্থিতিতে দেশের অবস্থাপন্ন অভিভাবকদের মেধাবী সন্তানরা উচ্চ শিক্ষায় বিদেশে পাড়ি জমাতে শুরু করেন। ফলে দেশ আস্তে আস্তে মেধাশূন্য হতে থাকে। এ পর্যায়ে দেশের চিন্তাশীল ধনাঢ্য ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদদের উদ্যোগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯৯২ সাল থেকে দেশে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সব উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু থেকে ছাত্ররাজনীতি না থাকায় সেশ-নজটমুক্ত অবস্থায় শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। শিক্ষার সুন্দর পরিবেশে বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা শেষ করার সুযোগ পাচ্ছেন। তারা যথাসময়ে উত্তীর্ণ হয়ে দেশ ও জাতীর উন্নয়নে ভূমিকা পালনের অবকাশ পাচ্ছেন।

তবে ২০২২ সালের ১৭ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও মালিকদের সাথে বৈঠকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ছাত্ররাজনীতির দাবি জানানো হয়। এর কিছু দিন পর রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ২০২২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বার্ষিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতি হওয়ায় সচেতন মহলে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে দিয়ে সরকারের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের দিয়ে পুনর্গঠন করায় এ উদ্বেগের মাত্রা আরো বেড়েছে। একইভাবে এর আগে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির কার্যক্রম শুরু হওয়ার ঘোষণায় ভীতি প্রকাশ করেছেন এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি শুরু হওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ শিক্ষাবিদরা অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির কারণে হিংসা-প্রতিহিংসা, হামলা, খুন, চাঁদাবাজি, ছাত্রী নির্যাতসহ এসব নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এতে করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজ-নীতি চালু হলে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ছাত্ররাজনীতি চালু হয় তাহলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকরা ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির সুযোগ না দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ভিসিদের ইমেইল করেছেন। এমন অভিভাবকের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সংগঠন বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি।

শুরুতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতো। ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা হয়। দেশে মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে ১০৯টির। এর মধ্যে ১০৩টির কার্যক্রম বর্তমানে চলমান ও বাকিগুলো নতুন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে চলে।

শুরুতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতো। ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা হয়। দেশে মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে ১০৯টির। এর মধ্যে ১০৩টির কার্যক্রম বর্তমানে চলমান ও বাকিগুলো নতুন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে চলে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর ১৪ (১) ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের কমিটি গঠনের বিষয়ে বলা আছে। এ আইনের ১৪ (২) ধারা অনুসারে, আইনে উল্লিখিত কমিটিগুলোর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য যেকোনো কমিটি গঠন করতে গেলে চ্যান্সেলরের অনুমতি নিতে বলা হয়েছে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির পক্ষেও মত আছে। তাদের বক্তব্য- পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ ও আদর্শ অনুকরণীয় ছাত্ররাজনীতি থাকতে অসুবিধা কোথায়? শিক্ষার্থীদের ও মেধার নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ, তাদের যুক্তিসঙ্গত দাবি আদায় ইত্যাদি এবং সংগঠন করার দক্ষতা, একাডেমিক মেধার বিকাশ হলে তা পরবর্তী জীবনে ব্যাপকভাবে কাজে লাগে। গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনো রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি। তিনি বলেছেন, ছাত্ররাজনীতি করা ছাত্রদের অধিকার।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন- দলীয় ছাত্ররাজনীতি কীভাবে হবে? আর হলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কি থাকবে না? এ দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্যেও বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি যারা করবেন, সেসব শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। তবে দলীয় রাজনীতির নামে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা না হয়। যদি ইতিবাচক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে, আমাদের কাছে মনে হয় না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিক থেকে কোনো আপত্তি থাকার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির লক্ষ্য যদি হয় ছাত্রদের স্বার্থরক্ষা করা, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ছাত্র নেতারা নিজেদের এবং শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা, তবে সে ধরনের ছাত্ররাজনীতি অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা দরকার। আশা করা যায়, এমন ছাত্ররাজনীতিতে কল্যাণ বয়ে আনবে। এ রকম ছাত্ররাজনীতি চর্চা সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হলে শিক্ষার্থীরা যেমন রাজনীতি সচেতন হবেন, অন্য দিকে অভিভাবকদের মধ্যে থাকা শঙ্কা দূর হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে কোনো অছাত্র যেন ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে ও কর্মী হিসেবে আসতে না পারেন সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান ছাত্ররাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন অনুপ্রবেশ করায় অনৈতিক ও অবৈধ কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে হয়। তা ছাড়া তারা যদি লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির চর্চা করেন, তাহলে ওই ছাত্ররাজনীতি কখনো কল্যাণকর হবে না। তা সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানেই হোক না কেন। কারণ সন্ত্রাস, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের রাজ-নীতিতে রক্ত ঝরে, লাশ পড়ে, মায়ের বুক খালি হয়। এ ধরনের ছাত্ররাজনীতি দেশ ও জাতীর জন্য এখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠনের কমিটি ঘোষণা করায় যে বেশির ভাগ ছাত্র-শিক্ষক-অভি-ভাবক সবাই ক্ষুব্ধ, হতাশ ও মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন তা সহজে অনুমেয়। এতে করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মিছিল, মিটিং, হানাহানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মারামারি, খুনখারাবি, ছাত্রী নির্যাতন ইত্যাদি শুরু হওয়ার আশঙ্কা শতভাগ। ক্লাস ঠিকমতো হবে না, সময়মতো পরীক্ষা নিতে পারবে না, সেশনজট শুরু হবে এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অভিভাবকরাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই এমনটি হওয়া মোটেই ঠিক নয় বলে একটি জনমত রয়েছে। তা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

স্মরণযোগ্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের সেঞ্চুরি করে এক ছাত্র নেতার উল্লাস- তার বিচার না হওয়া ও সাম্প্রতিককালে ইডেন মহিলা কলেজের ঘটনা, সিলেটের এমসি কলেজের ঘটনাসহ দেশের বেশির ভাগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ছাত্ররাজনীতির নামে অপরাজনীতি। যা দেশের ও জাতীর জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। তাই এমন ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা দরকার।

প্রশ্ন হলো- ছাত্ররাজনীতিবিহীন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি দেশের রাজনীতির ব্যাপারে অজ্ঞ-উদাসীন থাকবেন? এর জবাব এককথায় দেয়া সম্ভব নয়। তবে বলা যায়, এতদিন ধরে কি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের রাজনীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন? বাস্তবতা মোটেই তা কিন্তু নয়। তারা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচল রেখে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজনীতির চর্চা করে আসছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে বর্ষভিত্তিক ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে তাদের জন্য কমিটি প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধান করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাও করা যেতে পারে। তবে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠন করার অনুমতি দেয়া আদৌ ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে শতবার ভাবতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির অনুমতি দিলে সেখানেও যে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হবে না, অরাজকতার সৃষ্টি হবে না, সেই গ্যারান্টি কে দেবে। তবে ছাত্র সংগঠনগুলো যদি মেধার বিকাশ, শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি আদায় ও আদর্শ মানুষ হওয়ার কর্মসূচিসহ ছাত্ররাজ-নীতি করে, তাহলে জাতি ও দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। এমন ছাত্ররাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করার কিছু নেই।

তাই দলীয়ভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে একটি সুচিন্তিত নীতিমালা জাতীয়ভাবে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। যাতে করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন। ছাত্ররাজনীতি নয়; বরং অপছাত্ররাজনীতি চিরতরে বন্ধ হয়। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে আসুক আদর্শিক ছাত্ররাজনীতি এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। আবরার হত্যার পর আবেগের প্রবল ঢেউয়ে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই আবেগের ঢেউ থেমে গেলে, বুয়েটেও সুস্থ ও আদর্শিক ছাত্ররাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হোক। সবশেষে বলা যায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও আদর্শিক ও সুস্থ গণতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতি শুরু করা যেতে পারে। তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। হ

লেখক: সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে

আব্দুল বায়েস

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পৃথিবী এখন এক ক্রান্তিকালে। মূলত এই যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতির ঊর্ধ্বগামী যাত্রা বন্ধ না হলেও বেশ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য ও সেবার মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে মূল্যস্ফীতি প্রায় দুই অঙ্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি কিংবা চেরাগ বাতি ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বেশ জোরেশোরেই প্রচারিত হচ্ছে।

অর্থনীতির চাহিদাসংক্রান্ত আলোচনায় প্রত্যাশা (ঊীঢ়রপ-ধঃরড়হং)) এবং ভয় (চধহরপ))–এ দুইয়ের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা আছে, যা বর্তমান নিবন্ধের ছোট পরিসরে স্থান দেওয়া গেল না। তবে অন্যতম আলোচিত একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের নিবন্ধ; ভবিষ্যতে অন্যান্য ইস্যু আনার চেষ্টা করা হবে। বলে রাখা ভালো যে সংকট নিপাতনে এরই মধ্যে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শ্রীলঙ্কার মতো খাদের কিনারে নিতে পারেনি। যদিও আরো অনেক কিছু করার বাকি রয়েছে।

ধরা যাক বাংলাদেশের বিদেশি দেনা-পাওনা কিংবা ডলার সংকটের বিষয়টি। বাংলাদেশের বহিস্থ ঋণ পরিস্থিতি এবং লাজুকতা (uvlnerabilities) নিয়ে পেশাজীবী মহলে ব্যাপক উদ্বেগ লক্ষণীয়; ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনায় ভাসছে দেশটি। প্রথমত, শ্রীলঙ্কার অতি সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত, ২০২২ অর্থবছরের বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে চলতি হিসাবের স্ফীত ঘাটতি এই উৎকণ্ঠাকে আরো বেশি করে উসকে দিয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই যে চলতি হিসাবে নজিরবিহীন ঘাটতি এরই মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছে, স্বল্পমেয়াদি ধার বৃদ্ধি করেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ব্যাপক ধস নামিয়ে এনেছে। এই নাজুকতাকে অনেকে লেনদেনের ভারসাম্যে উদীয়মান ঝুঁকি এবং বহিস্থ ঋণের ওপর বিরূপ প্রভাব বলে ভাবছেন। আবার এ-ও মনে করা হচ্ছে যে অবকাঠামো মেগাপ্রকল্পগুলোর জন্য নেওয়া ধারদেনা পরিশোধ করতে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার হারে অতিরিক্ত চাপ অবস্থা আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই বিতর্ক যেমন প্রাসঙ্গিক, প্রত্যাশিত এবং বিশেষত এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয়, তেমনি মনে রাখতে হবে যে চলমান পরিস্থিতির অবাস্তব এবং খেয়ালি পর্যালোচনা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে; আলোচনা-সমালোচনার ভিত্তি হতে হবে নির্ভরযোগ্য উপাত্ত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ। আমরা যেন অনুমানের ওপর ভর করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা উপস-ংহারে উপনীত না হই। এমন একটা সময়ে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভাইস চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমেদ পরিপুষ্ট তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতির সারমর্ম নিয়ে হাজির হলেন, যেমন–বহিস্থ ঋণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং মূলগত বিষয় এবং বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ, যা পাঠকের প্রয়োজনে তুলে ধরা হলো (পিআর-আই ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২)। আবার তাঁর এই উপস্থাপনা, যা হুবহু অনুবাদকৃত–সরকারকেও সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীলকরণে উত্তম পন্থাটি বেছে নিতে সাহায্য করতে পারে।

প্রথাগতভাবে বাংলাদেশ তার বহিস্থ ঋণ বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলেছে। চলতি হিসাবে হয় উদ্বৃত্ত, নয় নিম্ন ঘাটতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে; বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রয়োজন মোকাবেলায় বাংলাদেশ মূলত নির্ভর করেছে সরকার অর্থায়িত কম খরচে মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ; স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবহার ছিল সামান্য। তৈরি পোশাক আর জনরপ্তানি সহযোগে বাংলাদেশের স্বল্প ও দীর্ঘকালীন বহিস্থ ঋণ নির্দেশকগুলোর অবস্থা স্বস্তিদায়ক।

কভিড-১৯-এর আবির্ভাব রপ্তানি আয় হ্রাস করে বাংলাদেশের বহিঃ খাতে সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে খুব দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হয়। গবেষক ড. সাদিক বলছেন, ২০২১ অর্থবছরে লেনদেনের ভারসাম্য এবং বহিস্থ ঋণ নির্দেশক স্বস্তিদায়ক সীমানায় অবস্থান নিয়েছিল। যেমন–দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সওয়া নির্দেশক, জিডিপি ঋণের অনুপাত, রপ্তানি ঋণ অনুপাত, রপ্তানির অংশ হিসেবে ঋণ ইত্যাদি স্বস্তিদায়ক জোনে ছিল। স্বল্পকালীন ঋণ নিয়ে সমস্যা তেমন ছিল না, অর্থাৎ সুবিবেচক মাত্রায় ছিল।

২০২২ সালের মার্চ থেকে মূলত ইউক্রেন যুদ্ধতাড়িত মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের বহিস্থ খাতে কিছুটা গভীর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে, যার নমুনা আমদানির আকাশচুম্বী মূল্য। বাংলাদেশের বিনিময় হার খুব দ্রুত মান হারায়, যেহেতু ডলারের অতিরিক্ত চাহিদা এবং তার সঙ্গে বৈশ্বিক বাজারে ডলারের উঁচু মূল্য টাকার অঙ্কে ডলারের দাম ওপরের দিকে উসকে দেয়। আমদানি স্ফীতির জন্য ২০২২ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি দাঁড়ায় নজির-বিহীন ১৮.৭ বিলিয়ন ডলার। এই পর্বতপ্রমাণ ঘাটতি মেটাতে একদিকে স্বল্পমেয়াদি ধার নিতে হয়, অন্যদিকে বড় মাপের রিজার্ভ হাতছাড়া হতে থাকে।

এসব পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব হিসেবে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নির্দেশকের তীক্ষ অবনতি ঘটে। যেমন–স্বল্পকালীন ঋণ পরিশোধ অনুপাত অর্থবছর ২০২১-এর ৩০ শতাংশ থেকে অর্থবছর ২০২২ সালে ৫০ শতাংশে ওঠে। অন্যদিকে স্বল্পকালীন ঋণ এবং চলমান ঘাটতি রিজার্ভ অবনতির দিকে ধাবিত হয়। ৩৮ শতাংশ থেকে ৯৪ শতাংশে চলে যায়! যাই হোক, মধ্যম থেকে দীর্ঘকালীন ঋণজনিত নির্দেশক স্বস্তিদায়ক সীমানার ভেতরেই ছিল। বর্তমান ঋণজনিত অবস্থা কতটুকু নাজুক? গবেষকরা মনে করছেন, রপ্তানি যদি স্থিতিশীল থাকে, তাহলে মধ্যম থেকে দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। প্রক্ষেপণ বলে দেয় যে মধ্যম থেকে দীর্ঘকালীন টেকসই ঋণ নির্দেশক পরিণামদর্শী মাত্রার মধ্যে থাকে। সময় আসছে কিছু বড় প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের। যেমন–রূপপুর আণবিক শক্তি প্লান্ট, পদ্মা সেতু রেল লিংক ও কর্ণফুলী টানেল। এর পরও স্বস্তিদায়ক অবস্থান অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

তবে স্বল্পকালীন ঝুঁকি ঋণ অবস্থা বেশ দুরূহ এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে ২০২২ সালে এসে স্বল্পকালীন ঋণ নির্দেশকগুলোর বেশ দ্রুত অবনতি হতে থাকে, যা ওল্টানো এবং স্থিতিশীল করা উচিত। যদিও এরা সতর্ক নিয়মের মধ্যে রয়েছে (অনুপাত ১-এর নিচে), ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির সৃষ্ট অনিশ্চয়তার মুখে বাংলাদেশের উচিত হবে আরো পতনের আগে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা করা এবং চলতি হিসাব ঘাটতি এখনই কমিয়ে আনা।

প্রধান নীতি সংস্কারের মধ্যে রয়েছে সব লেনদেনের জন্য তথা আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের জন্য বাজারের চাহিদা-জোগানভিত্তিক একই বিনিময় হার নির্ধারণ, রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের ওপর থেকে সব ভর্তুকি উঠিয়ে দেওয়া, সুদের হার অবমুক্ত করা, রাজস্ব আহরণ বেগবান করার লক্ষ্যে কর ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, রাষ্ট্রীয় কলকারখানায় ক্রিয়াশীল ভর্তুকি তুলে দেওয়া এবং সম্পদের জন্য একটা মুনাফাসম প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি।

মোটকথা রাজস্ব, মুদ্রা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির ন্যায্য ব্যবস্থাপনা চলমান সংকটে সাহায্য করতে পারে। যে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা যথা ডলারের দাম আকাশচুম্বী অথচ বিদেশগামী উড়োজাহাজের বিজনেস কিংবা ফার্স্ট ক্লাসে একটা সিটও ফাঁকা থাকে না, সেই দেশে আরো কঠোর অবস্থান দরকার; দরকার অর্থপাচার বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ।

লেখক: সাবেক উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

রাষ্ট্রচিন্তা : সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক বিবর্তন



বদরুদ্দীন উমর

মুক্তচিন্তার কথা অনেক বলা হয়। বাস্তবত দেখা যায়, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁদের অধিকাংশেরই মুক্তচিন্তা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। বাংলাদেশে ঐতিহাসিক কারণেই এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যাতে মুক্তচিন্তা বলতে সাধারণত বোঝায় ধর্মীয় চিন্তা থেকে মুক্ত চিন্তা। প্রগতিশীল ব্যক্তি বলতে বোঝায় অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। কিন্তু ধর্মীয় চিন্তা করেন না এমন ব্যক্তিমাত্রকেই মুক্ত চিন্তক বলা যাবে না। অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিমাত্রকেই বলা যাবে না প্রগতিশীল। ধর্মীয় চিন্তা করে না, এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা ঘোরতর অপরাধী। অনেক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি আছে যারা ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল। অনেকে মনে করেন, নাস্তিকতা এবং মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীলতা সমার্থক। তা একেবারেই নয়। হিটলারের মতো মারাত্মক ফ্যাসিস্ট ক্রিমিনাল নাস্তিক ছিল। অনেক নিকৃষ্ট পুঁজিবাদী শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ী অসাম্প্রদায়িক। নাস্তিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আত্মন্তিকভাবে প্রগতিশীলতার কোনো উপাদান নেই। এ কারণে একজন নাস্তিক বা অসাম্প্রদায়িক হলেই তাকে মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীলতার ধারক-বাহক মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই।

বাংলাদেশের সমাজভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি অপসারিত হলেও এবং তার ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে তা অকার্যকর হলেও অনেকের চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা এখনও টিকে আছে। এটাই স্বাভাবিক। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেকের চিন্তা-ভাবনায় সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব থাকবে; যেমন থাকবে ধর্মের অস্তিত্ব। কারণ ঐতিহাসিকভাবে মানুষের চিন্তা যেভাবে গঠিত হয়, তার অনেক কিছুর পরিবর্তন দ্রুত হয় না। সমাজের ভিত্তিভূমিতে যে পরিবর্তন হয়, তার সঙ্গে তাল রেখে উপরিকাঠামোর সবকিছু পরিবর্তিত হয় না। কাজেই বাস্তব ক্ষেত্রে পুরোনো চিন্তা-কাঠামোর কোনো কার্যকারিতা না থাকলেও তা সবার চিন্তায় অস্তিত্বহীন হয় না। পুরোনো চিন্তা এভাবে যাঁদের চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখে, তাঁদেরই বলা হয় রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতা যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তা নয়। সব ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রেই রক্ষণশীলতার দেখা মেলে।

একজন মুক্তচিন্তার মানুষ ধর্মীয় চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু শুধু ধর্মীয় গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেই কোনো মানুষকে মুক্তচিন্তার অধিকারী বলা চলে না। কারণ মানুষ ধর্মীয় চিন্তার বাইরেও অনেক ভ্রান্ত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকতে পারে। মুক্তচিন্তার অর্থ হলো, সব রকম অবাস্তব এবং অযৌক্তিক চিন্তার বাইরে থাকা। সাম্প্রদায়িকতা ছাড়াও অন্য অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা একজন চালিত হতে পারে। কাজেই শুধু সাম্প্রদায়িক চিন্তামুক্ত হলেই কোনো ব্যক্তিকে প্রগতিশীল বলা চলে না।

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে ১৬-১৭ শতকে যাঁরা পথ ভাঙার কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন ব্রিটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন। দর্শনকে অনেক পুরোনো শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি চার প্রতিবন্ধকের কথা বলেছিলেন এবং সেই সঙ্গে এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে তিনি মূর্তি আখ্যা দিয়েছিলেন। এই মূর্তিগুলো চূর্ণ করাকেই তিনি বলেছিলেন আধুনিক চিন্তার প্রথম ধাপ। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল আইডল অব দ্য কেভ বা গুহার মূর্তি। এই গুহার মূর্তির পূজা করা বা তার অধীন থাকার অর্থ ছিল অতীত থেকে প্রাপ্ত চিন্তার কাঠামোর মধ্যে বন্দি থাকা।

চিন্তাক্ষেত্রে অন্য এক প্রতিবন্ধককে তিনি বলেছিলেন আইডল অব দ্য মার্কেটপ্লেস বা বাজারের মূর্তি। বাজারের এই মূর্তির অর্থ হলো, অতীত থেকে চলে আসা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, যার কোনো প্রকৃত গ্রাহ্যতা আর নেই। কিন্তু সমাজের ব্যাপক মানুষ তা আঁকড়ে ধরে থাকে। কার্ল মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খন্ডের মুখবন্ধে একেই বলেছিলেন দ্য প্রেজুডিস অব দ্য সো-কল্ড পাবলিক অপিনিয়ন বা তথাকথিত জনমতের কুসংস্কার।

বেকন কথিত মূর্তিগুলো চিন্তাক্ষেত্রে চূর্ণ করার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হলো বাস্তব পরিস্থিতির কঠোর বিশ্লেষণ। মার্কস বৈজ্ঞানিক চিন্তার পদ্ধতি হিসেবে বিশ্লেষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এর দ্বারা যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার সতর্ক মূল্যায়নের কথা তিনি বলেছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এসব কথা বলার প্রয়োজন হলো এ জন্য যে, সাধারণভাবে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, তাঁদের বিপুল অধিকাংশই মনে করেন, অসাম্প্রদায়িকতাই প্রগতিশীলতার সর্বোচ্চ রূপ। এ চিন্তা যে ভ্রান্ত, তা আগেই বলা হয়েছে।

গুহার মূর্তির পূজার অর্থ হলো, আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী যাঁরা, তাঁরা অনেকে এভাবেই নিজেদের অগোচরে অতীতের খুঁটিতে বাঁধা থাকেন। এ জন্য ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে ছিল, তাঁরা বর্তমান পর্যায়েও সাম্প্রদায়িকতার অবস্থানকে সেভাবেই দেখেন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে বর্তমান পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও সাম্প্রদায়িক বিবর্তন যেভাবে ঘটেছে, সেটা অনুধাবন করতে তাঁরা অক্ষম। কাজেই ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িকতা সমাজে যেভাবে ছিল; তাঁরা মনে করেন, সাম্প্রদায়িকতা এখনও একইভাবে আছে। মানুষের চিন্তা, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা কোনো কিছুই যে স্থায়ী, স্থির ও অপরিবর্তনীয় নয়- এ বিষয়ে তাঁদের কোনো চেতনা ও ধারণা নেই।

সাম্প্রদায়িকতা বলতে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে চিন্তা ও তৎপরতা দেখা যায়, ভারতে তার সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বীর মধ্যেও বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ ইতিহাসে এক প্রাচীন ব্যাপার। কিন্তু আগে কোনো দেশে কেউ তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়নি। সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত উনিশ শতকের ভারতে হলেও তখনও সাম্প্রদায়িক শব্দটির কোনো প্রচলন হয়নি। ভারতে সেটা হয়েছে বিশ শতকে। বলা চলে, ব্রিটিশরাই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা বলতে দুই বা ততোধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বোঝালেও মূলত তার চরিত্র রাজনৈতিক। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা একটি রাজনৈতিক বর্গ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল, সেটা এক পরিচিত ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসনে যে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল; মুসলমানরা তার সুযোগ গ্রহণ করেনি, যেভাবে তা হিন্দুরা গ্রহণ করেছিল। এভাবে ব্রিটিশ শাসনের মধ্য থেকে তাদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ না করায় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় চাকরিসহ অন্যান্য যে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো মুসলমানরা ব্যবহার করতে পারেনি। এ জন্য আর্থিক দিক দিয়েও তারা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে হিন্দুরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা না করে তার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করায় শিক্ষা, ধন-সম্পদ, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের থেকে অনেক অগ্রসর হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে মুসলমানরা যখন এই বৈষম্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মুসলমানরা সমাজে হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে অগ্রসর হওয়ার তাগিদ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ প্রশাসনও মুসলমানদের অবস্থানের উন্নতির নীতি গ্রহণ করে। এর অর্থ দাঁড়ায়, ব্রিটিশ শাসনে এত দিন চাকরিসহ অন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা একচেটিয়াভাবে হিন্দুরা ভোগ করত, তাতে মুসলমানদের ভাগ বসানো। এটা স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীদের কাছে একেবারে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এভাবেই ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যা ভারতের ইতিহাসে আগে কোনোদিন ছিল না। এই দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম।

উনিশ শতকে এভাবে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তার কোনো রাজনৈতিক দিক ছিল না। কিন্তু সেটা না থাকলেও পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িকতা একটি রাজনৈতিক বর্গ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সূত্রপাত এই সময় ঘটে। উনিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা নামে হিন্দুদের এক সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করেন। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্ম হলেও তিনি ছিলেন এই সম্মিলনীর একজন উদ্যোক্তা। শুধু তাই নয়, তিনি দাবি করেছিলেন, তিনিই ছিলেন এই সম্মিলনীর প্রেরণাদাতা। এই সম্মিলনীতেই সর্বপ্রথম এক ঘোষণায় বলা হয়, ভারতে হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। ভ্রূণ অবস্থায় হলেও এটাই ছিল ভারতের রাজনীতিতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রায়ন।

ব্রিটিশ শাসনে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য মুসলমানদের মধ্যে যে সচেতনতা দেখা দেয় এবং প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হয়, এটা ছিল তারই বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া। মুসলমানরা নিজেদের অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে ওপরে তোলার যে চেষ্টা শুরু করেছিল সীমিত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে; হিন্দুরা তার মধ্যে নিজেদের অংশ কমে যাওয়া ও নিজেদের স্বার্থ খর্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখেছিল। যদিও তারা সব দিক দিয়েই মুসলমানদের থেকে এতটা এগিয়ে ছিল, যাতে মুসলমানরা কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও তাদের বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তখনকার বিদ্যমান অবস্থা যা হোক, ভবিষ্যত্যের দিকে তাকিয়ে তারা মুসলমানদের অগ্রগতি ঠেকানো প্রয়োজন মনে করেছিল। এভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও উনিশ শতকে সেটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ছিল না, যদিও স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমানদের একাংশ তাতে যোগদান থেকে বিরত ছিল।

সাম্প্রদায়িকতা বলতে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে চিন্তা ও তৎপরতা দেখা যায়, ভারতে তার সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বীর মধ্যেও বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ ইতিহাসে এক প্রাচীন ব্যাপার। কিন্তু আগে কোনো দেশে কেউ তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়নি। সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত উনিশ শতকের ভারতে হলেও তখনও সাম্প্রদায়িক শব্দটির কোনো প্রচলন হয়নি। ভারতে সেটা হয়েছে বিশ শতকে। বলা চলে, ব্রিটিশরাই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা বলতে দুই বা ততোধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বোঝালেও মূলত তার চরিত্র রাজনৈতিক।

বিশ শতকের গোড়াতেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উপরোল্লিখিত দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করতে শুরু করে এবং একটি রাজনৈতিক বর্গ হিসেবে আবির্ভাব হয় সাম্প্রদায়িকতার। এই পরিবর্তনের জন্য কলকাঠি নেড়ে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শর্ত সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগেই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগেই ১৯০৬ সালে গঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ। ১৮৮৫ সালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শর্ত তৈরি হয়নি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধিতাকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত করে ভারতীয়দের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাদের রাজনীতিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সহজ ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস-লীগের মধ্যে একটা মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। এ জন্য দেখা যায়, সে সময় একজন একই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্য। জিন্নাহ ও ফজলুল হক উভয়েই ছিলেন একই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতা।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৯২০ সালে কংগ্রেসের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর। তিলক কংগ্রেস নেতা হলেও উনিশ শতক থেকেই তিনি ছিলেন ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একজন প্রবক্তা। কিন্তু তাঁর এই অবস্থানের বিশেষ প্রভাব কংগ্রেস অথবা ভারতের রাজনীতিতে ছিল না। তৎকালীন পরিস্থিতির কারণেই তা সম্ভব হয়নি।

গান্ধী কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতায় পরিণত হওয়ার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্য শ্রেণির মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন। খেলাফত আন্দোলন কোনো প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছিল না। তার সঙ্গে ভারতের হিন্দু-মুসলমান স্বার্থের টানাটানিরও কোনো ব্যাপার ছিল না। গান্ধী এই আন্দোলন সমর্থন করার মাধ্যমে রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন শেষ হওয়ার পরই ভারতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রথম বড় ধরনের অবনতি ঘটে। অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে জিন্নাহ খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেননি এবং মুসলিম লীগকে তার থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ খেলাফত আন্দোলন সমর্থন করে। তাতে যোগ দেওয়ার পর তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে ইংল্যান্ডে চলে যান। বাংলার কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন কংগ্রেসের ইতিহাসে উচ্চ পর্যায়ের একমাত্র নেতা, যিনি মুসলমানদের পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে টেনে তুলে হিন্দুদের সমকক্ষ করার জন্য চাকরি ইত্যাদিতে তাদের বেশি সুবিধাদানের প্রস্তাব করেছিলেন। গান্ধী তাঁর প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করেন। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়। বলা চলে, ১৯২০-এর দশকের এই পর্যায় থেকে ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ শুরু। খেলাফত আন্দোলন সমর্থন করা সত্ত্বেও পিছিয়ে থাকা মুসলমানদের এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা গান্ধীর অপছন্দ ছিল। তাঁর সাম্প্রদায়িক অবস্থান এ সময় থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দ্রুত বিকাশ ঘটাতে শুরু করে। মতিলাল নেহরুর মতো নেতারা এ ক্ষেত্রে গান্ধীর সঙ্গে যুক্ত হন। সেই অবস্থায় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এক যৌথ কনভেনশন এবং সর্বদলীয় কনভেনশনে জিন্নাহ পিছিয়ে থাকা মুসলমানদের অগ্রসর হওয়ার জন্য ১৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। কংগ্রেসের নেতা তেজ বাহাদুর সাপ্রু সে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি জয়াকার জিন্নাহর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং মতিলাল নেহরু ১৪ দফার প্রতিটি দফা নাকচ করে বক্তৃতা দেন। প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা নাকচ হয়ে যায়। এই পরাজয় জিন্নাহর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। তাঁর কাছে এটা ছিল হিন্দু ও মুসলমানের পথ পৃথক হয়ে যাওয়া। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান হয়। প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহর রাজনীতির এই মোড় পরিবর্তন এবং অসাম্প্রদায়িক অবস্থান ভেঙে পড়া ছিল কংগ্রেস রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণেরই প্রত্যক্ষ ফল। জিন্নাহ শ্রমজীবী জনগণের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভারতের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির; বিশেষত উচ্চ শ্রেণির জমিদার, শিল্প ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতিনিধি। সেই পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক লাইনে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে ব্যাপকভাবে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা ছাড়া অন্য কোনো পথ তাঁর জন্য খোলা ছিল না।

তিরিশের দশকে কংগ্রেস শুধু মুসলমান স্বার্থবিরোধীই নয়; নিরঙ্কুশভাবে কিছু উচ্চ শ্রেণির হিন্দু পুঁজিবাদী, জমিদার এবং ভূমি মালিকদের দল হিসেবে সংহত হয়। তার প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র এমন স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হয়; পূর্বে কমিউনিস্ট, এম.এন. রায়ের দল, কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নামে পরিচিত লোকজন এবং সব ধরনের গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি, যাঁরা এতদিন কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত ছিলেন তাঁরা সবাই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তপশিলি ও নিম্নবর্ণের হিন্দু স্বার্থের চরম বিরোধিতা করায় আম্বেদকর গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমনকি সুভাষ বোসের পক্ষেও কংগ্রেসে থাকা অসম্ভব হয়। তিনি গঠন করেন পৃথক রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হয় পাকিস্তান প্রস্তাব; ভারতকে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বিভক্ত করে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা। এই লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার পর ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমান জনগণের ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির সব সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক অবস্থানের এক মেলবন্ধন দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতবর্ষকে নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে রাখা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না উপনিবেশগুলোর জনগণের প্রবল স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে। আসলে ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হয়ে তখন এক নয়া-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সূচনা হচ্ছিল; যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নানা ধরনের পরোক্ষ কলকাঠির মাধ্যমে তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করছিল। এই তাগিদ থেকেই ব্রিটিশ সরকার যত দ্রুত সম্ভব ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। (চলবে)

লেখক: লেখক ও তাত্ত্বিক; সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

ঘরে-বাইরে মহাসংকটে মিয়ানমার জান্তা

ড. দেলোয়ার হোসেন

সামগ্রিক ক্ষমতা পাকাপোক্তকরণ ও সামরিক শাসনকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসে। তারা ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে, যা তাদেরই তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৬২ সাল থেকে দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও অধিক সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থেকে সামরিক জান্তা রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার বিস্তার ঘটায়। নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে শুরু করে হত্যা ও ধর্ষণসহ এমন কোনো অপরাধ নেই যা সামরিক জান্তা করেনি।

পরবর্তীকালে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সালে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) জোট ক্ষমতায় আসার মাধ্যমে দেশটিতে গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখন থেকে সামরিক জান্তা ও এনএলডি ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে যৌথভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছিল।

এমনকি সু চি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বর্বর ও নৃশংস কার্যকলাপের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। এই এক দশক এনএলডি ক্ষমতায় থাকলেও কার্যত সামরিক জান্তাই ছিল সর্বেসর্বা। সাংবিধানিক আইনে সংসদে সামরিক বাহিনীর জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এবং স্বরাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও সীমান্ত নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখার মাধ্যমে জান্তা তার ক্ষমতা আরও সুসংহত করে।

কিন্তু ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সামরিক জান্তা ও এনএলডির মধ্যকার সম্পর্কে পরিবর্তন আনে। বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে জান্তার ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণের পথ রুদ্ধ হবে, এটা ভেবে সামরিক জান্তা ২০২০ সালের নির্বাচনে এনএলডির জয়কে মেনে নেয়নি। তাই তারা তাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণের পথের বাধা দূর করতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়।

এককভাবে ক্ষমতা ভোগ করার জন্য জান্তার চেষ্টা ও পরিকল্পনা বেশিদিন টিকে থাকেনি। তিনটি কারণ বা বাধা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। প্রথমত, সামরিক অভ্যুত্থানের পরপরই দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও আইন অমান্য আন্দোলন সামরিক জান্তাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। প্রত্যুত্তরে জান্তা সরকার ব্যাপক দমন ও নিপীড়ন চালালেও জনগণের আন্দোলনকে থামাতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি এনএলডি গঠিত বিকল্প জাতীয় ঐক্যের সরকারের (এনইউজি) নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক কার্যক্রম ও আন্দোলনের কারণে জান্তা সরকার আরও চাপে পড়ে। প্রাথমিকভাবে এনইউজিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বেশ বেগ পেতে হলেও পরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলো মিয়ানমারের ভবিষ্যৎ হিসাবে এনইউজির ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছে।

এর ফলে জান্তার ওপর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয়ত, জান্তা সরকার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সশস্ত্র বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছে। এসব জাতিগত গোষ্ঠী এনইউজিকে সমর্থন করছে এবং অনেকেই এনইউজির সঙ্গে জোট করেছে। একই সঙ্গে এসব জাতিগত গোষ্ঠী জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিজস্ব সামরিক শক্তি তৈরি করেছে। ফলে মিয়ানমারে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় জান্তা সরকার ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

অন্যদিকে, এনইউজি তাদের কার্যক্রমকে শুধু রাজনৈতিক ফ্রন্টে সীমাবদ্ধ না রেখে সামরিক শক্তির পথ বেছে নিয়েছে। তারা সামরিক বাহিনীর সমান্তরাল হিসাবে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ) নামে একটি সামরিক কমান্ড গড়ে তুলেছে। পিডিএফ জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অন্যান্য জাতিগত ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। ফলে এই ত্রিমুখী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে জান্তা সরকার মিয়ানমারে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, দৃঢ় রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জান্তা সরকার আরাকান আর্মির মতো কিছু বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে মিলে জোট তৈরি করেছিল।

প্রথমদিকে আরাকান আর্মি জান্তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলত, কিন্তু সম্প্রতি রাখাইন রাজ্যে শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় আরাকান আর্মি নিজেদের কৌশল বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ক্রমেই তারা জান্তার বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে উঠছে এবং জান্তা সরকারও তাদেরকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখতে শুরু করেছে। সুতরাং, জান্তা সরকার সবদিক দিয়েই বিপাকে পড়েছে। সম্ভবত, তারা তাদের দীর্ঘ সামরিক শাসনকালে এত বড় সমস্যায় কখনো পড়েনি। ইতঃপূর্বে সামরিক বা রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও একই সময়ে এ দ্বিমুখী চাপের মুখে পড়েনি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে জান্তা সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ে চতুর্মুখী প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর দেশব্যাপী ব্যাপক গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও সেটি রাজনৈতিক ফ্রন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গত আগস্ট থেকে জান্তা সরকার মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে এনইউজি, পিডিএফ, জাতিগত ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর প্রতিরোধসহ জনপ্রতিরোধের মুখে পড়ছে। বিশেষ করে রাখাইনে আরাকান আর্মির প্রতিরোধের মুখে পড়ে জান্তা বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি তাদের মধ্যকার সংঘর্ষ নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের উত্তর রাখাইন, মংডু ও সিত্তওয়েসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। আরাকান আর্মির উপর্যুপরি আক্রমণে জান্তা বাহিনী অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পড়েছে। তারা ভাবেনি যুদ্ধ এতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে এবং আরাকান আর্মির কাছে তারা সামরিকভাবে পর্যুদস্ত হতে পারে। ইতোমধ্যে জান্তা বাহিনী উত্তর রাখাইনে তাদের বেশ কয়েকটি কৌশলগত ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, রসদ সরবরাহ লাইনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এবং তাদের কয়েক ডজন সৈন্য নিহত হয়েছে। আরাকান আর্মির আক্রমণে পরাজিত হয়ে জান্তা বাহিনী পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

অধিকন্তু, মিয়ানমারের সামরিক জান্তা অব্যাহতভাবে রাজনীতিক ও বেসামরিক নাগরিকদের দমন করছে। তারা নির্বিচারে হামলা ও হত্যাকান্ড চালাচ্ছে। আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে জয়ের জন্য তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করছে। কিন্তু কৌশলগতভাবে তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, মিয়ানমার ভূখন্ডের মাত্র ১৭ শতাংশ জান্তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, ৫২ শতাংশ এনইউজির অধীনে এবং বাকি অঞ্চলে কোনো দলেরই নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং ধারণা করা যায়, জান্তা মিয়ানমারে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। রাখাইনেও তারা বেশ ধরাশায়ী। এটি এখন স্পষ্ট যে, যেসব অঞ্চলে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো খুব বেশি সক্রিয়, সেসব অঞ্চলে তাদের কোনো শক্তিশালী অবস্থান নেই। এমনকি বার্মিজ ও বৌদ্ধদের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছেও জান্তা জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। তাই জান্তা নেতারা এখন নিজেদের ভবিষ্যৎ, ক্ষমতা ও দেশের সামরিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তিত।

২০২০ সালের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণটি ছিল সংবিধানের সংশোধনী, যা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সামরিক কর্তৃত্ব হ্রাস করত। ফলে জান্তা তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারাত। এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে জান্তা সরকারের ওপর কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষণীয়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত পরিবর্তনের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আসিয়ান জোট মিয়ানমারের ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে জান্তা সরকারের ব্যাপারে আসিয়ানের ভূমিকায় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানের পর আসিয়ানের প্রথম শীর্ষ বৈঠকে জান্তা সরকার আমন্ত্রণ পেলেও আঞ্চলিক জোটটি ২০২২ সালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের শীর্ষ সভায় জান্তা সরকারকে আমন্ত্রণ জানায়নি। এটি জান্তা সরকারের ক্ষেত্রে আসিয়ানের নীতিগত পরিবর্তনের বড় দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। জান্তা সরকার ও আসিয়ানের মধ্যে গৃহীত 'পাঁচ দফা ঐকমত্য' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জান্তা কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন না করায় এবং সদিচ্ছা প্রকাশে অনীহার কারণে আঞ্চলিক জোটটি মিয়ানমারের জান্তা সরকারের ওপর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা বিশ্ব মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে। পশ্চিমা অনেক দেশ এনইউজি'কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশটিতে গণতন্ত্রায়ণের জন্য এনএলডি জোটের বিকল্প সরকারকে উপযুক্ত হিসাবে বিবেচনা করছে। এছাড়াও জান্তা বাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'গণহত্যা' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় জান্তা সরকার বিপাকে পড়েছে। যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞা এবং নিহত রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহর পরিবারের সদস্যদের কানাডা সরকার কর্তৃক আশ্রয় প্রদানের ঘটনাও জান্তার ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু, মিয়ানমারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সংকোচন জান্তা সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক সমস্যায় ফেলেছে। ইইউ-এর এ সিদ্ধান্তটি ঠিক তখনই এলো, যখন জান্তা সরকার ব্যাপক দারিদ্র্য, খাদ্য সংকট ও উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ নানা অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে। পাশাপাশি আমরা দেখছি, আসিয়ান ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে ক্রমাগত যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা সম্মিলিতভাবে মিয়ানমারের জান্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সম্প্রতি জান্তা বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সীমানায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি উসকানিমূলক আচরণের প্রেক্ষাপটে আসিয়ান সদস্যভুক্ত দেশগুলো মিয়ানমারের জান্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছে।

লক্ষণীয়, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশগুলো যেমন-জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও কম্বোডিয়াও তাদের মিয়ানমার নীতিতে পরিবর্তন আনছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য তাদের তহবিলের প্রবাহ বাড়িয়েছে। আসিয়ানের বর্তমান সভাপতি দেশ হিসাবে কম্বোডিয়া জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সদস্য দেশগুলোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছে। এছাড়াও গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, এনইউজি ও আরাকান আর্মির সঙ্গে চীনের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জান্তা সরকার তার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনেরও আস্থা হারাচ্ছে। সব মিলে জান্তা সরকার শুধু মিয়ানমারের অভ্যন্তরেই তার রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে না; বহির্বিশ্বেও কূটনৈতিক চাপের মুখে পড়ছে।

এটি এখন স্পষ্ট যে, মিয়ানমারের সামরিক জান্তা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে অভ্যুত্থান করেছিল, তা তারা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। চতুর্মুখী প্রতিরোধ ও চাপে জান্তার পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে। তাদের সামনে ভয়ংকর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আগামী দিনে পরাজয়ের সংকেত বুঝতে পেরে জান্তা বেপরোয়া আচরণ করছে। সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন তারা পরাজয়বরণ করবে। তাই তারা একদিকে যেমন মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে এবং জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে সামরিকভাবে নির্মূলের জন্য নতুনভাবে আক্রমণ করছে, অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে (বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড) অবন্ধুসুলভ ও উসকানিমূলক আচরণ করছে।

জান্তার এই বিপর্যস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় এবং সংকটময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কীভাবে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা যায়, তা নিয়েই এখন ভাবতে হবে। সামনের দিনগুলোয় জান্তা সরকার হয়তো আরও বেশি আক্রমণাত্মক হবে, যখন তারা সব দিক থেকে পরাজিত হতে থাকবে। তাই আসিয়ানসহ আঞ্চলিক দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত সামরিক জান্তার ওপর চলমান কূটনৈতিক চাপ বজায় রাখা এবং নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জান্তা বাহিনীর বর্বরতা বন্ধ করা।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, সরকারি কর্ম কমিশন (প্রেষণে)

এককভাবে ক্ষমতা ভোগ করার জন্য জান্তার চেষ্টা ও পরিকল্পনা বেশিদিন টিকে থাকেনি। তিনটি কারণ বা বাধা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। প্রথমত, সামরিক অভ্যুত্থানের পরপরই দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও আইন অমান্য আন্দোলন সামরিক জান্তাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। প্রত্যুত্তরে জান্তা সরকার ব্যাপক দমন ও নিপীড়ন চালালেও জনগণের আন্দোলনকে থামাতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মপরিধি

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইউজিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুরুতে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যাত্রা চালু হলেও আজ ৫০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চলছে ইউজিসি। শুধু তা-ই নয়, এর অধীনে রয়েছে এক শর বেশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। একটি স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হলেও তাকে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে হয়।

শুরুতে আর্থিক বরাদ্দ এবং বিষয় অনুমোদনের মধ্যে এর কর্মকান্ড সীমিত থাকলেও বর্তমানে এর কাজ অনেক বিস্তৃত। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক দেখভালের জন্য ইউজিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কর্মকান্ডের মধ্যে সৃষ্টিশীল ধারণা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ করা যায়। বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর আগের মতো এককভাবে কোনো কিছু করতে পারে না। অতীতে আমরা দেখেছি ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে বিভাগ খোলা কিংবা শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হতো। আমার জানা মতে, এখন আর সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি ইউজিসির কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি। মানসম্মত শিক্ষা, গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন, সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য ভাতা প্রদান, শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতির জন্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে মান নির্ধারণসহ বহুবিধ কর্মকান্ড সম্পাদন করছে এই প্রতিষ্ঠানটি। তাদের কাজের পরিধি যেমন আরো বাড়ানো দরকার, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজও হলো ইউজিসিকে নতুন নতুন ধারণা দেওয়া এবং তাদের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা। কেননা কিভাবে জ্ঞান বিতরণ এবং সৃষ্টি করা যায় তা ভালোভাবে জানেন আমাদের শিক্ষক ও ইউজিসি। কাজেই উভয়ের ধারণা কাজে লাগিয়ে আমরা একটি উন্নত ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষা উপহার দিতে পারি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে টিকতে না পারার অন্যতম একটি কারণ কর্মকান্ডের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়া এবং গবেষণায় পিছিয়ে থাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মূল্যায়নের কাজটি এখন ভালোভাবে চলছে। বিষয়ভিত্তিক কারিকুলাম তৈরি এবং তার বাস্তবায়নের কাজ এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করছে। একটি বড় বিষয়, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, বিষয়ের সংখ্যা এবং বিষয়-শিক্ষার্থীসংখ্যা। এটি আন্তর্জাতিক মানদন্ড নির্ধারণের একটি বড় উপাদান। এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা কিভাবে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে নিজেদের নিয়ে যেতে পারি, এ জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। অতি সম্প্রতি ইউজিসি কয়েকটি নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো শিক্ষকদের ক্লাস লোড নির্ধারণ করে দেওয়া। বিভিন্ন লেভেলে কার কত লোড থাকবে তার উল্লেখ রয়েছে ওই নীতিমালায়। এতে করে শিক্ষকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে, তেমনি শিক্ষকদের জবাবদিহির আওতায় আনাও যাবে। নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে। আমরা অনেক আগ থেকেই বলে আসছি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে শুরুতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া উচিত। আবার উপাচার্যও নিয়োগ দিতে পারি। যাই করি না কেন, শুরুতে তার কাজের পরিধি নির্ধারণ করা জরুরি। কেননা অবকাঠামো নির্মাণ না করে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করলে শিক্ষার্থীরা অনেক সমস্যায় পড়ে। কাজেই একাডেমিক কাজ শুরুর আগে যিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হবেন তাঁর কাজ নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ করছে ইউজিসি। আমার ব্যক্তিগত মত, এ কাজটি করতে পারলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমরা একটি সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে পদের ভারসাম্য এখন আর বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকের সংখ্যা অনেক কম। অনেক জায়গায় মোট পদের বিপরীতে ১০ শতাংশও হবে না। সহকারী অধ্যাপকের পদে কাজ করছেন তাঁদের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এর কারণ প্রভাষকরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বাইরে চলে যান কিংবা দ্রুত সময়ে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। এখানে একটি বিষয় অনেকের জানা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন লেভেলে পদোন্নতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে হয়; কিন্তু তার জন্য একজন শিক্ষককে প্রকাশনাসহ অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ করতে হয়। পদের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে শুধু পদের বিপরীতেই নিয়োগ দিতে হবে। ইউজিসি দীর্ঘদিন ধরে অভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা মানছে না। না মানার একটি কারণ হতে পারে শিক্ষকদের বেতন ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা না থাকা। এমনকি পর্যাপ্ত গবেষণা ভাতাও নেই। দ্রুত পদোন্নতি পেতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। কাজেই পদের ভারসাম্য যেমন দরকার, তেমনি শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা নিয়েও ভাবতে হবে। তাহলে আমরা অভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে পারব এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পদের ভারসাম্য রক্ষা করাও সহজ হবে।

যে লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু ইউজিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সত্যি কথা বলতে কী আমরা সেই লক্ষ্যে আজও পৌঁছতে পারিনি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে; কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মান সেই পর্যায়ে আমরা নিয়ে যেতে পারিনি। যার প্রমাণ আন্তর্জাতিক মানদন্ডে আমরা আজও পিছিয়ে। এ কথা সত্য, ইউজিসিকে সরকারের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হয়। কিন্তু একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে নতুন নতুন কর্মকৌশল নির্ধারণ জরুরি। আবার ইউজিসি সঠিক কাজটি করল কিন্তু আমার বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে থাকল, তাতে কাজ হবে না। একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সমন্বয় এখানে বেশি প্রয়োজন। আমাকে যেমন নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, তেমনি নতুন নতুন ধারণা তৈরি করতে হবে। একটি গঠনমূলক প্রতিযোগিতা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং একজন শিক্ষকের সঙ্গে অন্য একজন শিক্ষকের থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যদি একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যায়, তাহলে সবাই একই মানের শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। একই নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা অনুসরণ করতে পারলে শিক্ষকরা একই মানের হতে বাধ্য। তখন আর কারো মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। আমরা আশা করব, ইউজিসি আরো নতুন নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করবে এবং শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা উপহার দিতে চেষ্টা করবে। তবেই জাতির পিতার ইউজিসি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক হবে।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক সুফল পেতে যা করা দরকার

শেখ হাফিজুর রহমান সজল

একটি সেতু নির্মাণের পেছনে রাজনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকে। একটি সেতুকে উপজীব্য করে কতজন অর্থনৈতিকভাবে জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং সেতু থেকে কতটুকু উপযোগিতা জনগণ নিতে পেরেছে, তার ওপর নির্ভর করে সেই সেতুর সফলতা।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ২১ জেলার সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় এ অঞ্চলের কৃষি, ক্ষুদ্র কুটির-শিল্প, মাঝারি শিল্পের পণ্য পরিবহণে সময় ও অর্থ কম লাগছে, যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করছে।

ধারণা করা হচ্ছে, পদ্মা সেতু চালুর কারণে দেশের জি-ডিপি প্রবৃদ্ধি ১.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি যোগাযোগব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। ভিশন-২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ সামনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ সেতু নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যম জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ সেতু শুধু সাঁকোই নয়, বিনিয়োগের সোপানও বটে।

তবে লক্ষ্য অর্জনের দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হলে পরিকল্পনা ছাড়া এগোনো প্রায় অসম্ভব। লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে হবে এবং বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজাতে হবে। অন্যথায় বিশাল বাজেটের সেতু থেকে আশানুরূপ অর্থনৈতিক উপযোগিতা পাওয়া সুদূরপরাহত, যেমনটি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সেতুর ক্ষেত্রে। উত্তরাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতুকে উপলক্ষ্য করে সুনির্দিষ্ট মহ-াপরিকল্পনা ছিল না বিধায় ঈশ্বরদী ও উত্তরা ইপিজেড ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় তেমন কোনো আশানুরূপ শিল্পায়ন হয়নি। তবে উল্লেখ করতেই হবে, বঙ্গবন্ধু সেতুকে কেন্দ্র করে উত্তরাঞ্চলে মাঝারি ও ক্ষুদ্র-কুটিরশিল্প খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে।

আগেই বলেছি, পদ্মা সেতুকে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করতে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে। এ সেতুকে কাজে লাগাতে হলে এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বহুমাত্রিকভাবে বাড়াতে হবে এবং ভিশন-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে ব্যবহার করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুদূরপ্রসারি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পদ্মা সেতু শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেই থেকে যাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিয়ামক হিসাবে তেমন অবদান রাখতে পারবে না বলেই প্রতীয়মান হয়।

আমরা জানি-বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি নিরাপত্তা যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হলে শিল্পোদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত হয়। বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বেই জ্বালানি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। এ অবস্থায় পদ্মা সেতুকে ব্যবহার করে বরিশাল-খুলনা বিভাগের ব্যাপক শিল্পায়নের জন্য ভোলায় আবিষ্কৃত গ্যাস উত্তোলন জরুরি। তাছাড়া পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সকে নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে বিশেষ উদ্যোগী হতে হবে। ভোলায় গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরসহ বরিশাল-খুলনা বিভাগে গ্যাস আবিষ্কারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এছাড়া এ অঞ্চলে শিল্পায়ন উৎসাহিত করার জন্য ঢাকা বা অন্য কোনো স্থান থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হলে তা বেশ ব্যয়বহুল হবে। ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনা করে বরিশাল-খুলনা এলাকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার উদ্যোগ নিতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত না হলে ভারী ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপনে শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা অসম্ভব। সুতরাং শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য পদ্মা সেতুকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপনে পদ্মা সেতুর ভূমিকা অকল্পনীয়। তবে এ সেতুকে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী ও লাভজনক করতে হলে দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে ঢাকা-মাওয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সরাসরি সংযোগ ঘটাতে হবে। বর্তমানে কোনো যানবাহনকে খুলনা বা বরিশাল থেকে চট্টগ্রামে যেতে হয় যাত্রাবাড়ী হয়ে, যা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং এর ফলে ঢাকা শহরের ওপর চাপ বাড়ে। মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের হাসারা বা আব্দুল্লাহপুর এলাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্ধ পর্যন্ত এলিভেটেডওয়ে নির্মিত হলে চট্টগ্রাম-খুলনা-বরিশাল সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং তা পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে সময় ও অর্থসাশ্রয়ী হবে। একইভাবে মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগরের কেওয়টখালি থেকে আমিনবাজার পর্যন্ত এলিভেটেড সড়ক নির্মিত হলে যানবাহনগুলো ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে সাসেক (সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক কো-অপারেশন) প্রকল্প সড়ক হয়ে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যেতে পারবে। এ দুটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা গেলে চট্টগ্রাম-মোংলা-পায়রা-ভোমরা-বেনাপোল-হিলি-সোনামসজিদ স্থলবন্দরসহ পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল ও চীনের সঙ্গে একটি সমন্বিত সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন সহজ হবে, যা আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাপক গতি সঞ্চার করবে। তাছাড়া পদ্মা সেতুর ওপর চাপ কমাতে শরীয়তপুর-চাঁদপুর মেঘনা নদীতে ফেরি চলাচল আধুনিকায়ন করতে হবে। শিমুলিয়া, বাংলাবাজার-কাওড়াকান্দির ফেরিগুলোকে শরীয়তপুর-চাঁদপুর রুটে স্থানান্তর করলে খুলনা-বরিশাল থেকে চট্টগ্রামগামী পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলের সময় বর্তমানের চেয়ে কম লাগবে।

পদ্মা সেতু চালুর কারণে গভীর সমুদ্রবন্দর পায়রা ও মোংলা বন্দরের গতিশীলতা বাড়বে। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এ দুই বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে



পণ্য ওঠা-নামা ও অন্যান্য সেবা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। ইতোমধ্যে এ দুটি বন্দর ভারত ও নেপাল ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পদ্মা সেতুর কারণে নিকট ভবিষ্যতে হয়তো এ দুটি বন্দরের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়বে। সুতরাং এ দুই বন্দরের আধুনিকায়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় খাতটি হলো পর্যটন শিল্প, যা দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল। সেতু চালু হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদী-খাল-সমুদ্রভিত্তিক অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সমাবেশ কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। বাগেরহাটের খানজাহান আলীর মাজার ও ষাট গম্বুজ মসজিদ, পটুয়াখালীর সাগরকন্যা কুয়াকাটা, বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা ফাতরারচর, গলাচিপার সোনারচর সমুদ্রসৈকত, চরবিজয় দ্বীপ, লেবুরচর, সুন্দরবনসহ অসংখ্য পর্যটন ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেগুলো দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। তাছাড়া কুয়াকাটায় একই স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে পারার বিরল অভিজ্ঞতা পর্যটকরা পেতে পারেন, যা পৃথিবীর কম জায়গায় দেখা যায়। তবে এ অঞ্চলে পর্যটনশিল্পের বিকাশে পর্যাপ্ত ও মানসম্মত হোটেল-মোটেল-রেস্তোরাঁ, যোগাযোগ অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়নসহ দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন স্থাপনার বিষয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশনকে বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। এখন পর্যন্ত বরিশাল ও খুলনা বিভাগে নতুন কোনো বিসিক শিল্পনগরী স্থাপিত হয়নি। চুয়াডাঙ্গা জেলায় একটি বিসিক শিল্পনগরীর কাজ সমাপ্তির পথে। এছাড়া মাগুরায় ১৯৩ একর এবং নড়াইলে ৩৫০ একর জমির ওপর বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে, যার কাজ এখনো শুরু করা হয়নি। পদ্মা সেতুকে উপলক্ষ্য করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিসিকের কার্যক্রম আশানুরূপ নয়। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের শিল্পকারখানা স্থাপনে বিসিকের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জরুরি।

আশ্চর্যের বিষয়, বরিশাল বিভাগে কোনো ইপিজেড নেই। পদ্মা সেতুর কারণে সেখানে ইপিজেড স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুরের পচাকোড়ালিয়ায় জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। স্থানীয় বেকার সমস্যা দূরীকরণে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। তবে খুলনা বিভাগে বাগেরহাটের মোংলায় ৩১৫ একর জমিতে ইপিজেড স্থাপিত হয়েছে। এ দুই বিভাগে শিল্পকারখানা স্থাপনে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এ দুই বিভাগে বিদেশি বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। শ্রীলংকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মোংলায় লাফস গ্যাস বোতলজাত করে বিদেশে রপ্তানি করছে। অন্যদিকে বরিশাল বিভাগে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এখনো আসেনি। পদ্মা সেতু চালুর কারণে এবং পায়রা বন্দরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে পায়রায় একটি বহুজাতিক কোম্পানি মোবাইল ফোনের প্লাস্টিকের কাভার তৈরির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্বল্পমূল্যের শ্রমিক ও কম মূল্যের জমি পর্যাপ্ত থাকায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বিডা, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি ও বেজার সক্রিয় উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি। এছাড়া দক্ষ জনশক্তি তৈরি, সফটওয়্যার শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হাইটেক বা আইসিটি পার্ক স্থাপনের বিকল্প নেই। যশোরে ১২.১৩ একর জমির ওপর স্থাপিত হাইটেক পার্কে ৪৮টির বেশি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। খুলনা মহানগরীর পুরাতন দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি এলাকায় একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। অপরদিকে বরিশাল বিভাগে কোনো হাইটেক পার্ক নেই। তবে অতিসম্প্রতি বরিশাল মহানগরীর নথুল্লাবাদে একটি আইসিটি পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এ দুই বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষায় সময়োপযোগী বিষয়ে (গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন, সমুদ্র সম্পদ, সেতু ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করতে পারে। এর ফলে দেশের শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশিদের ওপর আমাদের নির্ভরতা কমবে এবং সরকারি অর্থসাশ্রয় হবে।

সাধারণত যে কোনো মেগা প্রকল্প চালুর পর বেসরকারি উদ্যোগক্তারা বেশি উপকৃত হয়। তবে পদ্মা সেতু চালুর আগে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির (এফবিসিসিআই) উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। এ অঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানে এফবিসিসিআই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এফবিসিসিআই-এর তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী, যাদের বাড়ি বরিশাল ও খুলনা বিভাগে, তাদের এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। এতে তারা নিজ নিজ এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া পর্যটন খাত, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফ্রোজেন মৎস্যশিল্প, ইলিশ, স্বাদুপানির মাছ, শীতল পাটি, তরমুজ, পেয়ারা, মুগডাল, আমড়া প্রভৃতি সম্ভাবনাময় খাতে ব্যাপক বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টিতে এফবিসিসিআইকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এ দুই বিভাগে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিশেষ কর রেয়াত সুবিধার প্যাকেজ চালু করতে পারে। বিভিন্ন দেশে শিল্পনগরী স্থাপনে এমন কর রেয়াত প্যাকেজের দৃষ্টান্ত রয়েছে। বরিশাল ও খুলনা বিভাগে শিল্পকারখানা স্থাপনে ১০-১৫ বছরের কর রেয়াত সুবিধা দেওয়া হলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা এ অঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী হবেন বলে মনে করি। এক্ষেত্রে বরিশাল-খুলনা অঞ্চলে শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বেজা, বিডা, পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও এফবিসিসিআইকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ধারণা করা হচ্ছে, পদ্মা সেতু চালুর কারণে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালীসহ বেশ কয়েকটি জেলায় নিকট ভবিষ্যতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগমন ঘটবে। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি শিল্পায়নের ফলে এসব এলাকায় আবাসন ও হোটেল ব্যবসায় আগ্রহ বাড়বে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এ অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প-কলকারখানায় শ্রমিক আসবে এবং বাড়তি শ্রমিকদের জন্য মানসম্মত আবাসন সুবিধার প্রয়োজন হবে। খুলনা মহানগরীতে আবাসন শিল্পের প্রসারে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) থাকলেও বরিশালে এমন কোনো সংস্থা নেই। আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য কেডিএ'কে শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি বরিশাল বিভাগেও বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি সংস্থা দ্রুত চালু করা দরকার। তাছাড়া এ দুই বিভাগে সুপেয় পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের জন্য বরিশাল ও খুলনায় ওয়াসার মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এখন সময়ের দাবি। ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা চিন্তা করে এ অঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

এবার ভিন্ন একটি বিষয়ের অবতারণা করা যাক। যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কিছু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই থাকে। তাদের পুনর্বাসনে প্রতিটি সরকার বিশেষ পদক্ষেপও গ্রহণ করে থাকে। যেমন ধরা যাক-পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নতুন বাসস্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ-উপাসনালয় নির্মাণ এবং কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। পদ্মা সেতু চালুর কারণে কাওড়াকান্দি ও শিমুলিয়া ফেরিঘাটে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের পেশা (ঝালমুড়ি, ছোলা, পিঁয়াজু, সিদ্ধ ডিম, ফেরিওয়ালা, হোটেল বয়, চা বিক্রেতা, ইলিশ মাছ) বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। যুগ যুগ ধরে ঘাট ও ফেরিকে কেন্দ্র করে এসব পেশায় নিয়োজিতরা আজ পরিবার নিয়ে বেশ বেকায়দায় পড়েছে এবং তাদের নিয়ে ভাববার এখনই সময়। বিলুপ্ত পেশার লোকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানকে উৎসাহিত করা উচিত। এ বিষয়ে স্থানীয় উপজেলা ও জেলা প্রশাসন এনজিও ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিতে পারে।

সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতাসহ বেশকিছু ভাষণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এছাড়া 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) গ্রহণ করা হয়েছে এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এ অবস্থায় পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর, সংস্থা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরিশেষে, পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'পদ্মা সেতু শুধু ইট-পাথরের সেতু নয়, এটি আমাদের মর্যাদার প্রতীক।' এ কথার মর্মার্থ অনুধাবনপূর্বক এ সেতুটিকে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা না করে এ অঞ্চলে শিল্পায়ন ও বহুমুখী উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি।

লেখক: সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অভূতপূর্ব পরীক্ষার মুখে জাতিসংঘ: মহাসচিব গুতেরেস

(প্রথম পাতার পর)

দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা জানান। ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র রোববার জাতিসংঘ মহাসচিবের ওই বাণী স্থানীয় গণমাধ্যমে পাঠিয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, 'জাতিসংঘ প্রত্যাশার ফল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৈশ্বিক সংঘাত থেকে বৈশ্বিক সহযোগিতার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রত্যাশা এবং সমাধান এটি।'

তিনি বলেন, 'আজ আমাদের এই প্রতিষ্ঠান অভূতপূর্ব এক পরীক্ষার মুখে। তবে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যই। এখন বিশ্বের প্রতি কোনায় জাতিসংঘ সনদের মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন আমাদের জন্য আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় জরুরি।'

গুতেরেস বলেন, 'জীবন, ভবিষ্যত ও বৈশ্বিক অগ্রগতিকে হুমকির মুখে ফেলা সংঘাতের সমাপ্তি ঘটানো এবং শান্তিকে একটি সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে এই মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। চরম দারিদ্র্য বিমোচন, অসমতা হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এই মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতি আমাদের আসক্তি ভেঙে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিপব ঘটিয়ে আমাদের গ্রহকে সুরক্ষিত করতে হবে, একই সঙ্গে সুযোগ্য ভারসাম্য সৃষ্টি করে, নারী ও কিশোরীর মুক্তি এবং সবার মানবাধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে এই মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।'

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, 'জাতিসংঘ দিবস পালনের এই সময়ে আসুন আমরা বৈশ্বিক সংহতির মাধ্যমে একযোগে কাজ করে মানবসভ্যতা যা অর্জন করতে পারে, তার প্রতি নতুন করে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করি।'


Congratulations!
সিলেট জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি এবং প্রবাসের বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক
ইফজাল আহমেদ চৌধুরীর
ভূমিধ্বস বিজয়ে আমাদের প্রাণঢালা
অভিনন্দন
জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইন্‌ক, নিউইয়র্ক
JAMAICA BANGLADESH FRIENDS SOCIETY, INC. NEW YORK

বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন ও টাইম টেলিভিশনের মধ্যে আইনি লড়াই!

(প্রথম পাতার পর)

এর একশত মিলিয়নের বেশি পাঠক ও শ্রোতা রয়েছেন। এছাড়া তাদের লোগো যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে নিবন্ধিত।

তারা বলছে যে, টাইম ম্যাগাজিনের লাল লোগো এবং ম্যাগাজিনে লাল বর্ডার সারা দুনিয়াজোড়া পরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশেও ট্রেডমার্ক ও কপিরাইট আইনের অধীনে তাদের রেজিস্ট্রেশন আছে। এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার- ৫৮২২,৮৮৬৮ ও ৮৮৬৯।

শুরুতেই টাইম ম্যাগাজিনের প্রধান আইন কর্মকর্তা টাইম কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি বিশ্বাস করি- আপনি ভালোভাবেই জানেন, টাইম একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্বব্যাপী সংবাদ ব্র্যান্ড। তার সাথে জড়িত এর আইকনিক মুদ্রণ ম্যাগাজিন এবং ডিজিটাল চ্যানেলগুলোতে গ্রাউন্ডব্রেকিং সাংবাদিকতার সাথে জড়িত।

এ বিষয়ে টাইম টেলিভিশনের সিইও এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক আবু তাহের বলেন, টাইম ম্যাগাজিন ও টাইম টেলিভিশন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মিডিয়া। তাদের টেলিভিশনের লোগো কালার সবই টাইম ম্যাগাজিনের চাইতে ভিন্ন ও সম্পূর্ণ আলাদা। টাইম টেলিভিশনের লাল, সাদা ও নীল রঙের লোগো। তিনি বলেন, বিষয়টি তার নিজেরও বোধগম্য হচ্ছে না। তবে এ বিষয়টি যেহেতু আইনি, তাই তাদের আইনজ্ঞ তা খতিয়ে দেখছেন।

এদিকে, বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন কর্তৃক টাইম টেলিভিশনকে আইনি নোটিশ পাঠানোর ঘটনায় নিউইয়র্ক বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কুইন্স ইনোভেশনের নামে এস্টোরিয়ায় দানবের কালো থাবা

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। জানা যায়, উন্নয়নের নামে এখানে ভূমি দখল করার পরিকল্পনা রয়েছে একটি মহলের। তবে, এই ভূমি দখলের বিরুদ্ধে ফুঁসে উটেছে এলাকার মানুষ। গত ১৯ অক্টোবর বুধবার নিউইয়র্কের সিটি হলের সামনে সমাবেশ করেছে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এই সময় শ্লোগানে শ্লোগানে বিক্ষোভ করে এলাকার মানুষ। উন্নয়নের নামে ভূমি দখল কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে না বলে জানান তারা। এই সময় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা অবিলম্বে এই প্রকল্প থেকে সরে আসার আহবান জানান। তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেসওমেন নাদিয়া ভালকুয়েজ, নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট জামানি উইলিয়ামস, সিটি কাউন্সিলওমেন জুলি ওন, ষ্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মামদানিসহ আরো অনেকে। প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তরা বলেন, স্বল্প আয়ের মানুষদের এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হলে তাদের জীবন দুর্দশাগ্রস্থ হবে বলে মনে করছেন অনেকে।

সমাবেশ পরিচালন করেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ক্যাভের ফারিয়া আক্তার। সমাবেশের আয়োজক ছিলো ক্যাভ, ওয়েস্টার্ন কুইন্স কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট, এস্টোরিয়া নট ফর সেল, উডসাইড অন দ্যা মুভসহ একাধিক সংগঠন। ফারিহা আক্তার নামে অ্যাস্টোরিয়ার একজন বাসিন্দা জানান, এই ধরনের পদক্ষেপ মানুষের দুর্দশা বাড়াবে। যারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। এছাড়া অ্যাস্টোরিয়ার অনেকের সাথেই কথা বলে জানা গেছে, অধিকাংশ মানুষ এই ধরনের ভূমি দখল চাননা। অনেকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই অ্যাস্টোরিয়া এলাকায়। এমন একজন অ্যাস্টোরিয়ার বাসিন্দা জানান, আমরা এই এলাকা ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে। অন্যত্র গেলে আমরা কিভাবে থাকবো জানিনা। আমরা এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে।

)

প্রার্থী না দেখে ভোট দেয়া বিরক্তিহীন

(শেষের পাতার পর)

এ নির্বাচনে মেয়াদ শেষ হওয়া বিভিন্ন অংগ রাজ্যের গভর্নর সিনেটর কংগ্রেসম্যান কাউন্সিলার সিটি মেয়র নির্বাচিত করা হয় বিভিন্ন মেয়াদের জন্য।মাএ ২টি বড় দল ডেমোক্রেটিক পার্টি আর অন্যটি হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টি। ছোট আরো দু'একটি দল থাকলেও ওদের কোন ভোট ব্যাংক নেই বলা যায়। আমেরিকানরা দুটো দলেই বিভক্ত। আমার পরিবারের তিন সদস্যই ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য ও ভোটার। আমার একমাত্র সন্তান এ বছর প্রথম ভোটদান সম্পন্ন করলেন ডাকযোগে।

ভোট বেচা কেনা নেই প্রার্থীর দেখা মেলেনা : বিরক্তিহীন প্রচারণা

আমেরিকার নির্বাচনে যারা নির্বাচন করে তাদের খুব একটা দেখা মেলেনা বলা যায়। প্রচারণার ধরনে রয়েছে ভিন্নতা টাউন হল মিটিং নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় বিলবোর্ড রেডিও টিভির বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভোট চাওয়া বিশেষ করে ভোটারদের ঠিকানায় লিফলেট পাঠিয়ে ভোট চাওয়া হয় যেখানে প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে বলা থাকে। ইভিএম নেই মিছিল মিটিং নেই ভোট চাওয়ার বিরক্তিকর কোন প্রচারণা নেই ভোট কারচুপির কোন সুযোগ নেই নেই কোন হুমকি ধমকি কিংবা কোন সংঘাত। নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্র গুলোতে কোন এজেন্ট থাকেনা কেবল নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ করা লোকরা দায়িত্য পালন করে থাকে নির্বাচনী কার্যক্রমের।

দু' পদ্ধতিতে ভোট প্রদান

আমেরিকার নির্বাচনে আমরা দুভাবে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারি একটি সশরীরে অন্যটি হচ্ছে ডাকযোগে ভোট প্রদান। আমি এখানকার বেশ কিছু নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ হয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। আমি একটি দলের সমর্থক হলেও ভোট কেন্দ্রে দায়িত্বপালনকালীন সময়ে কোন পক্ষ নেয়ার সুযোগ নেই। ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে কারো কোন এজেন্ট থাকেনা কোন পোষ্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নেই এমনকি ভোট চাওয়ার কোন লোকবল থাকারও সুযোগ নেই। ভোট শেষে রাতেই ফলাফল ঘোষণা করা হয় কোনরকম অঘটন ছাড়াই।

লেখক ঃ প্রবাসী সাংবাদিক, সানফ্রান্সিসকো, কালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র





ইউক্রেনে প্রবেশের

(প্রথম পাতার পর)

ডিভিশন হিসেবে পরিচিত এ এলিট ইউনিটের কমান্ডার কর্নেল এডোইন ম্যাথিডেস এ কথা জানিয়েছেন। খবর সিবিএস নিউজের।

এ ইউনিটের কমান্ডার সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ন্যাটোর সঙ্গে সংঘাতে জড়ালে সীমান্ত থেকে ইউক্রেনে প্রবেশ করে রুশ বাহিনীর ওপর হামলা শুরু করবে আমেরিকান এ এয়ারবর্ন ডিভিশন। বর্তমানে মার্কিন এ সেনা ইউনিটটি রোমানিয়ায় ইউক্রেনের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান করছে। তারা এখন শুধু আমেরিকান নীতিনির্ধারকদের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। অনুমতি পেলেই ইউক্রেনে ঢুকে পড়বে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম ইউরোপে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সেনা ইউনিটটির ডেপুটি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন লুবাস বলেছেন, ন্যাটোর এক ইঞ্চি জমিও বেদখল হতে দেওয়া হবে না।

অভূতপূর্ব পরীক্ষার মুখে জাতিসংঘ: মহাসচিব গুতেরেস

(প্রথম পাতার পর)

দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা জানান। ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র রোববার জাতিসংঘ মহাসচিবের ওই বাণী স্থানীয় গণমাধ্যমে পাঠিয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, 'জাতিসংঘ প্রত্যাশার ফল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৈশ্বিক সংঘাত থেকে বৈশ্বিক সহযোগিতার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রত্যাশা এবং সমাধান এটি।'

তিনি বলেন, 'আজ আমাদের এই প্রতিষ্ঠান অভূতপূর্ব এক পরীক্ষার মুখে। তবে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যই। এখন বিশ্বের প্রতি কোনায় জাতিসংঘ সনদের মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন আমাদের জন্য আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় জরুরি।'

গুতেরেস বলেন, 'জীবন, ভবিষ্যত ও বৈশ্বিক অগ্রগতিকে হুমকির মুখে ফেলা সংঘাতের সমাপ্তি ঘটানো এবং শান্তিকে একটি সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে এই মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। চরম দারিদ্র্য বিমোচন, অসমতা হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এই মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতি আমাদের আসক্তি ভেঙে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিপব ঘটিয়ে আমাদের গ্রহকে সুরক্ষিত করতে হবে, একই সঙ্গে সুযোগ্য ভারসাম্য সৃষ্টি করে, নারী ও কিশোরীর মুক্তি এবং সবার মানবাধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে এই মূল্যবোধ ও নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।'

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, 'জাতিসংঘ দিবস পালনের এই সময়ে আসুন আমরা বৈশ্বিক সংহতির মাধ্যমে একযোগে কাজ করে মানবসভ্যতা যা অর্জন করতে পারে, তার প্রতি নতুন করে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করি।'

দিনের বেলা বিদ্যুৎ ব্যবহার

(প্রথম পাতার পর)

করতে যাই, চাহিদা মেটাতে অন্তত ৬ মাস কেনার মতো অবস্থা আছে কি না জানি না। আমাদের এখন সাশ্রয়ী হওয়া ছাড়া উপায় নেই।প্রয়োজনে দিনের বেলা বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধই করে দিতে হবে।

রোববার (২৩ অক্টোবর) রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে শিল্পখাতে জ্বালানি সংকটের প্রভাব হ্রাস নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন শিল্প খাতের ব্যবসায়ীরা অংশ নেন।

সভায় তৈরি পোশাকসহ দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীরা গ্যাস-বিদ্যুৎ নিয়ে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, গ্যাস না থাকায় দৈনিক প্রায় ১২ ঘণ্টা কারখানার উৎপাদনকাজ বন্ধ থাকছে। এতে ক্রয়াদেশ কমার আশঙ্কার পাশাপাশি অর্ধেক লোকের কর্মসংস্থান নিয়েও দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে।

এ সময় তৌফিক-ই-ইলাহী বলেন, আমদানির সুযোগ যেহেতু কম, সেহেতু দেশের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে হলে কাউকে না কাউকে ব্যবহার কমাতে হবে। বিদ্যুতে গ্যাস সরবরাহ কমানো হলে লোড শেডিং বাড়বে। কিন্তু আমরা অঙ্ক করে দেখেছি, শিল্পে গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে হলে সরবরাহ কমানোর খাত হিসেবে বিদ্যুৎখাত হবে উত্তম জায়গা।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আমরা সরকার থেকে যা করার দরকার হয় করব, আপনারা সাহস হারাবেন না। যদি প্রয়োজন হয়, আমরা এখানে যারা আছি, তারা সবাই শপথ নেব; দরকার হলে আমরা দিনের বেলায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করব না।

তিনি আরো বলেন, সরকার বিভিন্ন উপায়ে শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভোলায় আট কোটি ঘনফুট গ্যাস সিএনজি করে ব্যবহারের সুযোগ আছে। আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে এসব গ্যাস বার্জে (জাহাজ) করে ঢাকায় নিয়ে আসা হবে। ব্যবসায়ীরা চাইলে সিএনজি স্টেশন থেকে নিয়ে কারখানায় ব্যবহার করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বিদ্যুৎ সংকটের কারণে কারখানা দৈনিক সাত-আট ঘণ্টা করে বন্ধ থাকার কথা জানান। বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক বি-নায়ক সেন, এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ, বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী, মেট্রোপলিটন চেম্বার ঢাকার (এমসিসিআই) সভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম, চট্টগ্রাম চেম্বারের (সিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম, ফরেন ইনভেস্টর চেম্বারের (এফআইসিসিআই) সহসভাপতি স্বপ্না ভৌমিক, বিকেএমইএ সহসভাপতি আক্তার হোসেন প্রমুখ।

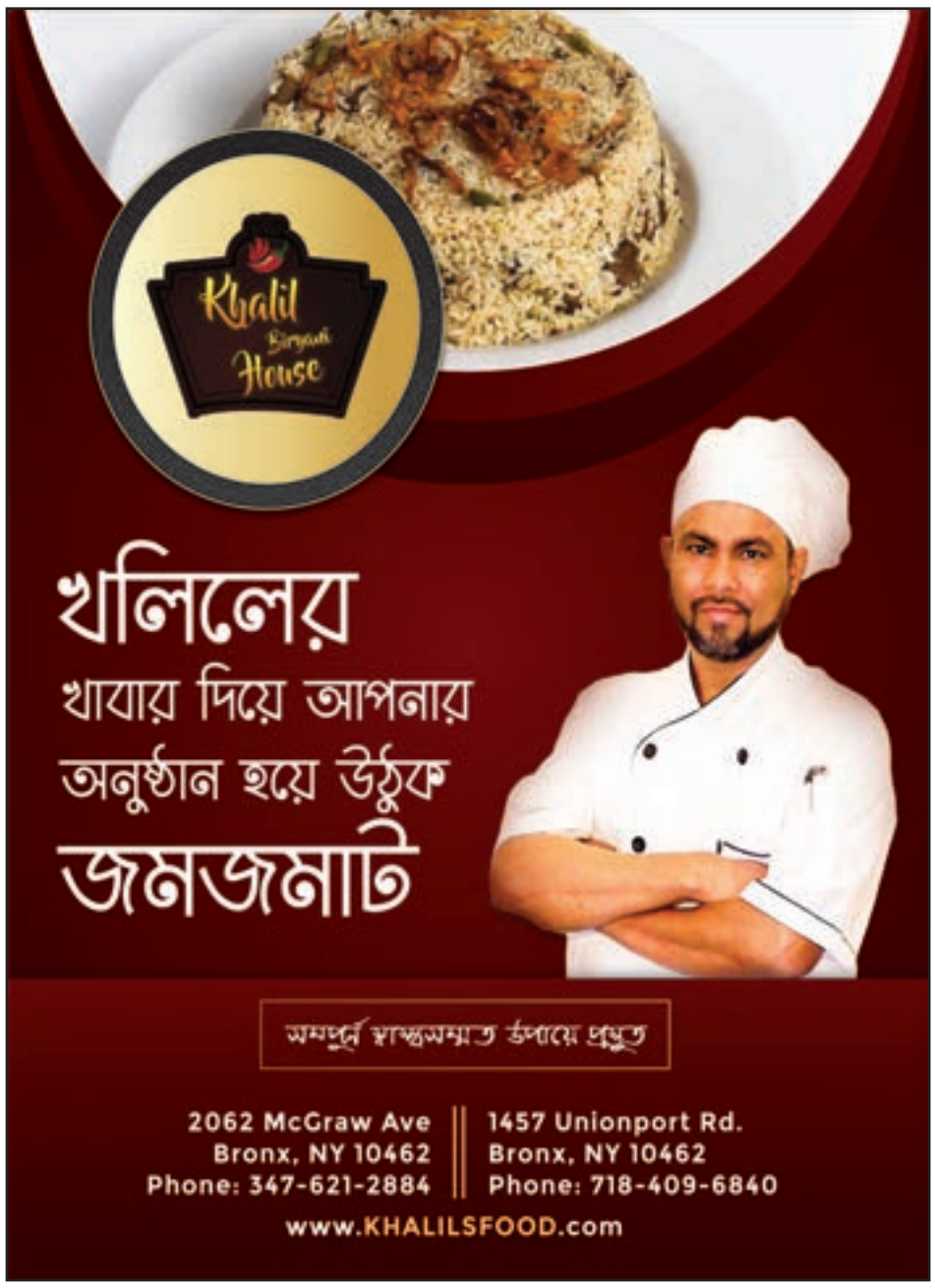
নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র কার্যকরী কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র কার্যকরী কমিটির ভার্চুয়াল বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়ে। গত ২১ অক্টোবর শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা এই (পাঁচ ঘন্টা) পর্যন্ত এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহবায়ক, সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কমিটির সদস্য সচিব মো: বদিউল আলম। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আফ্রিকা, উত্তর-দক্ষিন আমেরিকার সাংগঠনিক সমন্বয়ক এবং বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন।

ভার্চুয়াল সভায় আনোয়ার হোসেন খোকন দলীয় নেতা-কর্মীদের কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, আপনারা প্রবাসে অনেক ত্যাগ শিকার করে যেভাবে দলকে সুসংগঠিত করে স্বৈরচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তা দল ও দেশ সবসময় আপনাদের কথা স্মরণ রাখবে। তিনি দলকে আরও কি ভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই লক্ষ্যে সকল বরো কমিটি এবং বিভিন্ন উপকমিটি করার জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শমূলক উপদেশ প্রদান করেন।

সভায় যোগদানকারী বক্তারা কমিটির বিগত দিনের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মতামত রাখেন। এতে অংশ নেন সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো: সোহরাব হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে এমলাক হোসেন ফয়সাল, রুহুল আমিন নাসির, খলকুর রহমান, আলমগীর হোসেন মৃধা, জিয়াউল হক মিশন, নাসির উদ্দীন, শাহাদাত হোসেন রাজু, মো: রিপন মিয়া, কামাল উদ্দীন দীপু, মিসেস জোহরা বেগম, রেজবুল কবির ও শেখ জহির, যুগ্ম সদস্য সচিব ছাইদুর খান ডিউক, সদস্য যথাক্রমে এডভোকেট আরিফ চৌধুরী, একেএম আজিজুল বারী তিতাশ, কৃষিবিদ মো: সোলাইমান, জামালুর রহমান চৌধুরী, কামাল হোসেন হাওলাদার, আব্দুল মান্নান হোসাইন, সাখাওয়াত আজাদ, তরিকুল ইসলাম প্রিন্স, সুলতান আহমেদ ভূইয়া, জামাল হোসেন, নূর এ আলম, আব্বাস উদ্দীন, ফারদিন রনি, মারুফ আহমেদ, হাসান আহমেদ, মোহ্মাদ হাসান প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





ভোট

আপনার প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

২০২২ সালের নভেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচন

আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েব সাইট দেখুন অথবা কল করুন
findmypollsite.vote.nyc
866-VOTE-NYC

শনিবার	২৯ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৩০ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
সোমবার	৩১ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	১ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বুধবার	২ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বৃহস্পতিবার	৩ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
শুক্রবার	৪ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
শনিবার	৫ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৬ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	৮ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

নির্বাচনের দিন

অগ্রিম ভোট গ্রহন করা হবে
২৯ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে
৮ নভেম্বর

Board of Elections
City of New York

জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধন



















(শেষের পাতার পর)

খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো। দোয়া মাহফিলে পর ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়। অতিথিদের স্বাগত জানান এবং সূচনা বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান। খবর ইউএ-নএ'র।

জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বুধবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল মুকিত। অনুষ্ঠান উপস্থানায় ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন, সিটি কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের প্রতিনিধি, বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক/পরিচালক এবং স্থানীয় পুলিশ প্রিসিঙ্কটের অফিসার সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শদ আলম, (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধন















(২২ পাতার পর)

মাফ মিসবাহ উদ্দিন, ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, ফার্মাসিস্ট মোস্তাক আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, উপদেষ্টা রেজাউল করিম চৌধুরী, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জামিল সারোয়ার জনি, মাজেদা উদ্দিন, শাহ শহীদুল ইসলাম, আহসান হাবীব, মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, নূরে আলম জিকো, আমিনুল ইসলাম চুন্নু, একেএম শফিকুল ইসলাম, রাব্বী সৈয়দ, মোশাররফ হোসেন, কামরুজ্জামান বাবু, এ ইসলাম মামুন, শোটাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভোজন রসিক মানুষের উপচেপড়া ভীড়ের ফলে অনুষ্ঠান স্থল 'মিনি বাংলাদেশ-এ পরিণত হয়। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক অতিথি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খেতে হয়। অনুষ্ঠানে ডেভিড ওয়েপ্রীন, জিম জিনারো এবং স্থানীয় পুলিশ প্রিসিঙ্কটের অফিসার সহ কমিউনিটির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

শেফ খলিলুর রহমান তার মেধা আর যোগ্যতায় মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে নিউইয়র্ক সিটিতে একাধিক বড় বড় ষ্টোরের সাথে পাল্লা দিয়ে খলিল বিরিয়ানী হাউজের প্রসার ঘটিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে খলিলুর রহমান-কে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনেকেই ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো বাংলাদেশী খাবারের প্রশংসা করেন। অন্যান্য বক্তারা খলিল বিরিয়ানী হাউজের খাবারের প্রশংসা করেন।

কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কর্তৃক 'এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত 'রন্ধন শিল্পী' শেখ খলিলুর রহমান তার প্রতিষ্ঠানের প্রসারে সবার দোয়া ও সহযেগিতা কামনা করে বলেন, দীর্ঘ দিন ধরেই জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানীর শাখা খোলার দাবী উঠেছিলো। তাই সকলের দাবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে জ্যামাইকায় নতুন শাখা খোল হলো এবং আগামী দিনে অন্যান্য জায়গায়ও খলিল বিরিয়ানীর শাখা খোলা হবে। তিনি বলেন, গ্রাহক সেবায় সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে। তার নতুন স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় তিনি মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং মিডিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

উল্লেখ্য, নতুন নতুন রেসিপি তৈরী করে ভোজনরসিকদের চমকে দিতে পছন্দ করেন খলিলুর রহমান। তেমনই তার বিরিয়ানী হাউজের দুটি নাম 'বাইডেন বিরিয়ানী' ও 'হান্ডি বিরিয়ানী'। এই দুই রেসিপির পাশাপাশি খলিল বিরিয়ানী হাউসের জ্যামাইকা শাখায় আরও থাকছে মোরগ পোলাও, কাচ্ছি বিরিয়ানী সহ অন্যান্য সুসাধু খাবার। ছবিঃ নিহার সিদ্দিকী।



ভারতীয় অভিনেত্রীর আত্মহত্যা সাবেক প্রেমিক গ্রেফতার

বিনোদন ডেস্ক: ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৈশালী ঠাক্করের আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে তার সাবেক প্রেমিক রাহুল নবলানীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৈশালীর আত্মহত্যার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। গত ১৯ অক্টোবর বুধবার রাহুলকে ইন্দোর থেকে গ্রেফতার করা হয়।

ইন্দোর পুলিশ কমিশনার হরিনারায়ণচারী মিশ্র জানিয়েছেন, রাহুলের বিরুদ্ধে অভিনেত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে আগেই মামলা হয়েছিল। ওই অভিযোগ ওঠার পর থেকেই তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বুধবার তাকে ইন্দোর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাহুলের পাশাপাশি তার স্ত্রী দিশার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।

প্রসঙ্গত, ১৫ অক্টোবর ইন্দোরে নিজের বাড়ি থেকে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয় টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৈশালীর। সেই সময় একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করে পুলিশ। তাতে সাবেক প্রেমিক রাহুলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বৈশালীর পরিবারের সদস্যরা জানান, ব্যবসায়ী রাহুলের সঙ্গে তাদের মেয়ের সম্পর্ক ছিল। সে বিষয়ে সবই জানতেন তারা। পুলিশের কাছে তাদের দাবি, বৈশালীকে হেনস্তা করতেন রাহুল। তার বিরুদ্ধে নানা গুজব ছড়াতেন তিনি। এমনকি বারবার বৈশালীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলেও তার হবু স্বামীর কাছে অভিনেত্রীর নামে কুৎসা রটাতেন। এর আগে কেনিয়ানবাসী এক দন্তচিকিৎসকের সঙ্গে বৈশালীর বিয়ে স্থির হলেও তা নাকি রাহুলের বাগড়াতেই ভেঙে যায়। ওই দন্তচিকিৎসককে বৈশালীর নানা ছবি এবং ভিডিও পাঠিয়েছিলেন রাহুল। এর পরই বিয়ে ভেঙে দেন বৈশালীর হবু স্বামী।

ওই ঘটনার পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। আমেরিকানবাসী সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মিতেশকুমার গোরের সঙ্গে বৈশালীর বিয়ে স্থির হয়েছিল ২০ অক্টোবর। তবে বিয়ের পাঁচ দিন আগে ১৫ অক্টোবর রাহুলের প্ররোচনাতেই তা-ও ভেঙে যায় বলে দাবি পরিবারের।

আলিয়া মা হচ্ছেন কবে?

বিনোদন ডেস্ক: বিটাউনে গত কয়েক বছর ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রণবীর-আলিয়া জুটি। এতদিন তাদের প্রেমের বিষয়টি বিনোদনের আলাদা মাত্রা তৈরি করেছিল ভক্ত-শুভাকাঙ্খীদের মনে। তাদের অপেক্ষা ছিল সেলিব্রিটি জুটির চার হাত এক হওয়ার।

চলতি বছরের শুরুর দিকে সাত পাকে বাঁধা পড়েন বলিউডের এ দুই সুপারস্টার। হানিমুনের ঘোর না কাটতেই সন্তানের খবর দেন তারা। ভক্ত-শুভাকাঙ্খীদের এখনকার প্রতীক্ষা এ জুটির সন্তান কবে আসবে সেটি নিয়ে।



গত এপ্রিলে বিয়ের পর্ব সেরেছিলেন তারকা জুটি। পরিণতি পেয়েছিল রণবীর-আলিয়ার ৫ বছর দীর্ঘ প্রেমকাহিনী। সেই রূপকথার গল্প নতুন মোড় নেয় দেড় মাস যেতে না যেতেই! জুন মাসেই আলিয়া ইনস্টাগ্রামে ঘোষণা করেন, মা হতে চলেছেন তিনি। এবার আলিয়ার সন্তান সামনে এল বড় আপডেট।

ভারতের বিনোদনভিত্তিক ওয়েবসাইট পিঙ্কভিলার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ মুম্বাইয়ের এইচএন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে সন্তান প্রসব করবেন আলিয়া। এ হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঋষি কাপুর। এটি নিছকই কাকতালীয় নাকি পুরোটাই কাপুর পরিবারের পরিকল্পনা, তা অবশ্য জানা নেই।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের শুরুতে মা হবেন আলিয়া। আপতত গর্ভাবস্থায় তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন আলিয়া। নবজাতকের আগমনের জন্য ইতোমধ্যে সাজসাজ রব দুই পরিবারে।

এর মাঝে নবরাত্রির শেষ দিন আলিয়ার জন্য 'সাধ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন নীতু কাপুর ও সোনি রাজদান। বেবি শাওয়ারের অনুষ্ঠানে হলুদ সালোয়ারে ঝলমল করেছেন আলিয়া। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতে মন খুলে পছন্দের খাবারও খেয়েছেন আলিয়া। কখনো পিৎজ্জা, কখনো নুডলস আবার কখনো চাট- প্রেগন্যান্সি ক্রেভিংয়ের সেই সব ছবি উঠে আসছে ইনস্টাগ্রামে।

লিভার সিরোসিস রোগীর চরিত্র করতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত অভিনেতা



বিনোদন ডেস্ক: দ্রুত ওজন কমাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলিউড অভিনেতা সত্যজিৎ দুবে। জানা গেছে মাত্র ২৭ দিনে ১০ কেজি ওজন কমিয়ে লিভার সিরোসিসের সমস্যায় ভুগছেন তিনি

ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, 'অ্যায়ে জিন্দেগি' ছবিতে লিভার সিরোসিস রোগে ভুগছেন-এমন চরিত্রে সিনেমাটিতে অভিনয়ও করেছেন তিনি। এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য মাত্র তরিঘরি ১০ কেজি ওজন কমাতে হয় তাকে। এরপরই নিজেই লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

গণমাধ্যমে স্পটবয়কে সত্যজিৎ বলেন-'আমি যখন সিনেমাটিতে চুক্তিবদ্ধ হই তখন শারীরিকভাবে ফিট ছিলাম। কিন্তু চরিত্রের প্রয়োজনে আমার শরীরে কিছুটা পরিবর্তন দরকার হয়। সেই সময় প্রতিদিন ১০ কিলোমিটার দৌড়াতাম। আর খাবার হিসেবে শুধু শসা আর টমেটো খেতাম।'

একদিকে ওজন কমিয়েছেন সত্যজিৎ, অন্যদিকে খুবই স্বল্প সময়ে ওজন বাড়িয়েছিলেন। তা উল্লেখ করে এই অভিনেতা বলেন, 'এরই মাঝে আবার চরিত্রের প্রয়োজনে কিছুটা স্বাস্থ্যবান হওয়ার প্রয়োজন হয়। হাতে সময় ছিল মাত্র তিন দিন। পিৎজা আর হেলদি খাবার খেয়ে কিছুটা ওজন বাড়িয়েছিলাম। সেই সময় একটা বিষয় মাথায় ছিল চরিত্রের সঙ্গে নিজের লুক যেন মানানসই হয়।'

রাজের শুটে রাজ্য, জন্মদিনে ছেলেকে নিয়ে যে পরিকল্পনা পরীমনির



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার নায়ক শরিফুল রাজ এখন বেশ ব্যস্ত। ২৮ অক্টোবর মুক্তির অপেক্ষায় থাকা 'দামাল' সিনেমার প্রচার নিয়ে তিনি ব্যস্ত সময় পার করছেন। গত ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার সিনেমাটির প্রচারের শুটে অংশ নিয়েছেন। সেই শুটে হাজির ছিল পরী-রাজের একমাত্র সন্তান শাহীম মুহাম্মদ রাজ্য। প্রথমবার বাবার শুটিং দেখতে গিয়েছিল সে।

এদিকে আগামী ২৪ অক্টোবর চিত্রনায়িকা পরীমনির জন্মদিন। প্রতিবার এ দিনটি বেশ ঘটা করে পালন করেন নায়িকা। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

পরীমনি জানান, 'আগে তো নানুকে নিয়ে কেক কাটতাম। এখন চারজন হয়েছি। নানু আছেন, রাজ আছে, রাজ্য আর আমি আছি। এবার ছেলের হাত ধরে জন্মদিনের কেক কাটব। দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

এবারের জন্মদিন প্রসঙ্গে পরী আরও জানান, 'প্রথমে ভেবেছিলাম জন্মদিন উদযাপন করব না। দুই মাস বয়সি রাজ্যকে নিয়ে এত কিছু সামাল দেব কীভাবে। আর রাজ্যর বাবা রাজের তো শুটিং থাকে। পরে ভাবলাম জন্মদিন উদযাপন না করলে আমি কষ্ট পাব। আমার মন খারাপ হবে। নিজেকে তো কষ্ট দেওয়া যাবে না।'

সম্প্রতি পরীমনি অভিনীত 'মা' সিনেমা মুক্তির অনুমতি পেয়েছে। 'প্রীতিলতা' সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ বিরতির পর শুটে ফিরবেন আলোচিত এ চিত্রনায়িকা।

না ফেরার দেশে অভিনেতা মাসুম আজিজ

বিনোদন ডেস্ক: একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী ও নাট্যকার মাসুম আজিজ আর নেই। গত ১৭ অক্টোবর সোমবার বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মাসুম আজিজ দীর্ঘদিন ক্যান্সার ও হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার সকালে তাকে 'লাইফ সাপোর্টে'নেওয়া হয়। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। মাসুম আজিজের দাফনের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।



মাসুম আজিজ একাধারে অভিনয়শিল্পী, চিত্রনাট্যকার ও নাট্যনির্মাতা হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থিয়েটারে কাজের মাধ্যমে তার অভিনয়ের শুরু। ১৯৮৫ সালে তিনি প্রথম টিভি নাটকে অভিনয় করেন। তিনি হুমায়ূন আহমেদের 'উড়ে যায় বকপক্ষী', সালাউদ্দিন লাভলুর 'তিন গ্যাদা'সহ অসংখ্য টিভি নাটকে অভিনয় করেছেন।

২০০৬ সালে 'ঘানি' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন মাসুম আজিজ। 'গহীনে শব্দ', 'এই তো প্রেম', 'গাড়িওয়ালা'সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এ ছাড়া সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র 'সনাতন গল্প' পরিচালনা করেছেন। ২০২২ সালে একুশে পদক পেয়েছেন মাসুম আজিজ।



বাংলাদেশ কনস্যুলেটে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গত ১৮ অক্টোবর যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৫৯তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস উদযাপন করে। দিবসটি উপলক্ষে শিশু কিশোরদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোর, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম উপস্থিত সকলকে নিয়ে শহীদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। এ দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে শহীদ শেখ রাসেল এর উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন ও থিম সং পরিবেশন করা হয়। শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহনে শেখ রাসেলের উপর রচিত গানসহ দেশাত্মবোধক গান, কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তব্যসহ নানামূখী পরিবেশনা উপস্থাপন করা হয়। শহীদ শেখ রাসেল, 'জাতির পিতা' ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্যসহ সকল শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

কনসাল জেনারেল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শহীদ শেখ রাসেল এর জীবন সম্বন্ধে আলোচনাকালে কনসাল জেনারেল উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী থাকায় শিশু রাসেল পিতার আদর যত্ন ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। শিশু বয়সে তার মধ্যে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যসহ শহীদ হন। ছোট্ট শিশু শেখ রাসেলও সেদিন রেহাই পায়নি। শিশু-কিশোরদেরকে পৃথিবীর আশা ও ভবিষ্যৎ হিসাবে আখ্যায়িত করে তিনি নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে আরো গভীরভাবে জানতে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও সাস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

পরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু কিশোরদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সকলে কনস্যুলেটের এ উদ্যোগ ও আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





সাহিত্য সাময়িকী

কেবল এই এক জন্মই অপেক্ষা তোমার
কাজী আতীক

যখোন অনুভবে ক্লান্তি- আমি তোমাকে খুঁজি
যখোন বিষণ্ন বোধ অন্তরে- খুঁজি তোমাকেই
বোধ বিহ্বলে অবসন্ন চেতনায় তোমাকেই খুঁজে পাই ।

এখোন বোধ বিকৃতি চারিদিকে, তোমাকে দেখি না কোথাও ।

যখোন গোলাপ পাপড়ি মেলে- তোমাকে দেখি
যখোন প্রজাপতি রঙ ডানায় ধরে- দেখি তোমাকেই
যখোন সাজিয়ে ডালি কেউ আরতি গায় তোমাকেই দেখতে পাই ।

এখোন বৈহাসিক বৃত্তান্ত চারিদিকে তাই তুমি নেই কোথাও ।

পৃথিবী নক্ষত্র নয়- তাই যে কেউ এখানে তার
ভালো মন্দ নিজস্ব ছাপ সহজেই রেখে যেতে পারে ।
এখোন মন্দ মানুষ সময়! এই সময়টা নাহয় অপেক্ষা করো,
অতঃপর তোমারও সুযোগ হবে নিজেকে জানবার, জানাবার
ভালোবাসবার, হৃদয়ে তোমার আমাকে ধারণ করে নেবার ।

তাই- হয়তো কেবল এই এক জন্মই অপেক্ষা তোমার-
আর এ জন্ম- ক্ষণিক জাগৃতি কেবল পাশ ফিরে সোবার ।

পাঞ্জা
এইচ বি রিতা

চোখের পাতায় ঘুম ঠোঁট ছোঁয়াতেই
মেরু ভাল্লুকটি খপ করে আমাকে গিলে খেলো ।
আমি তখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলাম
আর্দ্র মাটির সোঁদাগন্ধে-প্রাণ জুড়াবো বলে ।

আমার শোকে তারপর মাটি শুকিয়ে গেল
মৃত প্রজাপতির দল জেগে উঠে আবারো মরে গেল ।
কেঁচোদের বিদ্রোহে মাটির ভিতর তাপমাত্রার স্থিরতা-
বায়ু চলাচল স্থবির হয়ে উঠল ।

আমাকে গিলে খাওয়ায় কাস্তের বাঁকা চাঁদ-
কেঁদে কেঁদে অভিশাপ দিলো ।
অবশেষে, উন্মত্ত ভাল্লুকটি পিছনের পায়ে হেঁটে হেঁটে
পথ পেরোতে-পথের দিক ভুলে গেল ।

ধরণী দ্বিধা হয় বেদখলে
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

নিশ্বাস জোগানোর বৃক্ষ উপড়ে ফেলে
নির্বোধের ভঙ্গিতে সব পাওয়া হয়ে গেছে
চেনাজানা হতে যাকে পায় গলা চেপে ধরে
ভেতরে মানুষ নেই হাতের মুঠি শিথিল হয়না ।

সজ্ঞানে ভাঙ্গচুর করে দাপট দেখায়
গচ্ছিত আমানত লুঠে নিতে দল ভারী করে
থমকে গেলে নারকীয় গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না
সেই লক্ষ্যে এই জীবনের গতি প্রকৃতি ।

সংখ্যাধিক্য অনাচারে প্রভাবে পৃথিবী নরক
ধরণী দ্বিধা হয় বেদখলে ভিটা থেকে উৎপাটিত
সৃজনে অপ্রতিম বাক্য অপঠিত বাক্সবন্দী
পানপাত্র হাতে খিস্তি খেউড়ে মজেছে ক্ষণজীবী!

অনিরুদ্ধ আকাশ হতে চেয়েছিলো
শ্যামল বণিক অঞ্জন

অনিরুদ্ধ আকাশ হতে চেয়েছিলো-
অহনাকে খুব কাছ থেকে প্রাণ ভরে দেখবে বলে,
রোজ অহনার ঘরের জানালার কাঁচে চুম্বন করার বাসনায়,
তেজস্বী সূর্যের প্রখর আলোয় অহনার অন্ধকার ঘর আলোকিত করতে,
পূর্ণিমার চাঁদটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিতে,
জ্যোৎস্নার অবগাহণে রাত জেগে সাথী হয়ে থাকতে ।

অনিরুদ্ধ আকাশ হতে চেয়েছিলো-
কোটি তারার মালা গেঁথে প্রেয়সীকে সাজাবে বলে,
নিজের অসীম বুকে মেঘমালা সৃষ্টি করবে,
রোদ বৃষ্টি আর পাখিদের মিতালী হবে সেথা,
অহনার বিষাদময় মন খুশিতে ভরিয়ে দিতে ।

অনিরুদ্ধ আকাশ হতে চেয়েছিলো-
অহনাকে নিজের করে পাওয়ার প্রত্যাশায়,
পাখির ডানায় লিখতে চেয়েছিলো মনে অঙ্কিত
অব্যক্ত কথাগুলো,
ছুঁতে চেয়েছিলো ওই হিমালয়ের চূড়া ।

সমগ্রবাংলা থেকে বিশ্ববাংলা
শিউল মনজুর

কবিদের শহরে কবিতার শহরে হেঁটে যেতে যেতে
আমিও দেখি শিশুদের প্রাণখোলা হাসির
জলোচ্ছ্বাস । তুমিতো জানো, যে যাযাবর
কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
বিশ্ববাংলার করিডোরে সে কিন্তু তোমাকেই
অবিরল ভাবনায় ছুঁয়ে যায় হৃদয় নিংড়ানো
প্রণয়ের শিখায় । জেনো রাখো, আমাদের শহরের
নিত্য নতুন গল্পগুলো ডায়রীতে সাজিয়ে রাখে
কবিরাই, শব্দের মোহন রাঙানো খেলায় মেলায়
এবং কী বসন্তে, কী বর্ষায়, কী হেমন্তে, কী
শীতার্ত সন্ধ্যায় গল্পগুলো জেগে ওঠে কবিতার
পাতায় পাতায় । আবার কখনো কখনো এই শহরের
বাতিগুলো বাঁচিয়ে রাখে কবি ও কবিতারা,
আবার কখনো কখনো মধ্যসমুদ্রের
গোলোকধাঁধায় দিকভ্রান্ত কাপ্তানকে খুঁজে
দেয় তারা নদী নিরবতার ঠিকানা । তুমি তো
জানো, সাতসকালে শহরের নাগরিক
জানালাগুলো খুলে দেয় কবিরাই; ভোরের আলোয়
যেখানে পাখিরা পথে প্রান্তরে কিচিরমচির
গানে মুখরিত করে তোলে সমগ্রবাংলা থেকে
বিশ্ববাংলা ।
কবিদের শহরে কবিতার শহরে হেঁটে যেতে যেতে
আজও আমি দেখি স্বপ্নের বাতিগুলো জ্বলছে
আপন উজ্জ্বলতায়; যেখানে রক্তপাতের কোনো
চিহ্নই নেই । হাতে হাতে প্রজ্বলিত
বিশ্ববাংলার পতাকা উড়ছে বাংলা কবিতার ।

সুর স্বর ছন্দ
তাজুল নূর

অতঃপর তোমাকে টেনে নিয়ে গেলো
সুখকর এক অন্য বলয় ।
আর আমি? আমি ইত্যবসরেই হেঁটে এসেছি
বিষবিষা জাগানিয়া এক পরাবাস্তব জগৎ,
মগজে গেঁথে নিয়েছি তার শব্দ তার ভাষা
রূপ রস গন্ধ ।
হুতোমপেঁচা কিংবা ডাহুকের ডাকের মতোন
আচানক কতো তার, সুর স্বর ছন্দ ।



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বৃষ্টির শঙ্কা আশার আলো

ঢাকা ডেস্ক: ৯০ হাজার টিকিট মাত্র দশ মিনিটে নিঃশেষ। দর্শক উন্মাদনা সামাল দিতে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) গ্যালারিতে দাঁড়িয়েও খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে! ক্রিকেটের 'এল ক্লাসিকো' বলে কথা। সব ম্যাচের সেরা ম্যাচ দিয়ে আজ মেলবোর্নে এবারের টি ২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। গত কয়েক দিনে পুরো শহরটাকে নিজেদের ঘর-বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে দুদলের সমর্থকরা। ফলে উপমহাদেশীয় আবহে মেলবোর্নে খোদ অস্ট্রেলিয়ানরাই হয়ে গেছে সংখ্যালঘু! ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে উত্তাপ-উত্তেজনা সবসময়ই থাকে তুঙ্গে। এবার তাতে বাড়তি মাত্রা যোগ করে‡ছ ২০২৩ এশিয়া কাপে খেলতে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক। তবে সব উত্তেজনায় জল ঢেলে দেওয়ার শঙ্কা জাগিয়েছিল প্রকৃতি। সেখানেও মিলেছে সুখবর। আজ ম্যাচের সময় মেলবোর্নে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯৫ থেকে কাল নেমে এসেছে ৭০ শতাংশে। প্রকৃতি সদয় হলে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট তী‡র্থ উপভোগ্য এক লড়াই প্রত্যাশা করাই যায়। বড় ম্যাচগুলো অবশ্য অনেক সময় প্রত্যাশার চাপে একপেশে হয়ে যায়। কাল সিডনিতে যেমন সুপার টুয়েলভের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে ৮৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড।



গত তিন মাসেরও কম সময়ে এটি তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান মহারণ। গত এশিয়া কপের প্রথম রাউন্ডে ভারত জিতেছিল পাঁচ উইকেটে, সুপার ফোরে একই ব্যবধানে জয়ী হয় পাকিস্তান। এর আগে গত বছর সবশেষ টি ২০ বিশ্বকাপে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। সেই ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত সুপার টুয়েলভ থেকে বিদায় নিতে হয় ভারতকে। এবার দুদলই আছে দারুণ ছন্দে। গত বিশ্বকাপের পর থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৫টি টি ২০ খেলেছে ভারত। চোটের ধাক্কায় দলের সেরা বোলার জাসপ্রিত বুমরা ছিটকে গেলেও অধিনায়ক রোহিত শর্মার বিশ্বাস, গত আসরের ঘাটতিগুলো অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছেন তারা। রোহিতের ভাষায়, 'আমার মনে হয়, খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এবার বিশ্বকাপে এসেছি আমরা। মনে হচ্ছে, দল হিসাবে যা অর্জন করতে চাই সেটা পারব।'

তাই বলে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের ফেভারিট ঘোষণা করতে নারাজ রোহিত, 'ফেভারিট, আন্ডারডগ-এসব শব্দে আমি বিশ্বাস করি না। ম্যাচের দিন মানসিকতা ঠিক রেখে যদি মাঠে না যান, তাহলে ভালো করতে পারবেন না। দুদলেরই জন্যই ম্যাচটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং ভালো করতে হবে। পরিসংখ্যান আপনাকে জেতাবে না।'

ভারতের মূল শক্তি তাদের ব্যাটিং। রোহিত, রাহুল, কোহলি, সূর্যকুমারদের যে কেউ গড়ে দিতে পারেন ব্যবধান। অন্যদিকে পাকিস্তানের ব্যাটিং অনেকটাই দুই ওপেনার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের ওপর নির্ভরশীল। তবে ব্যাটিংয়ের ঘাটতি পুষিয়ে দিতে পারে শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ ও নাসিম শাহকে নিয়ে গড়া পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ পেস আক্রমণ।

কাল ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সেটাই বললেন অধিনায়ক বাবর, 'আমাদের দারুণ একটি পেস আক্রমণ আছে। চোট কাটিয়ে ফিরেছে শাহিন। নাসিম ভালো করছে। হারিসের বিগ ব্যাশে খেলার অভিজ্ঞতা সহায়ক হবে। মিডল অর্ডারের ব্যাটাররাও ম্যাচ জেতাতে পারে। তাদের ওপর আমার আস্থা আছে। ভারতের সবাই‡ক নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা আছে। আশা করি, মাঠে তার সফল বাস্তবায়ন দেখাতে পারব।'



ইংল্যান্ডকে বড় টার্গেট দিতে পারল না আফগানিস্তান

ঢাকা ডেস্কঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্ব শুরু হলো আজ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে টসে জিতে আফগানিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের বোলারদের তোপের মুখে আফগানরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় টার্গেট দিতে পারেনি।

দুই বল বাকি থাকতেই মাত্র ১১২ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা।

ইব্রাহিম জারদার ও উসমান গনি ছাড়া আর কেউ উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেননি।

ইংল্যান্ডের পক্ষে স্যাম কারেন মাত্র ১০ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে আফগানদের ব্যাটিং লাইন ধসিয়ে দেন।

আফগানিস্তান: ১১২, ১৯.৪ ওভার (হযরতুল্লাহ ৭, রহমতুল্লাহ গুরবাজ ১০, ইব্রাহিম জারদান ৩২, ওসমান গনি ৩০, নজিবুল্লাহ জারদান ১৩, মোহাম্মদ নবি ৩, আজমাতুল্লাহ ৮, রশিদ খান ০, মুজিবুর রহমান ০, ফরিদ আহমেদ ২*, ফজলহক ০), স্টোকস ৪-০-১৯-২, ক্রিস ওকস ৪-০-২৪-১, মার্ক উড ৪-০-২৩-২, স্যাম কারেন ৩.৪-০-১০-৫, আদিল রশিদ ৪-০-৩২-০।

বোলারদের দাপটের ম্যাচে ইংল্যান্ডের জয়

ঢাকা ডেস্কঃ প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১১২ রানেই অলআউট হয়ে যায় আফগানিস্তান। টি-টোয়েন্টির হিসেবে খুবই ছোট টার্গেট। তখন মনে হচ্ছিল এই রান খুব সহজেই টপকে যাবে ইংল্যান্ড।

কিন্তু ম্যাচটি তো বোলারদের। ফলে এই রান টপকাতেও ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮.১ ওভার পর্যন্ত খেলতে হয়েছে ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের। নির্ধারিত বিরতিতে উইকেট পড়ছিল। ফলে একটু শঙ্কাও চেপে বসেছিল ইংলিশদের মনে।

তবে সব ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়েই শুরু হয়েছে ইংলিশদের। এই জয়ে লিয়াম লিভিংস্টোনের ২১ বলে অপরাজিত ২৯ রান বড় অবদান রেখেছে। তাছাড়া উদ্বোধনী জুটিতে ৩৫ রানও কাজে লেগেছে। এর আগে টসে জিতে আফগানিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের বোলারদের তোপের মুখে আফগানরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় টার্গেট দিতে পারেনি। দুই বল বাকি থাকতেই মাত্র ১১২ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। ইব্রাহিম জারদার ও উসমান গনি ছাড়া আর কেউ উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেননি। ইংল্যান্ডের পক্ষে স্যাম কারেন মাত্র ১০ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে আফগানদের ব্যাটিং লাইন ধসিয়ে দেন।

আফগানিস্তান: ১১২/১০, ১৯.৪ ওভার (হযরতুল্লাহ ৭, রহমতুল্লাহ গুরবাজ ১০, ইব্রাহিম জারদান ৩২, ওসমান গনি ৩০, নজিবুল্লাহ জারদান ১৩, মোহাম্মদ নবি ৩, আজমাতুল্লাহ ৮, রশিদ খান ০, মুজিবুর রহমান ০, ফরিদ আহমেদ ২*, ফজলহক ০), স্টোকস ৪-০-১৯-২, ক্রিস ওকস ৪-০-২৪-১, মার্ক উড ৪-০-২৩-২, স্যাম কারেন ৩.৪-০-১০-৫, আদিল রশিদ ৪-০-৩২-০।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

BANGLADESH SOCIETY, INC

নব নির্বাচিত কমিটির

অভিষেক

৩১ অক্টোবর
সোমবার
সন্ধ্যা ৬:৩০

গুলশান টেরেস
59-15 37th Ave
Woodside, NY 11377

সুধী,
আগামী ৩১ অক্টোবর, সোমবার প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা স্পরিবারে আমন্ত্রিত।

অভিষেক অনুষ্ঠান উপ-কমিটি

মোহাম্মদ আলী
আহ্বায়ক
৯১৭-৩০২-০৪৪৩

সৈয়দ এম কে জামান
প্রধান সমন্বয়কারী

সরোয়ার খান বাবু
সদস্য সচিব
৩৪৭-৬৬৫-৭৫৮০

নওশাদ হোসেন, ফারহানা চৌধুরী
যুগ্ম-আহ্বায়ক

মাইন উদ্দিন মাহবুব
যুগ্ম-সদস্য সচিব

সমন্বয়কারী:- আবুল কালাম ভূঁইয়া, আহসান হাবীব
নাদের এ আইয়ুব ও আবুল কাশেম চৌধুরী

আমন্ত্রনে

আব্দুর রহিম হাওলাদার
ভারপ্রাপ্ত-সভাপতি
৯১৭-৩০১-২০৬৩

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

আবদুর রব মিয়া
সভাপতি (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-৫৪৪-২১৪২

স্মরণিকা উপ-কমিটি

নাসির উদ্দিন (সম্পাদক), ফয়সাল আহমদ (সহকারি সম্পাদক)
রিজু মোহাম্মদ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক), মোঃ সাদী মিন্ট (সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পাদক)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

মনিকা রায় (আহবায়ক), ডা: শাহনাজ লিপি (যুগ্ম আহবায়ক)

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক || www.bangladeshsocietyinc.com







ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজ প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ মিশন পরিদর্শন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র আর্মি ওয়ার কলেজের ২৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২১ অক্টোবর জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সুনামের প্রেক্ষিতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অংশ হিসেবে প্রতিবছরই ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ মিশন পরিদর্শনে আসেন। ২৬ সদস্যের এই ডেলিগেশনে ঐ কলেজে প্রশিক্ষণরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছেন।

আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলকে মিশনে স্বাগত জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত। স্বাগত বক্তব্যে তিনি শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ব্যাপক অবদান এবং জাতিসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, টেকসই শান্তি ও পিস্‌বিল্ডিং কার্যক্রমে বাংলাদেশের নিবিড় অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন। এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। জাতিসংঘে 'শান্তির সংস্কৃতি' এবং 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা' শীর্ষক রেজুলেশন দুটি গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নেতৃত্বের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া বাংলাদেশ উত্থাপিত অন্যান্য রেজুলেশন যেমন: অন্ধত্ব প্রতিরোধ, ডুবেমৃত্যু রোধ, প্রাকৃতিক তন্তু পাট, এবং দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন এর কথা উল্লেখ করেন তিনি। প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি জানান বর্তমানে বাংলাদেশ পিস্‌বিল্ডিং কমিশনের চেয়ার, এবং ইউএন উইমেন এক্সিকিউটিভ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে মর্মেও উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মুহিত। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে তা উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর মধ্যে বহুমূখী সহযোগিতা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে তিনি তাঁর স্বাগত ভাষণে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: ছাদেকুজ্জামান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ও বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল বাহিনীর অংশগ্রহণ বিশ্বে প্রায় বিরল ঘটনা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১ লাখ ৮১ হাজার ৬৬১ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘের ৫৬টি পিস কিপিং মিশনে অংশ নিয়েছেন। আর বর্তমানে ০৯ টি মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন ৭ হাজার ১৪৪ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী। দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় এ পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন ১৬৫ জন আর আহত হয়েছেন ২৫৮ জন"। এছাড়া তিনি জানান, শান্তিরক্ষী মিশনে বর্তমানে ৫৪২ জন নারী শান্তিরক্ষী রয়েছেন যার মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের একটি নারী কন্টিনজেন্ট রয়েছে। প্রদত্ত বক্তব্যে বিগত তিন দশকেরও বেশি সময়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সাফল্যমন্ডিত অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিকগুলোর কথা তুলে ধরেন ডিফেন্স অ্যাডভাইজর।

তথ্য-সমৃদ্ধ এই চমৎকার আয়োজন ও আতিথেয়তার জন্য ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ মিশনকে ধন্যবাদ জানান। পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ মিশনকে নির্বাচিত করায় স্থায়ী প্রতিনিধি ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলকেও ধন্যবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





ইউক্রেনীয়দের ঠান্ডায় জমিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রাশিয়ার

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : গত কয়েকদিনে সামরিক স্থাপনায় রুশ সেনারা যতটা না আঘাত হেনেছে, তার চেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে ইউক্রেনের জ্বালানি স্থাপনা ও অবকাঠামোর উপর ।

শীত যখন খুবই সন্নিকটে তখন রুশ সেনারা ইউক্রেনের থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন,ট্রান্সফরমার ও পাইপ লাইনগুলোতে হামলা চালাচ্ছে । এরফলে ব্ল্যাকআউট, পানি সরবরাহ বন্ধ এবং ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

বলা হচ্ছে ইউক্রেনীয়দের ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া। তারা খুবই পরিকল্পনামাফিক-ভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য জ্বালানি স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে।

রুশ সেনারা ইউক্রেনীয় সেনাদের পাল্টা আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয় তখন রাশিয়ার অনেকে ইউক্রেনকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে শাস্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, রুশ সেনারা এখন জ্বালানি প্রকৌশলীদের নির্দেশনা অনুযায়ী চলছে। তাদের নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে কিভাবে হামলা করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা যাবে । সেই অনুযায়ী এখন কাজ করছে সেনারা। তারা তাই ড্রোন ও মিসাইল দিয়ে বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোর এমন এমন জায়গায় আঘাত হান‡ছ যেন সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন ।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School

- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!



SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available

30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সভায়

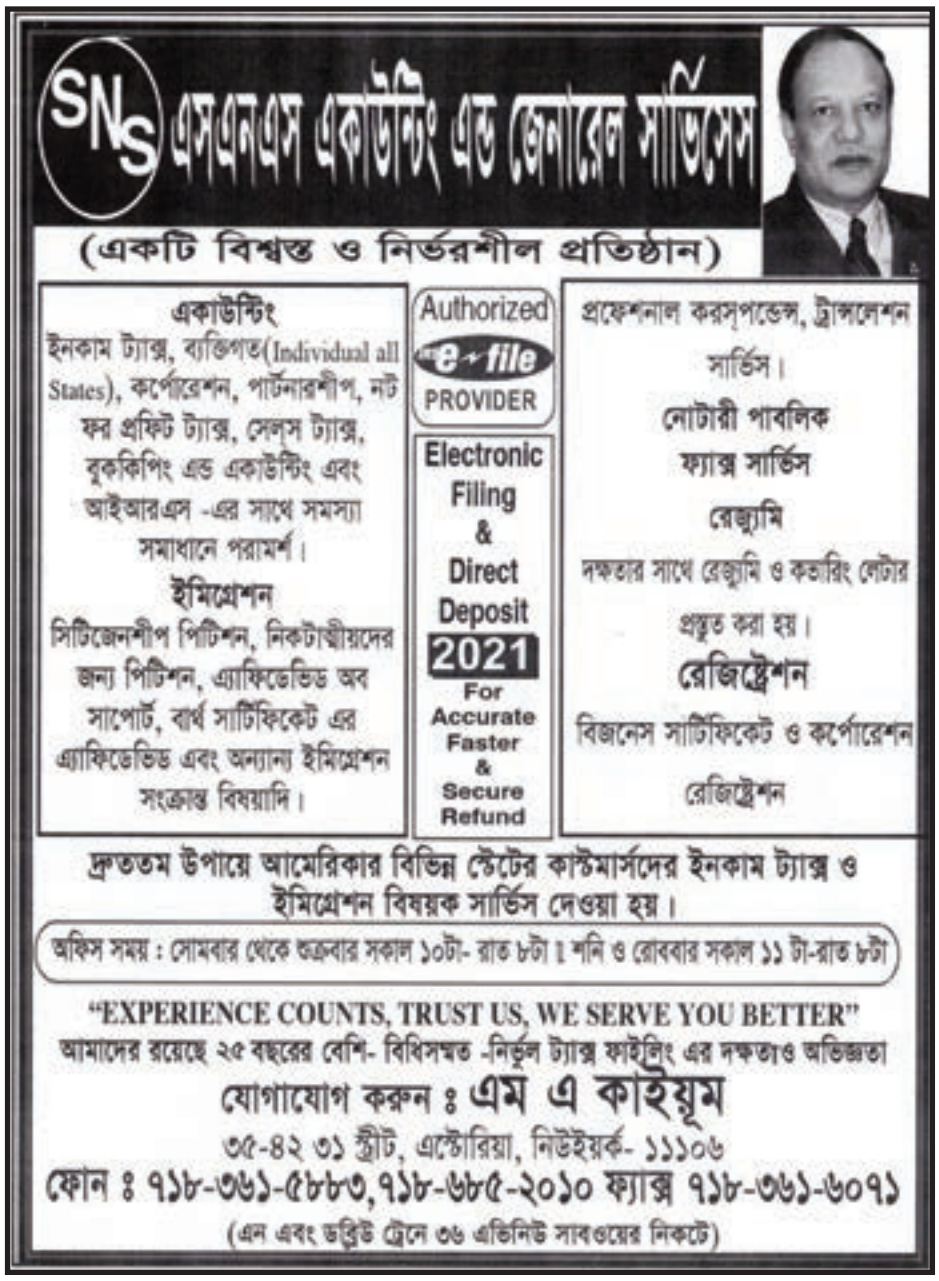
কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের অনশন ধর্মঘট কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ

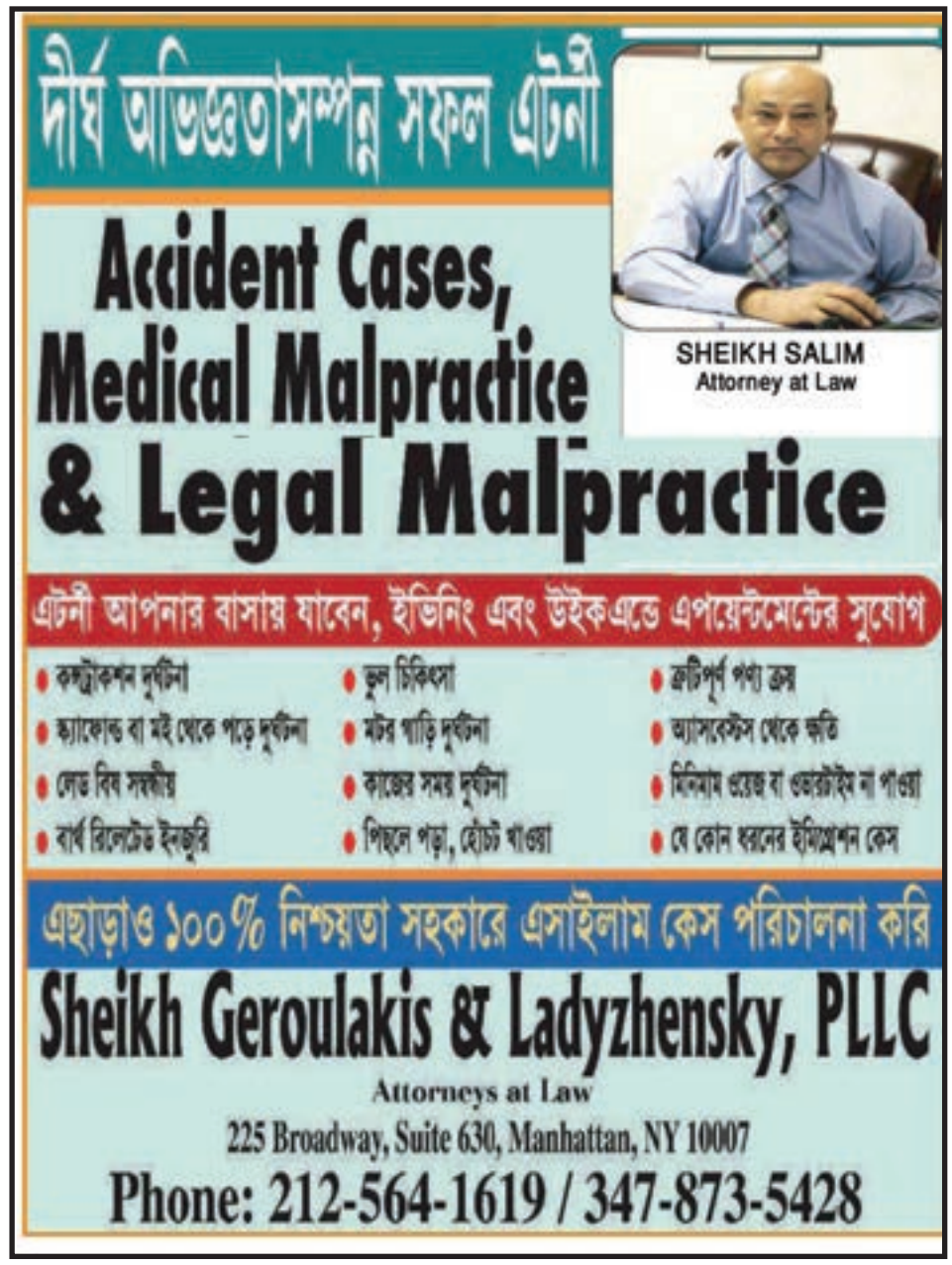
নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক শহরের রুমা'স কিচেনের সভাকক্ষে যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক বিশেষ সভা গত ২১ অক্টোবর, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বয়োজ্যাষ্ঠ সভাপতি নবেন্দু দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারী দলের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগ ও চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা চত্বরে সকাল-সন্ধ্যা গণঅনশনরত সংখ্যালঘু নর-নারীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা ছাড়াও সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রবাসী সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের সভা, এবারকার পুজোয় হিন্দু সমাজের নিরাপত্তা বিধানে সরকারের প্রশংসনীয় ভূমিকা, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেন্টে কংগ্রেসম্যান শ্যাবো ও রো খান্না কর্তৃক উত্থাপিত বেঙ্গলী জেনোসাইড বিল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা ছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সভায় যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংগঠনের তিন সভাপতি নবেন্দু দত্ত, ডক্টর টমাস দুলু রায় ও রণবীর বড়ুয়া ছাড়া সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন শিতাংশু গুহ, রূপকুমার ভৌমিক, সুশীল সাহা, প্রদীপ মালাকার, ভজন সরকার, রিণা সাহা, আশীষ ভৌমিক, দিলীপ নাথ , তপন সেন, পার্থ তালুকদার, বিষ্ণু গোপ, বিধান রায়, নারায়ণ বর্মণ, মিলন রায়, ও দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য।

সভার পক্ষ থেকে এবার সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজকে নির্বিঘ্নে পুজো এবং শারদোৎসব উদযাপনের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বক্তারা বলেন যে, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে, অর্থাৎ সংখ্যালঘু নির্যাতন ঠেকাতে সরকার তৎপর হলে, যে সেটা করা সম্ভব তার প্রমান এবারকার পুজো। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে ২০১৩ সালে রামুর বিভৎসতা থেকে শুরু করে ২০২১ সালের পুজো পর্যন্ত কিছুদিন পর পর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী চক্র দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে বর্বর অত্যাচার করে এসেছে সেটার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, তিনি যেন সংখ্যালঘুদের এই জীবন-মরণ সমস্যার একটি টেকসই সমাধানকল্পে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেন। তাঁরা আরও বলেন যে, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তিক ১৯৭২ সালের সংবিধানকে পুন:প্রতিষ্ঠা না করে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার না করার ফলে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটে পড়ে রাস্তায় অনশণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা কোনভাবেই কারও কাম্য হতে পারে না।

বক্তারা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আরও আবেদন জানান যে, শুধু ২০১৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারী দলের প্রতিশ্রুতি পালন, অর্থাৎ (১) সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, (২) বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, (৩) দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, (৪) জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, (৫) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন, (৬) পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং (৭) সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করাই নয়, তিনি যেন অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি (৮) হেইট ও স্পীচ আইন পাশ করেন; তারপর, (৯) একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সংঘটিত সকল সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্বেতপত্র করে প্রকাশ করেন। আর, ওই প্রক্রিয়া চলাকালে (১০) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্টে চিহ্নিত সংখ্যালঘু নির্যাতকদের হেইট ক্রাইম ও স্পীচ আইনের আওতায় বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেন; তা' ছাড়া, (১১) একটি সংখ্যালঘু মন্ত্রনালয় গঠন করেন, (১২) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আদলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ফাউন্ডেশন গঠন করেন, (১৩) সংখ্যালঘু নির্যাতক ও এর সহায্যকারীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং (১৪) ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করে দেশের সকল নাগরিকের সম-অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



বড় হামলা চালিয়েছে রাশিয়া, জানালেন জেলেনস্কি

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদমির জেলেনস্কি শনিবার বলেছেন, রাশিয়ানরা সারা রাতব্যাপী ৩৬টি রকেট ছুঁড়ে 'বড় হামলা' চালিয়েছে।

জ্বালানি স্থাপনায় হামলায় ইউক্রেনের বেশিরভাগ অঞ্চল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর জেলেনস্কি 'বড় হামলা' বিষয়ে বিবৃতি দেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেছেন, আগ্রাসনকারীরা আমাদের জনগণকে আতঙ্কিত করা অব্যাহত রেখেছে। রাতে, শত্রুরা বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে: ৩৬টি রকেট, যেগুলোর বেশিরভাগ গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ওপর জঘন্য হামলা। জঙ্গিদের চিরাচরিত কৌশল এগুলো।

এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার জ্বালানি স্থাপনার ওপর যেসব হামলা চালানো হয়েছে এগুলো এ মাসের শুরুতে চালানো হামলার চেয়েও বড়।

তাদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এখন ইউক্রেনের ১০ লাখ বাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

যুক্তরাজ্য: সুনাককে সরে যাওয়ার অনুরোধ বরিসের

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লড়াইয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনাককে এগিয়ে রাখছেন অনেকেই। এরই মধ্যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থনও পেয়ে গেছেন। 'দলীয় ঐক্যের স্বার্থে' সেই সুনাককেই নেতৃত্বের লড়াই থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন বরিস জনসন।

লিজ ট্রাস মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে কনজারভেটিভ পার্টি তথা টোরি দলের নেতৃত্বের দৌড়ে ঋষি সুনাককে হারিয়ে বরিসের স্থলাভিষিক্ত হন।

এগুলোসহ বিভিন্ন কারণে বাজিকর প্রতিষ্ঠানগুলো পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তাই এগিয়ে রাখছে সুনাককেই।

বর্তমান নিয়মে নেতৃত্বের লড়াইয়ে অংশ নিতে সোমবারের মধ্যে ১০০ জন পার্লামেন্ট সদস্যের (এমপি) সমর্থন পেতে হবে একেকজন প্রার্থীকে। দুই বা তিনজন এই সংখ্যক সমর্থন পেলে আগামী শুক্রবার চূড়ান্ত হবে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। সুনাক এরই মধ্যে ১০০ এমপির সমর্থন পেয়ে গেছেন। যদি আর কেউ ১০০ এমপির সমর্থন আদায় করতে না পারেন তবে সুনাকই হবেন প্রধানমন্ত্রী।



এদিকে নিজেকে যোগ্য ঘোষণায় বরিস জনসন টোরি এমপিদের কাছে আরো বড় একটি বিষয় সামনে আনছেন। স্থানীয় সংবাদপত্র টেলিগ্রাফ জানায়, বরিস এমপিদের বলছেন, 'পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে একমাত্র তিনিই দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন'। শীর্ষ পদের লড়াইয়ে নামতে এরই মধ্যে লন্ডনে ফিরেছেন বরিস।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বরিস এখন ঋষি সুনাকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবারও একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঋষি সুনাক ও বরিস জনসনের সঙ্গে উঠে আসছে হাউস অব কমন্সের নেতা পেনি মর্ডান্টের নামও। আলোচনায় ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেস ও অর্থমন্ত্রী জেরেমি হান্টের নাম। কিন্তু দুজনেই নাম সরিয়ে নিয়েছেন। বেন ওয়ালেস প্রকাশ্যে বরিসকে সমর্থন দিচ্ছেন।

মূলত পার্টিগেট কেলেঙ্কারির জেরে নিজ এমপি ও মন্ত্রীদের চাপে তিন মাস আগে নিজের পদ ছাড়তে হয়েছিল বরিস জনসনকে। তবে এমপিদের একাংশের মধ্যে ও দলের বিভিন্ন অঞ্চলের সদস্যদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে। তার পরও সবার চোখ মূলত ঋষি সুনাকের দিকে। করোনাকালীন ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন এই আর্থিক পরামর্শদাতা ও ব্যবসায়ী।

এদিকে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্তমান টোরিদের জনপ্রিয়তা হারানোর কারণ দেখিয়ে বিরোধী দলগুলো নতুন করে নির্বাচন চাইছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ রাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, ক্রাইগ কাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফাইল	$ 17.99
আমিল স্যালমন ফাইল	$ 17.99
আমিল সোর্ডফিশ ফাইল	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফাইল	$ 18.99
স্বাস্থ্যকর স্যালমন ফাইল	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফাইল	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



সম্পর্ক নতুন মাত্রায় নিচ্ছে সৌদি-ভারত!

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : সম্পর্ক জোরদার করতে আগ্রহী সৌদি আরব ও ভারত। দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রের নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ স্থাপন হতে পারে। গুজরাট উপকূল দিয়ে ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির এই গ্রিড সংযোগ পৌঁছে যাবে মধ্যপ্রাচ্যে।

সৌদি প্রধানমন্ত্রী ও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান আগামী মাসে ভারত সফর করবেন। এ সফরের বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে ভারতে এক দিনের সফর করেন সৌদির জ্বালানি মন্ত্রী যুবরাজ আবদুল আজিজ বিন সালমান। সেখানেই এ ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে।

মোহাম্মদ বিন সালমানের সফরের সময় তেল ইস্যুতে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া উভয় পক্ষই দক্ষিণ এশিয়া ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে জড়িত একটি বিদ্যুৎ গ্রিডের জন্য সমুদ্রের নিচ দিয়ে তারের সংযোগের বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। এ বিষয়ে একটি প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

ভারত সম্মত হলে আবুধাবি সরকারও এ উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে যোগ দিতে পারে। এর মূলধন খরচ ১৫ বিলিয়ন থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। ভারতে সৌদি রাষ্ট্রদূত ইতোমধ্যেই টাটা গ্রুপ, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, জেএসডব্লিউ, স্টারলাইট পাওয়ার এবং আদানির মতো নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলোকে তাদের মতামতের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আরব সাগরজুড়ে গুজরাট উপকূল (মুন্দ্রা বন্দর) থেকে ফুজাইরাহ আমিরাতের দূরত্ব ১৬০০ কিলোমিটার। বিকল্পভাবে ক্যাবলটি ওমানের (১২০০ কিলোমিটার) মাধ্যমেও যেতে পারে। এর গভীরতম বিন্দুটি ৩.৫ কিলোমিটার।

বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের কর্মকর্তারা তিন বছর আগে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আন্তর্জাতিক সৌর জোটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রকল্পটি এখন চলছে।

সফরে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান প্রথমেই ভারতে পা রাখবেন। সেখান থেকে তিনি ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পরে জাপান যাবেন। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

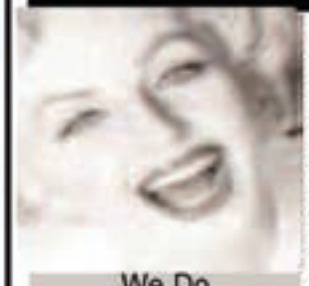
ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সমন জারি



ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে কংগ্রেসের তদন্ত প্যানেল। হামলার সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পৃক্ততার অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নিতে গত শুক্রবার সমন জারি করা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয়ে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সমর্থকরা গত বছরের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলা চালায়। এর পেছনে মূল উসকানিদাতা হিসেবে ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করা হয়।

গত শুক্রবার জারি করা সমনে বলা হয়, ট্রাম্পই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি একটি নির্বাচন বানচাল করা এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করায় মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। তদন্ত কমিটির সামনে হাজির না হলে ট্রাম্প ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হবেন। সমন অনুসারে আগামী ৪ নভেম্বরের মধ্যে সব নথি প্রস্তুত করে ১৪ নভেম্বর বা এর মধ্যে কোনো এক সময়ে ট্রাম্পকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে হবে। ট্রাম্পের আইনজীবী ডেভিড ওয়ারিংটন জানিয়েছেন, তাঁরা এর যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানাবেন। এদিকে ট্রাম্পের সহযোগী স্টিভ ব্যাননকে কংগ্রেস অবমাননার জন্য চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

FAMILY DENTAL



We Do Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET





যুক্তরাজ্যের রাজনীতি

লড়াইয়ে এগিয়ে ঋষি সুনাক, দেশে ফিরলেন বরিস জনসন

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচনের লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছেন দেশটির সাবেক অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনাক। দলীয় প্রধান হতে তিনি ৩৫৭ জন কনজারভেটিভ (টোরি) এমপির মধ্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ১০০ জনের সমর্থন পেয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে নেতা নির্বাচনের লড়াইয়ে নিজেকে শামিল করতে বিদেশ সফর সংক্ষিপ্ত করে আজ শনিবার দেশে ফিরেছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। যদিও এখন পর্যন্ত তাঁদের কেউই এ লড়াইয়ে নামার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি। খবর বিবিসি ও এএফপির।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও কনজারভেটিভ পার্টির নেতা লিজ ট্রাসের আকস্মিক পদত্যাগের ঘোষণার পর তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, এ প্রশ্ন এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গন ও সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় এগিয়ে রয়েছে সুনাক ও জনসনের নাম।

নিয়ম অনুযায়ী, প্রার্থিতা নিশ্চিত করতে ৩৫৭ জন কনজারভেটিভ (টোরি) এমপির মধ্যে নূন্যতম ১০০ জনের সমর্থন পেতে হবে। আগামী সোমবারের মধ্যে তাঁদের এই সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে। আর ২৮ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনপ্রক্রিয়া শেষ হবে। যিনি দলের নেতা হবেন, তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন।

সুনাকের নির্বাচনী প্রচারশিবিরের বরাতে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুনাক পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে প্রয়োজনীয় ১০০ জন টোরি এমপির সমর্থন নিশ্চিত করেছেন। টোরি এমপি টোবিয়াস এলউড শনিবার টুইট করে এ তথ্য জানিয়েছেন।

জনসনের সরকারে অর্থমন্ত্রী ছিলেন সুনাক। পরে পদত্যাগ করে তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে শামিল হন। শেষ পর্যন্ত লিজ ট্রাসের কাছে হেরে যান।

জনসনের উত্তরসূরি হন ট্রাস। যদিও ট্রাসের কর পরিকল্পনা অর্থনীতি ধ্বংস করবে বলে আগেই সতর্ক করেছিলেন সুনাক। করোনা মহামারির সময় অর্থনীতি সচল রাখতে সচেষ্ট ছিলেন সুনাক। কিন্তু করসুবিধা নেওয়ায় স্ত্রীকে নিয়ে বিতর্ক উঠলে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় তাঁর।

এদিকে ছুটি কাটাতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে গিয়েছিলেন জনসন। এর মাঝেই দেশের রাজনীতিতে ঝড় ওঠে। আকস্মিক পদত্যাগের ঘোষণার পর ট্রাসের উত্তরসূরি হতে তাঁর নাম আলোচনায় চলে আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার লন্ডনে ফিরেছেন জনসন।

বরিসের প্রচার সূত্রের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে বরিসও ১০০ জন টোরি এমপির সমর্থন পেয়েছেন।

২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন জনসন। ওই সময় থেরেসা মের স্থলাভিষিক্ত হন তিনি। কিন্তু বিতর্ক-সমালোচনা তাঁর পিছু ছাড়েনি।

মহামারিতে করোনা বিধিনিষেধ ভেঙে পার্টির আয়োজন ও জরিমানা প্রদান ছাড়াও নিজ দলের এমপি ক্রিস পিনচারের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হয়রানির অভিযোগ আমলে না নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ ছিল জনসনের বিরুদ্ধে।

ভঙ্গুর অর্থনীতির গতি ফেরাতে না পারা ও জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে না পারার অভিযোগও ছিল জনসনের বিরুদ্ধে। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধে। টোরি এমপিরাও তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। সরকারের একের পর এক মন্ত্রী ও সহযোগী পদত্যাগ করে চাপে ফেলেন জনসনকে। শেষ পর্যন্ত গত ৬ সেপ্টেম্বর পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিনি।

পদত্যাগের দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে আবারও কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে জনসনের সামনে। টোরি এমপিদের অনেকেই চাইছেন জনসন ছেড়ে যাওয়া পদে ফিরে আসুন। সংকটের সময় দল ও দেশের হাল ধরুন। বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, এ সুযোগ কাজে লাগাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন জনসন। যদিও এ জন্য একসময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রী সুনাকের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে ৫৮ বছর বয়সী জনসনকে।

তবে জনসনকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন তাঁর সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ডমিনিক রাব। শনিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত, পেছনে নয়।' এ সময় চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সুনাকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি। এ অভিজ্ঞতার প্রশংসা করে রাব বলেন, 'সুনাক একজন আদর্শ প্রার্থী।'

প্রার্থী হচ্ছেন পেনি মরডান্ট

কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচনের লড়াইয়ে জনসন-সুনাকের পাশাপাশি আলোচনায় ছিলেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেনি মরডান্ট। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার ৪৯ বছর বয়সী মরডান্ট নিজের প্রার্থিতা নিশ্চিত করেছেন। এ সময় তিনি বলেন, 'আমাদের নতুন করে শুরু করতে হবে। দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় একজন যোগ্য নেতা নির্বাচন করতে হবে।'

২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন মরডান্ট। জনসনের পদত্যাগের পর তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লড়াইয়ে শামিল হলেও বাছাইয়ে হেরে যান। পরে ট্রাসকে সমর্থন দেন। সরকার গঠনের পর ট্রাস তাঁকে হাউস অব কমন্সের নেতা এবং প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় যখন যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট উত্তাল, তখন ট্রাসের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য দিয়ে নজর কেড়েছিলেন মরডান্ট।

যেভাবে নির্বাচিত হবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : কে হচ্ছেন পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী? ব্রিটেনসহ সারা বিশ্বেই এটি এখন আলোচনা প্রধান একটি বিষয়।

এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে প্রধানত দুজনকেই দেখা যাচ্ছে- মাত্র তিন মাস আগে পদত্যাগ করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও সাবেক চ্যান্সেলর ঋষি সুনাক। তবে এ দুজনের বাইরে পেনি মরডন্তের নামও শোনা যাচ্ছে।

মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস পদত্যাগে বাধ্য হন। তারপর থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছে কে হতে চলেছেন পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

‡তা, কীভাবে নির্বাচন করা হয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী?

প্রাথমিকভাবে আগ্রহী প্রার্থীদের কমপক্ষে ১০০ জন দলীয় (কনজারভেটিভ) এমপির সমর্থন প্রয়োজন। সোমবার দুপুরের মধ্যেই আগ্রহী প্রার্থীকে কমপক্ষে ১০০ জন দলীয় এমপির সমর্থন দেখাতে হবে।

যদি মাত্র একজন প্রার্থী ১০০ জন এমপির সমর্থন জোগাড় করতে সমর্থ হন তাহলে তিনিই হবেন দলীয় নেতা ও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে আর এমপি ও দলীয় সদস্যদের ভোটাভুটির প্রয়োজন হবে না।

যদি দুইয়ের অধিক প্রার্থী ১০০ জন এমপির সমর্থন আদায়ে সফল হন তাহলে দলীয় (কনজারভেটিভ) এমপিরা ভোটাভুটির মাধ্যমে সবচেয়ে কম ভোট যিনি পাবেন তাকে বাদ দেবেন।

এভাবে প্রার্থীর সংখ্যা দুইজনে নেমে আসার পর এমপিরা আবার তাদের পছন্দ বাছাই করবেন। এরপর দলীয় সদস্যরা অনলাইনে ভোট দেবেন।

সবার ভোট হিসেব করে যিনি জয় হবেন তিনিই হবেন দলীয় নেতা ও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

আগামী শুক্রবারের মধ্যে নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়া দৌড়ে ‘এগিয়ে’ ঋষি সুনাক!

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে আপাতত দুজনকেই দেখা যাচ্ছে। মাত্র তিন মাস আগে পদত্যাগ করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও সাবেক চ্যান্সেলর ঋষি সুনাক।

মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস পদত্যাগে বাধ্য হন। তারপর থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছে কে হতে চলেছেন পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

একাধিক নাম শোনা গেলেও এখন আলোচনায় দুজনকেই দেখা যাচ্ছে। তবে বরিস জনসন ও ঋষি সুনাক ছাড়াও পেনি মরডন্তের নামও শোনা যাচ্ছে।

এর মধ্যে বাজির দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে আছে ঋষি সুনাক। অডসচেকারের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বাজিকরদের ৬০ শতাংশের পছন্দ ঋষি সুনাক। বরিস জনসন ৩৫ শতাংশের পছন্দ। আর পেনি মরডন্তের পক্ষে ৫ শতাংশ। তবে এটি শুধুই বাজিকরদের হিসেব।

এদিকে বরিস জনসন তার অবকাশ যাপন সংক্ষিপ্ত করে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগেভাগেই লন্ডনে ফিরেছেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে বরিস জনসন, ঋষি সুনাক ও পেনি মরডন্তকে যা করার সোমবার দুপুরের মধ্যেই করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে প্রত্যাশিত এমপিদের সমর্থন জোগাড় করতে হবে।

আগামী শুক্রবারের মধ্যে নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানা গেছে।



জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান
ইফজাল আহমেদ চৌধুরী
সিলেট জেলা পরিষদের
সদস্য-নির্বাচিত হওয়ায়



অভিনন্দন



KOBIR CHOWDHURY
Tax Consultant
347-621-8741

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

INCOME TAX E-FILE
ইনকাম ট্যাক্স ই-ফাইল



ALL YEAR AROUND
IMMIGRATION
-
NOTARY PUBLIC
-
SHIPPING SERVICES

INCOME TAX SAVINGS
মান্নান সুপারমার্কেট
ক্লাব কার্ড মেম্বারদের জন্য
$20 OFF ছাড়
For MANNAN SUPERMARKET Club Members!

Come to:

M A K K A H MULTI SERVICES

In Ozone Park
175 Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 347-529-2800
Cell: 347-621-8741
(Next to Masjid Al-Aman)

* This offer cannot be combined with any other offer/s

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



'ঘুরে দেখা ইউরোপ'

(শেষের পাতার পর)

জনাব হাবিব রহমানের লিখা ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ "ঘুরে দেখা ইউরোপ" এখন বাজারে। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বের শতাধিক দেশ ভ্রমণ করেছেন। চষে বেড়িয়েছেন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বহুদেশ। পর্যটনের নেশা তাকে দীর্ঘদিন ঘরে থিতু হয়ে বসতে দেয়নি। তিনি ছুটে চলেছেন একদেশ থেকে আরেক দেশে। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। এসব ভ্রমণ কাহিনী বাংলা পত্রিকা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় ইতোপূর্বে নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এখন এগুলো একত্রিত করে সংকলিত আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যার প্রথম খন্ড "ঘুরে দেখা ইউরোপ"।

এই পর্বে তিনি নেদারল্যান্ডস, গ্রীস, তুরস্ক, জার্মানী, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনলান্ড, রাশিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, বৃটেন, পর্তুগাল এবং স্পেনের বিভিন্ন দর্শনীয়স স্থানের বিবরণ তুলে ধরেছেন। যদিও প্রতিটি বিবরণ সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্যে ভরপুর। যারাদেশগুলো ভ্রমণে আগ্রহী তাদের জন্য বইটি চমৎকার গাইড বুক হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

যেকোন ভ্রমণ কাহিনী সাহিত্যের জনপ্রিয় একটি ধারা। একটি সার্থক ভ্রমন কাহিনী পাঠককে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন নগরীর ইতিহাস ঐতিহ্য, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা, সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক সহ অনেক অজানা বিজয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। অনেকে ভ্রমণ করলেও তাদের অভিজ্ঞতা লিখে যান না। সেদিক থেকে "ঘুরে দেখা ইউরোপ" এর লেখক হাবিব রহমান তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিখে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একদিকে তিনি তার নিজের ভ্রমণ তৃষ্ণা পুরণ রেছেন অন্যদিকে ভবিষ্যৎ ভ্রমণবিলাসীদের প্রতি তার দায়বদ্ধতায়ও পরিচয় দিয়েছেন।

২৭৮ পৃস্টার এই বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের সৃজনশীল গ্রন্থের অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা নালন্দা প্রকাশনী। কোলকাতার পরিবেশক সূর্যসেন স্ট্রিটের "বই বাংলা"। নিউইয়র্কে পাওয়া যাবে জ্যাকসন হাইটসের মুক্তধারায়। এছাড়াও অন লাইনে roko-mari.com/nalonda এবং www.biohaz-ard.com অর্ডার করা যাবে। এছাড়াও ০১৫১৯৫২১৯৭১ অথবা ০৯৬১১২৬২০২০ এই নাম্বারে ফোনে অর্ডার করা যাবে। চার রংয়ে বইটির নান্দনিক পপ্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী ধ্রুব এষ।



Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো 'লালন উৎসব' ৩০ অক্টোবর

(শেষের পাতার পর)

উজ্জীবিত হয়ে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো 'লালন উৎসব' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী ৩০ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে আয়োজিতব্য এই উৎসবের আয়োজক লালন পরিষদ ইউএসএ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বাংলার লোকগীতি ও লালন গানের কিংবদন্তী শিল্পী ফরিদা পারভীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন বাংলাদেশের বরেণ্য বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিম। ফকির লালন লালন সাঁইর ১৩২তম জন্ম ও তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্ট সোমবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় আয়োজিত জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে লালন উৎসবের ঘোষণা দেন কুষ্টিয়া লালন একাডেমির আজীবন সদস্য ও লালন পরিষদ ইউএসএ'র আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবদুল হামিদ। খবর ইউএনএ'র।

উৎসবের সমন্বয়ক ও সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকির উপস্থাপনায় সংবাদ সম্মেলনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শহীদ পরিবারের সন্তান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক ফাহিম রেজা নূর, উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নূরুল আমিন বাবু, টাইটেল স্পন্সর ইন্টার্ন ইনভেস্টমেন্ট-এর চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, উৎসবের সমন্বয়ক গোপাল স্যানাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া, দিনেশ চন্দ্র মজুমদার, সুখেন গমেজ, সংগীত শিল্পী শাহ মাহবুব এবং সাংস্কৃতিক কর্মী ইসরাত জাহান।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবধর্মে অনুসারী, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ফকির লালন সাঁইর দর্শন, চিন্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়াই উৎসবের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, থিয়েটার শো, চিত্রকলা, তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে লালন সাঁইকে উপস্থাপন করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে আয়োজকরা জানান, মূলত: স্পন্সরদের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসবের যাবতীয় ব্যয় মিটানো হবে। সেই সাথে অনেকেরই সহযোগিতা পাচ্ছি।

উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী, অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সঙ্গীত শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, সাংবাদিক ও গবেষক হাসান ফেরদৌস, মুক্তিযোদ্ধা ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, নৃত্যশিল্পী এ্যানি ফেরদৌস, নাট্যব্যক্তিত্ব গার্গী মুখার্জি ও গোলাম সারোয়ার হারুন ও ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সুমন মুখোপাধ্যায়লায়ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, এডভোকেট মোহাম্মদ এন. মজুমদার, শাহ গ্রুপের শাহ জে. চৌধুরী প্রমূখ।

ফরিদ সভাপতি, রিংকন সাধারণ সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

বখতার কাবাব এন্ড পার্টি হলে সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মফিজুর রহমান এসোসিয়েশনের ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষনা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অপর কমিশনার এবিএম সালেহ উদ্দিন। নির্বাচনে দু'জন সভাপতি প্রার্থীর একজন এমডি মঈন উদ্দিন তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করলে সংগঠনর অন্যান্য কর্মকর্তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত





হন। খবর ইউএনএ'র।

নুতন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা হলেন:

সভাপতি- মোহাম্মেদ শেখ ফরিদ, সহ সভাপতি- আবদুর রাজ্জাক শামীম, মোহাম্মেদ আক্তার হোসেন ও মোহাম্মেদ সোহরাব, সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম রিংকন, সহ-সাধারন সম্পাদক- এমডি মাসুম ও এমডি কামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক- জেএফএম রাসেল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক- এম এ মাসুদ কবির, কোষাধ্যক্ষ- আবু সাঈদ, দপ্তর সম্পাদক- এমডি সামছুদ্দিন, সহ দপ্তর সম্পাদক- নীরব হোসে, ক্রীড়া সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম দুলাল, প্রচার সম্পাদক- মহিউদ্দিন বাবু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- এমডি মাসুম (ফুলবাগিচা), আন্তর্জাতিক সম্পাদক- খাঁ এ এম রহমান, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক- হাসিব রশীদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- আফরিন নাহার তামান্ন, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- ডা. সারমিন আক্তার। কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে আবদুস সাত্তার মামুন, আবদুর রহমান জুয়েল এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে এমডি মঈন উদ্দিন, গোলাম মোস্তফা টিটু, এমডি এন মুরাদ, হামিদুর রহমান মাসুম, এমডি মিজানুর রহমান, বিশ্বজিত দে, জিএম ফাহাদ, নীরব মিয়া, ইমরিয়া হাসিব, আফতাব এ লিটন, এমডি আবদুর রাজ্জাক রুবেল, এমডি আকবর আলী, এমডি মারুফুল ইসলাম, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, এনএম মঈনুল ইসলাম এবং হাসান আহম্মেদ।

উল্লেখ্য, নবনির্বাচিত এ কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান আগামী ৩০ অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬টায় উডসাইডের গুলশান টেরেস (৫৯-১৫ ৩৭ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক) অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকল প্রবাসী ভোলাবাসীকে উপস্থিত থাকার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর

)নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

মিডিয়ার সামনে সাকিবের যত 'অহংকারী' আচরণ

(শেষের পাতার পর)

আক্রমণাত্মক কথা বলেন। লিটন দাসকে ওপেনিংয়ে পাঠানো হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে সাকিব বলে বসেন, 'আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হয় আপনাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিলে ভালো হতো।' বিষয়টি নিয়ে দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে শুরু হয়েছে সমালোচনা।

সাকিবকে এমনিতেই অনেকে 'অহংকারী' বলে থাকেন; এই আচরণের পর তাদের দাবিটাই যেন পোক্ত হচ্ছে।

বলা হচ্ছে, সাকিব তার দলের গেম প্ল্যান প্রকাশ করতে না চাইলে করবেন না; কিন্তু এভাবে আক্রমণ করতে হবে কেন? যদিও সাংবাদিকদের সঙ্গে সাকিবের এমন আচরণ নতুন কিছু নয়। তার অনুপস্থিতির কারণে এবারের বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে দলের ফটোসেশনই হয়নি। ২০১৯ বিশ্বকাপের আগেও এমন হয়েছিল। সাকিব স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ফটোসেশনে অংশ না নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনের শুটিং করতে! এরপর সাংবাদিকরা তার কাছে জানতে চান—ফটোসেশনের বিষয়টা সাকিবকে জানানো হয়েছিল কি না? জবাবে সাকিব বলেন, '(ফটোসেশনের) মেসেজ পেয়েছিলাম; কিন্তু পড়ে দেখিনি ভেতরে কী আছে।'

সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের হয়ে প্রায় সময়ই সিরিজের আগ মুহূর্তে দল থেকে সরে যান। এটা নিয়ে নানা সময়য়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। চলতি বছর উইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই সফরে যাওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে সাকিবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—তিনি তিন ফরম্যাটেই খেলবেন কি না? সাকিব বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মিডিয়া ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমি দলে আছি না?' এরপর বলেন, 'আছি তো', এই বলে তিনি সংবাদ সম্মেলন শেষ করেন!

এই সফরের আগে চলতি বছরেই আরো একটি কান্ড ঘটান সাকিব। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে হুট করেই বিমানবন্দরে মিডিয়ার সামনে 'মানসিকভাবে অসুস্থতা'র কথা জানান। তবে তিনি যাচ্ছিলেন দুবাই, একটি মোবাইল কম্পানির বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে। সেই শুটিং করে ফেরার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সাকিবকে দেড় মাসের জন্য বিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যা তুমুল আলোচনার জন্ম দেয়। পরে বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে রাজি হন।

২০১১ বিশ্বকাপের মাঝেও মিডিয়ার সামনে বিতর্কিত মন্তব্য করেন সাকিব। ওই আসরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫৮ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭৮ রানে অল আউট হয়েছিল বাংলাদেশ। এত কম রানে অল আউট হয়ে যাওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে সাকিবের দিকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ছুটে যায়। ম্যাচে বাজে ব্যাটিং কেন হয়েছে—এমন প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'লাঞ্চ ভালো ছিল তো তাই সবাই তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেছে।'

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

গাজরের পুষ্টিগুণ

(শেষের পাতার পর)

সমস্যা থেকে ওজন নিয়ন্ত্রণ, সবই করতে পারে গাজর। তাই চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, সবারই পছন্দের সবজি এই গাজর।

'বিটা-ক্যারোটিন' এবং 'ক্যারোটিনয়েড' সমৃদ্ধ গাজর অন্ত্রে ছত্রাকঘটিত যেকোনো সংক্রমণ রুখে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

গাজরে থাকা 'ফ্যালক্যারিনল' জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার, সিস্ট, ফাইব্রয়েডস-এর মতো সমস্যাগুলোকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

গাজরে রয়েছে প্রাকৃতিক কোলাজেন, যা শরীরে নতুন কোষ তৈরি করতে সাহায্য করে। গাজরে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজর ভালো করে ধুয়ে, কেটে খেলে তার মধ্যে থাকা 'ফ্যালক্যারিনল' পুরো মাত্রায় থাকবে। অন্য দিকে তাপের সংস্পর্শে এলে গাজরের মধ্যে থাকা 'বিটা-ক্যারোটিন'-এর পরিমাণ বাড়ে। যা চোখ এবং চুলের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। যদি কেউ গাজরের রস খেতে চান, তা হলে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল মিশিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অন্ত্রের কোনো সমস্যা থাকলে গাজর কাঁচা না খাওয়াই ভালো।

ওপারে ভাল থাকুন মাসুম

(শেষের পাতার পর)

বাংলা দে শে লাইফ সা পোর্ট থে কে সাধারনত: কেউ ফেরে না। হা তে গোনা দুই একজন বা দে এমন নজীর নেই বল লেই চলে। হাজার দ শেক ভূয়া ডাক্তার দা পি য়ে চি কিৎসা বা ণিজ্য চা লি য়ে যা চ্ছে সারা দে শে। এ দের ম ধ্যে নামীদামী বি শেষজ্ঞ পর্যা রের ডাক্তারও না কি আ ছে। ভূয়া অর্দ্ধশি ক্ষিত দলবাজ ডাক্তাররা নি জে দের ব্যর্থতা আড়াল কর তে রোগী কে লাইফ সা পো র্টে পাঠায় এবং লাশ বা নি য়ে বের করে । দুর্ভাগ্য মাসুম আজি জের। আ মি জা নিনা তার অসুখ কতটা গুরুতর ছিল। যেটাই হোক ডাক্তার দের কুপরাম র্শে তা কে সেখা নে নেয়াটাই ভুল হ য়ে ছে।

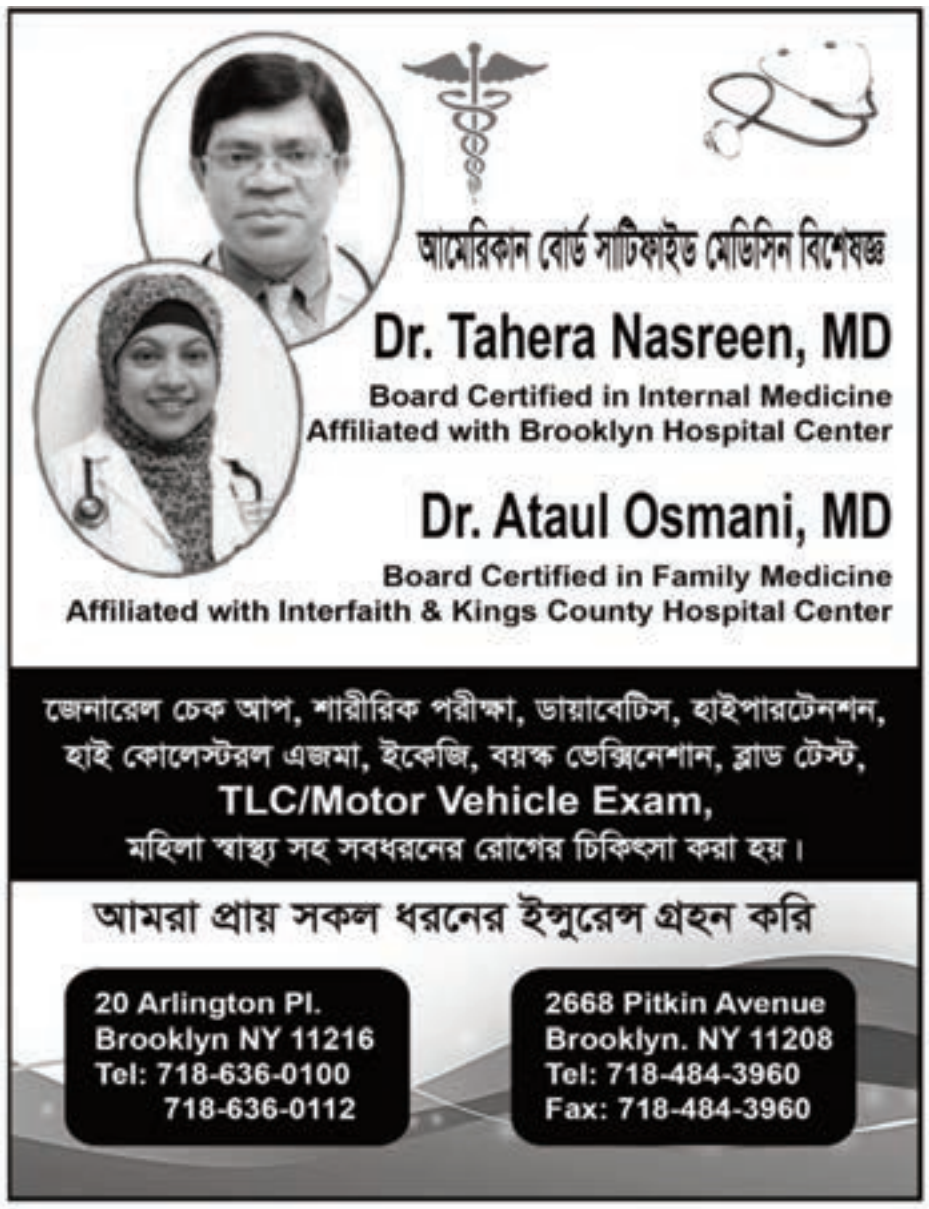
কিছুই করার নাই। এটাই ছিল মাসুম আ জি জের কপা লে। ত বে এভা বে চ লে যাওয়াটা মে নে নেয়া কষ্টকর। বি শেষ ক রে মানুষ টি য দি হন কোন প্রিয়জন। মাসুম কে আ মি দে খে ছি দ৭০ দশ কে টিএস সি এবং বেইলী রোড কে ন্দ্রিক নাট্যচর্চায়। সম্ভবত: এএসএম সোলায়মা নের সা থে কাজ দি য়ে শুরু। দ৭৬সা লে সোলায়মান চট্টগ্রাম থে কে ঢাকা এ সে কালান্তর না মে একটা নাট্যগোষ্ঠী বা নি য়ে ছি লেন। আমার লেখা দ সিন্দাবা দের ভুতদ নাটক মঞ্চায়ন দি য়ে শুরু হয়ে ছিল এর পথচলা। যতদুর ম নে প রে মাসুম আ জিজ এ তে কাজ ক রে ছি লেন। সেই থে কে সম্পর্ক। য থেষ্ঠ সম্মান কর তেন আমা কে। গত জুলাই তেও শিল্পকলা একা ডে মি তে এক সা থে ঢাকা থি য়েটার ম ঞ্চের দেওয়া সম্মাননা পদক নিলাম। তখনই অসুস্থ দে খে ছি। আর সুস্থ হ তে পা রেনি। দি নে দি নে অবন তি হ য়ে ছে। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল, আই সিইউ এবং ফাইনা লি লাইফ সা পোর্ট। কোর্স কম প্লিট ক রে ডাক্তারর তা কে লাশ বা নি য়ে খা টিয়ায় তু লে দি লেন।

মাসুম আ জিজ ছি লেন প্রগ তিশীল। ধর্মকর্মে কতটুকু বিশ্বাষ ছিল জা নিনা, তারপরও তার আত্মার শান্তি কামনা কর ছি। ওপা রে ভ াল থাকুন মাসুম।

চলতি বছর নিউইয়র্কে ৯ যাত্রীর মৃত্যু

(শেষের পাতার পর)

ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে সেলফোনের মালিক অন্যজনকে ধাক্কা দিয়ে রেল লাইনের ওপর ফেলে দেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে টহল পুলিশ জানায়। রেল লাইনে পড়ার পরই দ্রুতগামী এফ ট্রেন (ম্যানহাটান থেকে জ্যামাইকা মুখী) এসে ওই ব্যক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধওয়ে যায় রুবভেল্ট এভিনিউ সাবওয়ে। ধাক্কা দেয়া ব্যক্তিকেও পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ জানায়, এ বছর এ নিয়ে ট্রেনের নিচে ধাক্কা দিয়ে মোট ৯ যাত্রীর মৃত্যু হলো। গত বছরের ১২ মাসে এমন সংখ্যা ছিল ৮। এরফলে পাতাল ট্রেনে ভ্রমণে অনেকেই স্বস্তিবোধ করছেন না। রেল স্টেশনের মত চলতি পথও এখন আর নগরবাসীর কাছে নিরাপদ নয়। প্রায় দিনই দুর্বৃত্ত কর্তৃক হতাহতের ঘটনা ঘটছে নিউইয়র্ক সিটিতে। সাবওয়ে সহ রাস্তায় চলাচলে সকলকেই খুবই সাবধানতা অবলম্বন বলে অভিজ্ঞতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।







বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

সানিসাইড ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউ এ অধূমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য ২য় তলায় এ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈ তৈরি করা দুই বেডরুম বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ
৯১৭--৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বেইজমেন্ট ভাড়া

বায়তুর মামুর মসজিদ এবং ইউক্লিভ সাবওয়ের কাছে ২ বেড রুম, কিচেন ডাইনিং বাথসহ একটি সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার ঠিকানা: ৬৭৩ ইউক্লিড এভিনিউ। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮৫-৯৮১০
অক্টো-২৪/৩১

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮
অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

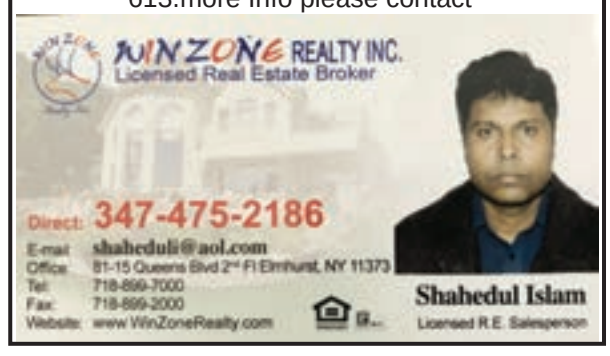
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে।

শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ
৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন
৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







ব্রহ্মসের বাংলাবাজার মসজিদের উপদেষ্টা পরিষদের শপথ অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাবাজার জামে মসজিদে এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে এবং মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদের পরিচালনায় শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া।

শপথ গ্রহণকারী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন ফখরুল ইসলাম, মোহাম্মদ দলা মিয়া, ইফতেখার সিরাজ, মোহাম্মদ এন মজুমদার, ইকবাল আহমেদ মাহ-বুব ও ডা. মোহাম্মদ শাহ আলম।

উপদেষ্টা পরিষদের অপর সদস্য আসেফ বারী টুটুল ব্যক্তিগত কারণে শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি পরে শপথ নিবেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মসজিদের কার্যকরী কমিটির সভায় ৫ বছরের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচিত হয়।

শপথ গ্রহণ শেষে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এজন্য তারা কার্যকরী কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি ইলিয়াস আলী ও মো. আহসান রাসুল নাসির, সহ সাধারণ সম্পাদক মোতাসিম বিল্লাহ হোসেন তুষার, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান, ওয়ালিউর রহমান, শামিম উদ্দিন, আক্তার খান রাজু, আজিজুল হক, সোহেল চৌধুরী ও মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া।

সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদ জানান, মসজিদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরে কার্যকরী কমিটির সভায় ৭ উপদেষ্টা থেকে একজনকে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচিত করা হবে।

শিরক ও তাওহীদ সম্পর্কে জানতে হবে

(শেষের পাতার পর)

এর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে জানা। যাতে আমাদের তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ এবং আমাদের ঈমান ও আমল সঠিক হতে পারে। বালেগ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান বিষয় হলো, শিরক ও তাওহীদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা।

শিরক:-

আরবীতে শিরক শব্দের অর্থ হলো, একজন অংশীদার গ্রহণ করা অর্থাৎ কাউকে অন্যের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা। এটাকে আরবীতে বলা হয় 'আশরাকা বায়নাহুমা' অর্থাৎ সে দু'জনকে একত্র করল। যখন দু'জনকে সমান মর্যাদা হিসেবে বিবেচনা করা হয় আরবীতে একে 'আশরাকা ফি আমরিহি গায়রাহু' বলা হয় অর্থাৎ সে তার কাজের মধ্যে অন্য একজনকে প্রবর্তন করল।

শরীয়াতের পরিভাষায় শিরকের অর্থ হলো, আল্লাহর রুবু-বিয়াত, উলুহিয়্যত, উবুদিয়্যাত ও দীনিয়াত, ইসমে জাত ও আসমাউল হুসনায় কোন সৃষ্টিকে অংশীদার বা প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করা। প্রতিদ্বন্দ্বী একজন সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ বুঝায়। শিরক সাধরাণত দুই প্রকার। এক, শিরকু ফিয্ যাত: আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সত্তার সাথে কাউকে শরীক করা বা অংশীদার করা। দুই, শিরকু ফিছ ছিফাত অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার গুলাবলীর সাথে অংশীদার করা। শিরকু ফিছ ছিফাতের প্রকার অনেক। এই শিরকটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মুসলিম সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ করেছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এ ধরনের শিরক এমনভাবে মিশে গেছে যাকে আমরা শিরক বলে মনেই করি না। অনেকটা সামাজিক কালচারের সাথে মিশে গেছে। এ ধরণের কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

তাওহীদ:

তাওহীদ শব্দের অর্থ এক, একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। শরীয়াতের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ আল্লাহকে তাঁর সুমহান জাত (সত্তা) সুন্দর নাম ও সিফাত বা গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর অধিকার, কর্ম ও কর্তত্বে এক, একক ও অদ্বিতীয় ঘোষণা ও সাব্যস্ত করা।

শিরক ও তাওহীদের পার্থক্যে কুরআনী পরিভাষা:

শিরক ও তাওহীদের পার্থক্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ একটি সুন্দর উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন," আল্লাহ একটি উপমা পেশ করেছেন একজন ব্যক্তি-সে কতিপয় ঝগড়াটে বা রূঢ় চরিত্র প্রভুর শরীকানা বা মালিকানাভুক্ত (যারা সবাই তাকে নিজের দিকে টানে) আরেক ব্যক্তি যে একই প্রভুর মালিকানাধীন। এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে।"(সুরা আয যুমার:২৯)

এ উপমাতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য এবং মানব জীবনের ওপর এ দু'টির প্রভাব এমন পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এরচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং এতটা কার্যকর পন্থায় বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, যে ব্যক্তি অনেক মালিক বা মনিবের অধীন এবং তারা প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টানে। তারা এমন বদমেজাজী যে, প্রত্যেকে তার সেবা গ্রহণ করতে চায়, তাদের কেউ একে অন্যকে তার সেবা দানের জন্য সুযোগ দিতে চায় না। তাছাড়া তাদের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ শুনতে গিয়ে যার নির্দেশই সে পালন করতে অপারগ হয় সে তাকে শুধু ধমক ও বকাঝকা দিয়ে ক্ষান্ত হয় না বরং শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর হয়। এমন ব্যক্তির জীবন অনিবার্যরূপেই অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একই মালিল বা মনিবের চাকর সে ব্যক্তি অতীব আরাম ও শান্তিতে জীবন যাপন করবে। তাকে অন্য কারো খেদমত এবং সন্তোষ বিধান করতে হয় না। এটা এমন সহজ-সরল কথা যা বুঝার জন্য বড় বেশী চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এ উপমা পেশ করার পর কারো জন্য একথা বুঝাও কঠিন নয় যে, এক আল্লাহর দাসত্বে মানুষের জন্য যে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে বহু সংখ্যক ইলাহর দাসত্ব করে কখনো তা লাভ করা যেতে পারে না। এখানে এ কথাও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, পাথরের মূর্তিও সাথে বহু সংখ্যক বক্র স্বভাবের এবং পরস্পর কলহপ্রিয় মনিবদের উপমা খাটে না। এ উপমা সেসব জীবন্ত মনিবদের ক্ষেত্রেই খাটে যারা কার্যতই পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দান করে এবং বাস্তবেও তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। পাথরের মূর্তি কবে কাকে আদেশ দেয় এবং কাকে কখন নিজের খেদমতের জন্য ডাকে। এ তো জীবন্ত মনিবদের কাজ। মানুষের নিজের প্রবৃত্তির মধ্যে, বংশের মধ্যে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে, জাতি ও দেশের সমাজের মধ্যে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে, শাসক ও আইন প্রণেতাদের মধ্যে, কায়কারবার ও জীবিকার গি-র মধ্যে এবং পৃথিবীর সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। তাদের পরস্পর বিরোধী আকাংখা ও ও দাবী মানুষকে সবসময় নিজের দিকে টানতে থাকে। সে তাদের যার আকাংখা ও দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাকে নিজের কর্মের গি-র মধ্যে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না। তবে তাদের শাস্তির উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ মনে আঘাত দেয়, কেউ অসন্তষ্ট হয়, কেউ উপহাস কওে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেউ নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে, কেউ ধর্মের ওপর আক্রমণ করে, কেউ আইনের আশ্রয় নিয়ে শাস্তি দেয়। মানুষের জন্য এ সংকীর্ণতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় আছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদের পথ গ্রহণ করে শুধু এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া এবং গলদেশ থেকে অন্যদের দাসত্বের শৃংখল ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করা।

পৃথিবী বিখ্যাত তাফসীরকারক তাওহীদের পথ অবলম্বন করার দু'টি পন্থা ও এর ফলাফলও ভিন্ন বলেছেন।একটি পন্থা এই যে, কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকার নিবে কিন্তু আশে-পাশের পরিবেশ তার সহযোগী হবে না। এ ক্ষেত্রে তার জন্য বাইরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংকীর্ণতা আগের চেয়েও বেড়ে যেতে পারে। তবে সে যদি সরল মনে এ পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে মনের দিক দিয়ে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। সে প্রবৃত্তির এমন প্রতিটি আকাংখা প্রত্যাখ্যান করবে যা আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী বা যা পূরণ করার পাশাপাশি আল্লাহ ভীরুতার দাবী পূরণ করা যেতে পারে না। সে পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, সরকার, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং আর্থিক কর্তত্বেরও এমন দাবী গ্রহণ করবে না যা আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে সে সীমাহীন দু:খ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে পাওে তথা অ-নবার্যরূপেই হবে কিন্তু তার মন এ ব্যাপাওে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত থাকবে যে, আমি যে আল্লাহর বান্দা তাঁর দাসত্বের দাবী আমি সম্পুর্ণরূপে পূরণ করছি। আর আমি যাদের বান্দা নই আমার কাছে তাদের এমন কোন অধিকার নেই, যে কারণে আমি আমার রবের নির্দেশের বিরুদ্ধে তাদের দাসত্ব করবো। দুনিয়ার কোন শক্তিই তার থেকে মনের এ প্রশান্তি এবং আত্মার এ প্রশান্তি ও তৃপ্তি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এমনকি তাকে যদি ফাঁসির কাষ্ঠেও চড়তে হয় তাহলে সে প্রশান্ত মনে ফাঁসির কাষ্ঠেও ঝুলে যাবে। সে এখতা ভেবে সামান্য অনুশোচনাও করবে না যে, আমি কেন মিথ্যা প্রভুদের সামনে মাথা নত করে আমার জীবন রক্ষা করলাম না।

আরেকটি পন্থা এই যে, গোটা সমাজ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক এবং সেখানে নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, আইন, কানুন, রীতিনীতি ও দেশাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি মোট কথা জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে যেসব মূলনীতি মেনে নেয়া হোক এবং কার্যত চালু করা হোক যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব ও রাসুলের মাধ্যমে দিয়েছেন। আল্লাহর দীন যেটিকে গোনাহ বলবে আইন সেটিকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সেগুলোকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে, শিক্ষা-দীক্ষা সেটি থেকে বাঁচার জন্য মন-মানসিকতা তৈরী করবে। মিম্বার ও মেহরাব থেকে এর বিরুদ্ধেই আওয়াজ উঠবে, সমাজ এটিকে দোষণীয় মনে করবে এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রতিটি কাজ-কারবারে তা নিষিদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর দীন যে জিনিসকে কল্যাণ ও সুকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করবে আইন তাকেই সমর্থন করবে। ব্যবস্থাপনার শক্তি তার লালন পালন করবে। মিম্বর ও মেহরাব তারই শিক্ষা দেবে, সমাজও তারই প্রশংসা করবে। তার ওপরেই প্রচলিত রীতিনীতি কার্যত প্রতিষ্ঠিত করবে এবং কায়-কারবার ও জীবন জীবিকার প্রক্রিয়াও সে অনুসারেই চলবে। এভাবেই মানুষ পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি লাভ করে এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্ত দরজা তার জন্য খুলে যায়। কারণ আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর দাসত্বেও দাবীর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা তখন প্রায় শেষ হয়ে যায়।

ইসলাম যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বলে াহবান জানায় যে, এই দ্বিতীয় অবস্থাটা সৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় সে তাওহীদকেই তার আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে এবং সব রকম বিপদ-অপাদ ও দু:খ-যষ্টের মোকাবিলা করে আল্লাহর দাসত্ব করবে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলামের টুড়ান্ত লক্ষ এ দ্বিতীয় অবস্থা সৃষ্টি করা। সমস্ত নবী ও রাসুল আলাইহিমুস সালামের প্রচেষ্টা ও দাবীও এই যে, একটি মুসলিম উম্মাহর উত্থান ঘটুক যারা কুফরী ও কাফেরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে জামায়াতবদ্ধভাবে আল্লাহর দীন অনুসরণ করবে। কুর-আন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিবেক-বুদ্ধিহীন না হয়ে কেউই একথা বলতে পারে না যে নবী রাসুল আলাইহিমুস সালামের চেষ্টা সাধনার লক্ষ ছিল শুধু ব্যক্তিগত ঈমান ও আনুগত্য। সামাজিক জীবনে দীন হ কবা ন্যায় ও সত্যের আদর্শ কায়েম করার উদ্দেশ্য আদৌ তাঁদের ছিল না।

শিরকের পরিণতি:

শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। শিরক একটি জুলুম এবং আল কুরআনে যাকে সবচেয়ে বড় জুলুম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শিরকমূলক অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন," আল্লাহ অবশ্যি শিরককে মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্যান্যগোনাহ যা আছে তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করছে।" (সুরা নিসা:৪৮) কুরআন ও হাদীসে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

e-mail: Jafarahmad68@gmail.com



সময়ের আগেই হলো মাহির 'বেবি শাওয়ার' অনুষ্ঠান

(শেষের পাতার পর)

তবে এরইমধ্যে সাধ (বেবি শাওয়ার) এর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। রাজশাহীতে হয়ে যাওয়া এই আয়োজন বেশ উপভোগ করেছেন নায়িকা। রোববার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে আলাপকালে মাহি বলেন, 'গ্রামের বাড়ি রাজশাহী গিয়েছিলাম। সেখানে আমার মা-বাবার পরিবাররা মিলে এই আয়োজন করেছে। এমন একটি আয়োজন সত্যিই আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। ভাষায় বোঝাতে পারবো এতো ভালোবাসা আমি পেয়েছি।'

মাহির মা হওয়ার প্রত্যাশিত সময় আগামী বছরের প্রথমদিকে। এ প্রসঙ্গে মাহি বলেন, 'আগামী বছরের প্রথম দিকে চিকিৎসক সময় দিয়েছেন, কিন্তু এর অনেক আগেই এই সাধ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আসলে আমি তো রাজশাহীতে আর যাব না, হয়তো যাওয়া হবে না। তাই আমার আত্মীয় স্বজনরা মিলে এই আয়োজন করেছে।' ফেসবুক হ্যান্ডেলে মাহি এই বিশেষ মুহূর্তের বেশকিছু ছবি শেয়ার করেছেন। সেসবে অভিনন্দন বার্তায় ভাসছেন মাহি

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

অব ইউএসএ'র নির্বাচন (২০২২-২০২৪) ৩০ অক্টোবর রোববার।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নির্বাচন ৩০ অক্টোবর রোববার।



চট্টগ্রাম সমিতি'র উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী মাহফিল ও মেজবান অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইনক'র উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী মাহফিল ও মেজবান গত ৯ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের পিএস ১৭৯ মিলনায়তনে আয়োজিত পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামবাসী ছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় বাদ আসর থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত এ মাহফিল ও মেজবান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ আল্লামা মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন তরুণ ইসলামিক চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল হক।

সংগঠনের সভাপতি মনির আহমেদের সভাপতিত্বে এবং উদযাপন কমিটির আহবায়ক আবু তাহেরের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, এটর্নী মঈন চৌধুরী, চট্টগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সৈয়দ এম রেজা, মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাবেক সহ-সভাপতি তারেকুল হায়দায় চৌধুরী, মাসুদ হোসেন সিরাজী, উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রধান সমন্বয়কারী আবুল কাশেম, সমন্বয়কারী মোঃ আইয়ুব আলী আনসারী, সদস্য সচিব মীর কাদের রাসেল, যুগ্ম সচিব মোঃ ইকবাল হোসেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর মহাসচিব আলহাজ্ব মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শেখ মোস্তফা কামাল প্রমুখ।



বক্তারা বলেন, বিশ্ববাসীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনবী মোহাম্মদ (স.) এর পৃথিবীতে আবির্ভাব উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতি বছরই ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন করেন। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার বহি:প্রকাশ এ ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন। মহানবী (সা.) এর আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিলাভ সম্ভব।

দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল হক। বিপুল সংখ্যক মুসল্লী চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এ মেজবানে অংশ নেন।



বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সরকার পরিচালিত। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনাজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়
১২১ লং আইল্যান্ড
১১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারের অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ম্যাপ/ফ্রি স্টাফ নতুন করে অবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901

আমার CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না



Asif Bari (Tutul)
C.E.O

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 401, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 718-898-7100
JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl Jamaica, NY11432 Tel: 718-291-4163
BRONX OFFICE: 2113 Starling Ave, Suite 201 Bronx NY 104621 Tel: 718-319-1000
BUFFALO OFFICE: 977 Sycamore St 2nd Buffalo, NY 14212 Tel 347-272-3973
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901
OZONE PARK OFFICE: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554
BROOKLYN OFFICE: 509 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6566 Cell: 347-777-7200
BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে




পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- স্লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

আবার নিউইয়র্কে করোনায় বাংলাদেশীর মৃত্যু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হুরুন্নাহার বেগম (৬২) নামে এক বাংলাদেশী গত ১৮ অক্টোবর মারা গেছেন। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ১৯ অক্টোবর বুধবার তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় হয়। জানাযার সময় পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকাবস্থায়ই করোনায় আক্রান্ত হন হুরুন্নাহার বেগম। তিনি মানিকগঞ্জ জেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের বাড়ৈ গ্রামের সন্তান এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত আফাজউদ্দিন আহমদের স্ত্রী। তাকে ম্যানহাটানের মাউন্টসিনাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কয়েকদিন আগে। সেখানেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন। মরহুমার মরদেহ লং আইল্যান্ড ওয়াশিংটন মেমরিয়ালের পার্কের মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে। হুরুন্নাহারের মৃত্যুতে কমিনিটিতে করোনা নিয়ে পুনরায় আতংক দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, করোনায় আক্রান্ত হয়ে বছর খানেকের মধ্যে আর কোন প্রবাসীর মৃত্যু হয়নি। ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্ক সিটিসহ সমগ্র আমেরিকায় ১২ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ সহ সর্বস্তরের বাংলাদেশী রয়েছেন।

দুই প্রবাসী সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউ-ইয়র্ক প্রবাসী খসরুজ্জামান খসরু ও ইফজাল আহমদ চৌধুরী সিলেট জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদে বিজয়ী হয়েছেন। সোমবার (১৭ অক্টোবর) অনু-ষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে খসরুজ্জামান খসরু বিয়ানীবাজার উপজেলার ৮নং ওয়ার্ড থেকে উডপাখি মার্কায় এবং ইফজাল চৌধুরী জকিগঞ্জ ১৩ নং ওয়ার্ড থেকে টিউবওয়েল মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছেন। তাদের বিজয়ে নিজ নিজ এলাকার মতো প্রবাসেও আনন্দের বন্যা বইছে। খবর ইউএনএ'র।

মোহাম্মদ খসরুজ্জামান খসরু বাংলাদেশ স্পেটর্স কাউ-সিল অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সদস্য। তার বিজয়ে নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের অন্যত সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম।

ইফজাল আহমেদ চৌধুরী জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ সভাপতি এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক। এছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক।

নির্বাচনে বিজয়ের পর ইফজাল চৌধুরী সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে তাকে প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সানি মোল্লা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক স্টেট কমিটি গঠিত





নিউইয়র্ক: বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি ড. হাসান আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক এবাদুল হক। বঙ্গবন্ধু পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ড. রাব্বী আলম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন স্বাক্ষরিত এই কমিটি গত ১৫ অক্টোবর অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি স্থানীয় মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

এদিকে নতুন কমিটির সভাপতি ড. হাসান আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক এবাদুল হক, যুক্তরাষ্ট্র কমিটির সভাপতি ড. রাব্বী আলম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিনকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিই নয়, বিশ্ববাসীর জন্য একটা আদর্শও বটে। আমরা এই মহান নেতার আদর্শ ও ঐতিহ্য আমাদের নতুন প্রজন্মসহ মূলধ-ারার কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের পাশাপাশি জননেত্রী শেখ হাসিনা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে আরো সুসংগঠিত করার প্রয়াসে কাজ করবো। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

গভীর ভালোবাসা ও পরম মমতায় রোমে শেখ রাসেলের জন্মদিন পালন

রোম (ইতালী): রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস গভীর ভালোবাসা ও পরম মমতায় 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে। গত ১৮ অক্টোবর আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ছাড়াও জাতিসংঘের রোমস্থ অঙ্গসংস্থা এফএও-তে চলমান 'ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরাম' এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ, রাষ্ট্রদূত ও প্রধান অতিথির বক্তব্য, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের উপস্থাপনায় 'শেখ রাসেল' প্রদর্শন, দিবসটি উপলক্ষে প্রাপ্ত বাণী পাঠ এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান এবং উপস্থিত সকলে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র এবং শিশু-কিশোরদের উপস্থাপনায় 'শেখ রাসেল' প্রদর্শন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপস্থিত সবাইকে শহিদ শেখ রাসেল এর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, শিশু শেখ রাসেল বাংলাদেশের সব শিশু-কিশোরদের দীপ্ত জয়োল্লাস আর অদম্য আত্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা। উপস্থিত সবাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখি, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে নিজ-নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শহীদ শেখ রাসেলের শুভ জন্মদিনে শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। স্বাধিকার আন্দোলনসহ বাংলাদেশের ইতিহাসের সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর পরিবারের আত্মত্যাগ কথা স্মরণ করে তিনি শিশু রাসেল এর সহজ-সরল জীবনের কথা উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পৃথিবীতে আর কোথাও যেন এরকম ঘৃণ্য হত্যাকান্ড না ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর মতো বর্বরোচিত হত্যাকান্ড মানব ইতিহাসে বিরল বলে প্রধান অতিথি উল্লেখ করেন। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টে শেখ রাসেলসহ জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্যবৃন্দের আত্মার শান্তি কামনা করে এবং দেশ ও জাতির শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়। আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



শেখ রাসেল ডে অবজার্ভড এট ইতালী





জামালপুর জেলা সমিতির মিলনমেলা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো 'জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক মিলনমেলা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ৯ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে 'গোল্ডেন প্যালেস ব্যাংকুয়েড হলে'র মনোরম পরিবেশে এ সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জামালপুরবাসীরা নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, কানেকটিকাট ও পেনসিলভেনিয়াসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে সপরিবারে যোগ দেন।

হৃদয়ের উষ্ণতা আর সম্প্রীতির বন্ধনে চার শতাধিক প্রবাসীর এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অজিত ভৌমিক। পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল হাসান এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি অজিত ভৌমিক। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল আকন্দ পিই.। কমিটির সদস্য-সচিব রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম আশাফুদ্দৌল্লাহ্ (লিটন)। পরে সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সংগঠনের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি মোর্শেদা জামান, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি আবু হায়াত মোস্তফা হেলাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান শেলী, উপদেষ্টা শাহ মো. ইমরান খান (শাহীন), কৃষিবিদ মোহাম্মদ মমিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সার্জন মোঃ বদিউজ্জামান (জামান), সাবেক সহ-সভাপতি জি



ইউ টি হেলাল, বিশিষ্ট সংগঠক শেরপুর জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, খন্দকার সালমান, মো. সেলিম, ডা. দীতি ভৌমিক, ডা. সনু সাহুনী, কমিনিটি লিডার শেখ জামাল হোসাইন, রেজা আব্দুল্লাহ (স্বপন), মো. কামাল হোসেন, মোখলেছুর রহমান, মো. এ, আই খান বিপুব, সৈয়দ আহমেদ বাবলা, মো. নুরুজ্জামান, নূর নবী, মো. সাইফুল ইসলাম, মো. আজিজুর রহমান, মো. নছিব, মো. পিন্টু, মো. সামিউল, মো. মোমিন প্রমুখ।

অন্যন্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আশরাফুজ্জামান, মোর্শেদা জামান, আবু হায়াত মোস্তফা হেলাল, অজিত ভৌমিক, সাইদুর রহমান শেলী, শাহ মো. ইমরান খান (শাহীন), মো. আনোয়ার হোসেন, মো. মমিন, মো. বদিউজ্জামান (জামান), শেখ জামাল হোসাইন, রেজা আব্দুল্লাহ (স্বপন), মো: শরিফুল ইসলাম (মিন্টু), রবিউল ইসলাম, এএসএম আশাফুদ্দৌল্লাহ্ (লিটন), মো. আহসান হাবীব, মো. রফিক হাসান, এস,এম হাসান আরিফ এবং মো. মাসুম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয় সুস্বাদু বাঙালী খাবার।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীগণের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই পর্ব পরিচালনা করেন দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান (মিরন)। সংগীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব, শশী, খন্দকার সালমান এবং সামিয়া ইসলাম। সবশেষে ছিলো নৈশ ভোজ।

সংগঠনের সভাপতি অজিত ভৌমিক সমাবেশ থেকে প্রবাসের সকল জামালপুরবাসীকে পরবর্তী কার্যক্রমে অংশ নেয়ার আহবান জানান এবং অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA




দুই প্রবাসী সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক প্রবাসী খসরুজ্জামান খসরু ও ইফজাল আহমদ চৌধুরী সিলেট জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদে বিজয়ী **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো 'লালন উৎসব' ৩০ অক্টোবর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে, যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান, জাতি গোত্র নাহি রবে' শ্লোগানে **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

সাঈদ তারেকের কলাম

ওপারে ভাল থাকুন মাসুম



দুই . তিনদিন ধ রেই সংবাদটা ঘু র ছি লো ফেসবুকের পাতায়, মাসুম আ জিজ লাইফ সা পো র্টে। সেই থে কেই অ পেক্ষা কর ছিলাম কখন ফাইনাল খবরটা আ সে। এ সে গে লো আজ (১৭ অক্টোবর, সোমবার) **।(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪১পাতায়)**

জ্যাকসন হাইটস সাবওয়ে স্টেশনে একজনের ধাক্কায় আরেকজনের মৃত্যু

চলতি বছর নিউইয়র্কে ৯ যাত্রীর মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস পাতাল ট্রেনের স্টেশনে এক ব্যক্তির ধাক্কায় ট্রেনের নিচে পড়ে মারা গেলেন আরেক ব্যক্তি। তারা স্প্যানিশ ভাষাভাষী বলে জানা যায়। বাংলাদেশ অধ্যুষিত এলাকায় গত ১৭ অক্টোবর সোমবার সোমবার বিকেল



ে টার দিকে এফ ট্রেনের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দুই যাত্রী ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজনের হাতে থাকা সেলফোন কেড়ে নিয়ে রেল লাইনের ওপর ফেলে দেয়া হয়। সেটি উঠানোর চেষ্টা না করে সেলফোনের মালিক অপর ব্যক্তির সাথে তুমুল **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



সাংবাদিক হাবিব রহমানের লেখা ভ্রমণ কাহিনী

'ঘুরে দেখা ইউরোপ' প্রকাশিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ বিশিস্ট সাংবাদিক, বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

ভোলা ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

ফরিদ সভাপতি, রিংকন সাধারণ সম্পাদক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ভোলা ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ এর ত্রি-বার্ষিক (২০২২-২০২৪) সালের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ১৬ অক্টোবর রোববার জ্যামাইকার **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

ভোজন রসিকদের উপচেপড়া ভীড়

জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): শুধু নিউইয়র্ক নয়, ট্রাইস্টেট এলাকার দেশী-বিদেশী ভোজন রসিকদের কাছে সুস্বাদু ও হালাল খাবারের বিশ্বস্থ নাম ব্রঙ্কসের 'খলিল বিরিয়ানী হাউজ'। জনপ্রিয়তার কারণে ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানের পরিধি বাড়ছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার কুইন্সের জ্যামাইকায় বর্ণাঢ্য আয়োজন আর ব্যাপক উৎসাহে খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধন হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৭ স্ট্রীটের কর্ণারে প্রতিষ্ঠিত **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**



ওজনপার্কে বিয়ানীবাজার সমিতির অফিস উদ্বোধন

রশীদ আহমদ: বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষে ও কমিউনিটির সেবা আরো সুচারূপে করার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধুষ্যিত ওজন পার্কে (৭৬-০৭ ১০১ এভিনিউ) তে নিজস্ব অফিস। সমিতির **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা) এর অ্যাওয়ার্ড ডিনার ২৮ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় ডিএ মাইকেল ইল্লাজিও (৭৯-১৭ আলবিওন এভিনিউ, কুইন্স এনওয়াই ১১৩৭৩)।
ভোলা ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার মসজিদের উপদেষ্টা পরিষদের শপথ অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার জামে মসজিদ ইনক'র নব নির্বাচিত উপদেষ্টা পরিষদের **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

আমেরিকার নির্বাচন

প্রার্থী না দেখে ভোট দেয়া বিরক্তিহীন

নজরুল ইসলাম বাবুল: আগামী ৮ নভেম্বর আমেরিকায় অনুষ্টিত হতে যাচ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। এতে ক্ষমতাসীন দল তাদের জনপ্রিয়তা কি অবস্থানে আছে তা যাচাই করার সুযোগ হয়। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



শিরক ও তাওহীদ সম্পর্কে জানতে হবে

জাফর আহমাদ

শরীয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ফরযগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্ব ফরয হলো, শিরকের অর্থ এর গাম্ভীর্য এবং **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

খেলার খবর

মিডিয়ার সামনে সাকিবের যত 'অহংকারী' আচরণ

স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচের আগের দিন বিতর্কের জন্ম দিলেন সাকিব আল হাসান। সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিকের উদ্দেশে তিনি **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

হেলথ টিপস

গাজরের পুষ্টিগুণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সামনেই শীতকাল, এ সময়ে নানা রকম শাকসবজি পাওয়া যাবে বাজারে। এদের একটি হচ্ছে গাজর। গাজরকে বলা হয় শীতকালীন 'সুপারফুড'। বলতে গেলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় এই সবজিটি। হরমোনের **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বিনোদন

সময়ের আগেই হলো মাহির 'বেবি শাওয়ার' অনুষ্ঠান

বিনোদন ডেস্ক: মা হতে যাচ্ছেন জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি। কিন্তু সেটা এখনো দেরি আছে। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/প্লেসেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is Independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com